দুঃখ কষ্টের হিকমত

ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম
ইমাম ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ

অনুবাদ

আলী আহমাদ মাবরুর

দুঃখ-কষ্টের হিকমত

www.nagorikpathagar.org

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মুমিনের অভিব্যক্তি বড়োই চমকপ্রদ! সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া আর কারও অবস্থান এমন নয়। সাচ্ছন্দ্যের সময় সে শুকরিয়া করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণময় হয়। আর কষ্টে পড়লে সে সবর করে, ফলে তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে ওঠে।" মুসলিম : ৭২২৯

www.nagorikpathagar.org

দুঃখ-কষ্টের হিকমত

ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম
(৫৭৭-৬৬০ হিজরি)

ইমাম ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ
(৬৯১-৭৫১ হিজরি)

অনুবাদ

আলী আহমাদ মাবরুর

প্রচ্ছদ প্রকাশন

www.nagorikpathagar.org

দুঃখ-কষ্টের হিকমত

মূল

ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম

ইমাম ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ

অনুবাদ

আলী আহমাদ মাবরুর

প্রচ্ছদ প্রকাশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৭৮১-১৭২০২৬, ০১৩১৫-৩৭৩০২৫

prossodprokashon@gmail.com

www.prossodprokashon.com

১ম প্রকাশ : মে, ২০২২

২য় মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০২৩

অনুবাদস্বত্ব : প্রচ্ছদ প্রকাশন

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

একমাত্র পরিবেশক : একাত্তর প্রকাশনী

প্রকাশনাক্রম : ৪২

মূল্য : ২০০/- (দুইশত টাকা)

DUKHHO-KOSTER HIKMAT

by Imam Izzuddin Abdus Salam &

Imam ibn Qayyim al-jawziyyah

Translated by Ali Ahmad Mabrur

Published by Prossod Prokashon

ISBN: 978-984-96714-1-1

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

জীবন! যেন সুখ-দুঃখের দোলাচলে দোলায়িত এক তরণি। আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না এখানে আবর্তিত হয় দিনরাত্রির মতো। সুখের সময় আমরা কখনও-বা আনন্দের আতিশয্যে অহংকারী হয়ে উঠি; দুঃখের সময় ভেঙে পড়ি হতাশায়। কিন্তু মুমিনের কাছে এমন অভিব্যক্তি প্রত্যাশিত নয়।

বিশ্বাসী মানুষের রয়েছে সবকিছুর ক্ষেত্রেই পরিমিতিবোধ ও রুচিশীলতা। দুঃখ-কষ্টকেও মুমিন দেখে ভিন্ন চোখে, ভিন্ন অবয়বে। বিশ্বাসী হৃদয়ে রয়েছে সুখ-দুঃখের ব্যতিক্রম তাৎপর্য– হৃদয়ের পটে তার ভিন্ন রং, জীবনের তটে তার ভিন্ন ঢেউ। আল্লাহর রাসূল সা. মুমিনের এই ব্যতিক্রম জীবন-দৃষ্টিকে চিত্রায়িত করেছেন এভাবে–

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَالِكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মুমিনের অভিব্যক্তি বড়োই চমকপ্রদ! সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া আর কারও অবস্থান এমন নয়। সাচ্ছন্দ্যের সময় সে শুকরিয়া করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণময় হয়। আর কষ্টে পড়লে সে সবর করে, ফলে তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে ওঠে।" মুসলিম : ৭২২৯

যার ঈমান যত সুদৃঢ়, তিনি তত সৌন্দর্যের সাথে দুঃখ-কষ্টকে মোকাবিলা করেন। বিপদ-মুসিবতকে তিনি মনে করেন গোনাহ মাফের উপলক্ষ্য। দুঃখ-কষ্টকে নেন সবরের সুযোগ হিসেবে। এভাবে আল্লাহর পরীক্ষায় মুমিন উতরে যান এবং নিজের মর্যাদাকে আরও বুলন্দ করে নেন।

ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম ও ইমাম ইবনে কাইয়িমের লেখা থেকে সংকলিত এই পুস্তিকাটি এ বিষয়ে আমাদের দেবে নতুন উপলব্ধি। এই লেখাগুলো যেন অন্ধকারের আলো, দুঃখ-কষ্টের প্রতিষেধক, হতাশ হৃদয়ে আশার ঝলকানি।

www.nagorikpathagar.org

বইটিতে সংকলিত হয়েছে তিনটি লেখা। মূল লেখাটি ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালামের। তাঁর এই লেখাটির অনুসরণে অথবা বলা যায় ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাইয়িম কলম ধরেছেন এ বিষয়ে। ইমাম ইযযুদ্দিনের লেখাটি খুবই সংক্ষিপ্ত, তবে তাতে আছে তার ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্রদের ব্যাখ্যা সংবলিত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পাদটীকা। গবেষণারীতিতে পাদটীকা ব্যাপক প্রচলিত হলেও সাধারণ পাঠকরা এতে খুব একটা অভ্যস্ত নন। তাই আমরা পাদটীকাগুলো মূল লেখার প্রাসঙ্গিক অংশের সাথে জুড়ে দিয়েছি– তাতে পড়ার গতি সাবলীল থাকবে এবং সাধারণ পাঠকগণ বেশি উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। পাদটীকার মন্তব্যগুলো কোনটি কার তা নামোল্লেখ থাকায় বোদ্ধা পাঠকমহলও বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে নেবেন না বলেই আমাদের প্রত্যাশা।

অনুবাদক জনাব আলী আহমাদ মাবরুর বরাবরের মতোই দারুণ গতিশীল অনুবাদ করেছেন। কাজ করতে গিয়ে মনে হয়েছে– এ বইটি তার সাহিত্যসৃষ্টি সমূহের মধ্যে একটু বেশিই দীর্ঘস্থায়ী দাগ কেটে যাবে সময়ের বেলাভূমিতে। পাণ্ডুলিপির মানোন্নয়নে মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, শাহমুন নাকীব ফারাবী ও মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসাইন কাজ করেছেন। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি প্রচ্ছদ পরিবারের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তায়ালা সকলকে উত্তম উযরত দিন।

প্রকাশক
মে, ২০২২

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব :

দুঃখ-কষ্টের হিকমত ০৯

এক. আল্লাহর কুদরত অনুধাবন ০৯

দুই. আনুগত্যের উপলব্ধি ১০

তিন. ইখলাস ও তাওয়াক্কুল ১০

চার. অনুতাপ ও অনুশোচনা ১১

পাঁচ. নম্রতা ও দুআ ১২

ছয়. সহনশীলতা ১৩

সাত. ক্ষমাপরায়ণতা ১৬

আট. সবর ও স্থিরতা ১৭

নয়. কষ্টের নেপথ্য-আনন্দ ১৯

দশ. সবর ও শোকর ২১

এগারো. পাপমোচন ২৩

বারো. সহানুভূতিশীল হওয়ার সুযোগ ২৩

তেরো. নিয়ামতের উপলব্ধি ২৪

চৌদ্দ. আখিরাতে পুরস্কারপ্রাপ্তি ২৪

পনেরো. সুপ্ত কল্যাণ লাভ ২৪

ষোলো. অহংকারমুক্ত হওয়া ২৫

সতেরো. প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল হওয়া ২৭

আঠারো. সমর্পিত বান্দা ৩০

উনিশ. স্বল্পে তুষ্টি ৩২

বিশ. আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা ৩২

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় পর্ব :

সবর : সফলতার অনন্য নিয়ামক ৩৫

তৃতীয় পর্ব :

বিপদ বিপর্যয় সফলতা ৫১

হিদায়াত : সফলতার মানদণ্ড ৫১

চূড়ান্ত বিজয় মুমিনদের ৫২

বিপদ ও বিপর্যয়ের কারণ ৭০

বিপদ-মুসিবত-পরীক্ষা : কিছু মূলনীতি ৭৩

এক. মুমিনের জীবন প্রশান্তিময় ৭৩

দুই. কষ্টের তীব্রতা লাঘবে রিদা ও ইহতিসাব ৭৩

তিন. মুমিনের পরীক্ষা তার মান অনুযায়ী ৭৪

চার. আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনে দুঃখ-কষ্টের তৃপ্তি ৭৫

পাঁচ. প্রতিকূলতা থেকে অবিশ্বাসীদের অর্জন নগণ্য ৭৫

ছয়. প্রতিকূলতা মুমিনের প্রতিষেধক ৭৫

সাত. সমস্যা-সংকট জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ৭৬

আট. জয়-পরাজয়ের হিকমত ৭৭

নয়. সৃষ্টির উদ্দেশ্যই পরীক্ষা ৮০

দশ. সাময়িক স্বস্তি বনাম স্থায়ী শান্তি ৮২

এগারো. দ্বীনের পথে বিপদ-মুসিবতের ফলাফল ৮৩

পরিশিষ্ট :

ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম ৮৭

ইমাম ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ ৯১

www.nagorikpathagar.org

দুঃখ-কষ্টের হিকমত

ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ সা.-এর ওপর। তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথিদের প্রতি সালাম।

সুখ-দুঃখের কথামালাই জীবন। জীবনে যেমন সুখ আছে, তেমনি আছে কষ্টও। সাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি আছে বিপদ। কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি। অনুকূলতার সুবাতাস আর প্রতিকূলতার বৈরি হাওয়া এখানে হাত ধরাধরি করে চলে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যখন মানুষ হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, একের পর এক বিপদে জীবন যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, সেই কঠিন সময়গুলোর মাঝেও মুমিনের জন্য কল্যাণ লুকায়িত থাকে। এক্ষেত্রে কষ্টের আবরণে কতটুকু কল্যাণ লুকিয়ে থাকবে কিংবা মানুষ তার যাপিত জীবনের এসব পরীক্ষা থেকে কতটা কল্যাণ অর্জন করতে পারবে– তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মান এবং অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।

বিপদ-মুসিবতের পেছনে লুকিয়ে থাকা কল্যাণের সন্ধান আমাদের জীবনে এনে দিতে পারে প্রশান্তি। দুঃখ-কষ্টের অন্তর্নিহিত হিকমত অনুধাবন করতে পারলে সবরের অনুশীলন করা আমাদের জন্য সহজ হবে। সেই উপকার হাসিলের লক্ষ্যে দুঃখ-কষ্টের আড়ালে লুকায়িত সম্ভাব্য কিছু হিকমতের অনুসন্ধান আমরা এখানে পেশ করছি।

এক. আল্লাহর কুদরত অনুধাবন

বিপদ, মুসিবত ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সর্বময় ক্ষমতাকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

দুই. আনুগত্যের উপলব্ধি

বিপদ ও পরীক্ষার মুখোমুখি হলে মানুষ বিনয়ী হয়। আল্লাহর আনুগত্যের অপরিহার্যতা নতুন করে উপলব্ধি করে। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন–

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾

"যখন বিপদ আসে, তখন তারা বলে– নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব।" সূরা বাকারা : ১৫৬

ঈমানদার ব্যক্তি জানে, মহান আল্লাহর কুদরত থেকে পালিয়ে কোথাও যাওয়া যাবে না– এটাই চিরন্তন সত্য। এমনকি আল্লাহর করায়ত্ত এড়িয়ে যাওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। এ হচ্ছে মানুষের জন্য পূর্বনির্ধারিত তাকদিরেরই অংশ। বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টে পড়লে মুমিন ব্যক্তি এ বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে বুঝতে পারে। সে আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে আরও কাছাকাছি অনুভব ধরে, আল্লাহর বান্দা হিসেবে নিজের অবস্থানকে নতুন করে অনুধাবন করে এবং নিজেকে সোপর্দ করার জন্য আবারও আল্লাহর কাছে ফিরে আসে।

তিন. ইখলাস ও তাওয়াক্কুল

বিপদে পড়লে আল্লাহর প্রতি বান্দার ইখলাস ও তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি পায়। মানুষ তখন বুঝতে পারে– আল্লাহই তার একান্ত অভিভাবক ও শেষ আশ্রয়; তিনি ছাড়া এই বিপদ থেকে তাকে আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ওপর ভরসা করারও কোনো যৌক্তিকতা নেই। আল্লাহপাক কুরআনে হাকিমে ইরশাদ করেন–

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

"আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোনো কষ্ট দেন, তাহলে তিনি ছাড়া সে কষ্টের উপশমকারী কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন, তবে তিনিই তো সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" সূরা আনআম : ১৭

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ... ﴿٦٥﴾

"তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে।" সূরা আনকাবুত : ৬৫

www.nagorikpathagar.org

চার. অনুতাপ ও অনুশোচনা

বিপদে পড়লে পরে আল্লাহর কাছে বান্দার অনুতাপ ও অনুশোচনা তৈরি হয়। অতীতের কৃত পাপ ও অপরাধ থেকে সে ফিরে আসে আল্লাহর দিকে। আল্লাহ তায়ালা তখন বান্দার অন্তরকে ইতিবাচক পথে ধাবিত করেন–

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ...﴾

"যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে অনুতপ্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে।" সূরা যুমার : ৮

ইমাম ইবনে কাইয়িম রহ.[১] তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *মাদারিজুস সালিকিন*-এ বলেন–

"মূলত الإنابة তথা অনুতাপ-অনুশোচনা বলতে এখানে চারটি বিষয়ের সমষ্টিকে বোঝানো হয়েছে। তা হলো–

১. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা রাখা,
২. আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা,
৩. আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং
৪. আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাউকে শরিক করা থেকে বিরত থাকা।

এই চারটি বিষয়ের সম্মিলনই হলো আল্লাহর কাছে বান্দার অনুশোচনা। এই চারটি বিষয় বা অভিব্যক্তির সম্মিলন না হলে একজন মানুষকে

---

১. হিজরি অষ্টম শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম। মূল নাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সাদ ইবনে হুরাইয আয যুরয়ি। ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন একাধারে ফকিহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির। তাঁর জন্ম ৬৯১ হিজরি মোতাবেক ১২৯২ খ্রিষ্টাব্দে, দামেশকে। তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে তখনকার প্রসিদ্ধ আলিমদের কাছে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ছাত্রত্ব ও সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। এটাই তাঁর জীবনে বড়ো বাঁক পরিবর্তন ঘটায়। ইবনে তাইমিয়ার সান্নিধ্যে আসার পর থেকে তিনি যেকোনো মাসয়ালা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রথমে কুরআন-হাদিসে আছে কিনা যাচাই-বাছাই করতেন, সে সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের অভিমত কী ছিল তা দেখতেন এবং দেখতেন সালাফদের চিন্তা ও মতামত। হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী হলেও তাঁর ইজতিহাদি প্রজ্ঞা ও মানসের কারণে আলিমগণ তাকে মুজতাহিদ হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত হলো– *যাদুল মাআদ, আর রুহ, মাদারিজুস সালিকিন* প্রভৃতি। ৭৫১ হিজরি মোতাবেক ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দামেশকে ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত তথা তাওবাকারী হিসেবে গণ্য করা যায় না। الإنابة শব্দটির আরেকটি অর্থ হলো– তাড়াহুড়ো করা, ফিরে আসা প্রভৃতি। তাই যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই অনুতপ্ত, সে মূলত সেই কাজটি করতে তাড়াহুড়ো করবে– যা দিয়ে সে আল্লাহকে খুশি করতে পারবে। পাশাপাশি, সে প্রতিটি মুহূর্তে তার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন– তা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।"

পাঁচ. নম্রতা ও দুআ

বিপদে-আপদে বান্দা বিনম্র হয়। এ সময় সে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ধরনা দেয় এবং বিনম্র প্রার্থনায় অশ্রুকাতর হয়ে উঠে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا... ﴿٤٩﴾

"মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে।" সূরা যুমার : ৪৯

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ... ﴿٦٧﴾

"সমুদ্রে-নদীতে যখন বিপদ স্পর্শ করে, তখন আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকতে, তারা (তোমাদের মন থেকে) উধাও হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহই তোমাদের বাঁচান।" সূরা ইসরা : ৬৭

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

"বরং আল্লাহকেই তোমরা ডাকতে থাকবে। অতএব, যে বিপদের জন্য তোমরা তাঁকে ডাকছ, ইচ্ছা করলে তিনি তা তোমাদের থেকে দূর করে দেবেন, আর যাদেরকে তোমরা আল্লাহর অংশীদার করেছিলে, তাদের কথা ভুলে যাবে।" সূরা আনআম : ৪১

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

"আপনি তাদের বলুন– যখন তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে আল্লাহকে ডাকো, তখন কে তোমাদের স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন? তখন তোমরা বলো– আপনি যদি আমাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

এবারের মতো বিপদ থেকে উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই শোকরগুজার হব। আপনি বলে দিন– আল্লাহই তো তোমাদের উদ্ধার করেন বিপদ থেকে; অথচ তারপর আবার তোমরা শিরক করো।" সূরা আনআম : ৬৩-৬৪

দুআর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম খাত্তাবি রহ.[২] তাঁর *শানুদ দুআ* গ্রন্থে বলেন–

"দুআর তাৎপর্য হলো– বান্দা তার মালিকের কাছে নিরবচ্ছিন্ন সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার প্রত্যাশা করে ধরনা দেওয়া। দুআর মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহর সাহায্যের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকে প্রকাশ করে। দুআ করার মধ্য দিয়ে বান্দা পরিস্থিতির পরিবর্তনে নিজের অক্ষমতাকে প্রকাশ করে। দুআ হলো বান্দার একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের নিদর্শন। দুআর মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়। রব হিসেবে আল্লাহ কতটা রহমশীল, কতটা দরদি– তা প্রকাশ করেই বান্দা আল্লাহর কাছে দুআ করে।"

ছয়. সহনশীলতা

বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট মানুষের মাঝে সহনশীলতা তৈরি করে। আর সহনশীলতা হলো এমন গুণ, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে গুণের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহপাক বলেন–

...إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

"নিশ্চয় ইবরাহিম ছিল কোমল হৃদয় ও সহনশীল।" সূরা তাওবা : ১১৪

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

"আমি তাকে (ইবরাহিমকে) সুসংবাদ দিলাম একজন সহনশীল পুত্রের (ইসমাঈলের)।" সূরা সাফফাত : ১০১

---

২. ইমাম খাত্তাবি রহ. শাফেয়ি মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম। তাঁর পুরো নাম আবু সুলাইমান হামদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম বিন আল খাত্তাব আল বুস্তি আল খাত্তাবি আশ শাফেয়ি। জন্ম ৩১৯ হিজরি মোতাবেক ৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে, আফগানিস্তানের বুস্ত শহরে (এর বর্তমান নাম লশকরগাহ)। ইলম অর্জনের জন্য তিনি বাগদাদ, বসরা, মক্কা, খুরাসানসহ মুসলিম-বিশ্বের অনেক শহরে সফর করেন। হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, বিশেষ করে শাফেয়ি ফিকহে। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– *শানুদ দুআ* (আসমাউল হুসনার ব্যাখ্যা), *আলামুস সুনান* (বুখারি শরিফের ব্যাখ্যা), *মায়ালিমুস সুনান* (আবু দাউদ শরিফের ব্যাখ্যা) প্রভৃতি। ৩৮৮ হিজরি মোতাবেক ৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বুস্ত শহরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. আশাজ্জ আবদুল কায়েস নামক এক ব্যক্তির প্রশংসায় বলেছেন–

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ

"তোমার মধ্যে এমন দুটি স্বভাব রয়েছে– যা আল্লাহ পছন্দ করেন। একটি হলো সহনশীলতা আর অপরটি ধীরস্থিরতা।" মুসলিম : ২৫

মানুষের সহনশীলতা অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় পরিবর্তিত হয়। যেকোনো বিপদের ক্ষেত্রে শুরুতেই যে সহনশীল হতে পারে, তার কৃতিত্বই বেশি।

সহনশীলতার আরবি হলো– الْحِلْمُ (হিলম)। আল্লামা রাগিব ইসপাহানি রহ.[৩] তাঁর *আল মুফরাদাত* গ্রন্থে বলেন–

"হিলম হলো নিজেকে সংযত করার সক্ষমতা। রাগের সময় নিজের মেজাজ ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।"

আল জাহিয[৪] তাঁর *তাহযিবুল আখলাক* গ্রন্থে বলেন–

"হিলম হলো প্রচণ্ড রাগের সময় প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজের প্রতিশোধস্পৃহাকে সংযত করা।"

---

৩. পুরো নাম আবুল কাসিম হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুফাজ্জাল। রাগিব ইসপাহানি নামেই প্রসিদ্ধ তিনি। প্রখ্যাত ভাষাবিদ, আরবি সাহিত্যিক ও মুফাসসির। ইরানের ইসপাহান শহরে তাঁর জন্ম। খ্রিস্টীয় এগারো শতকে তাঁর জন্ম বলে জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন। *আল মুফরাদাত ফি গরিবিল কুরআন* তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁর রচনাবলির মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য হলো– *মুহাদারাতুল উদাবা, আয যারিয়া ইলা মাকারিমিশ শরিয়াহ, জামিউত তাফাসির, হাল্লু মুতাশাবিহাতিল কুরআন* ও *আফানিনুল বালাগাহ*। ৫০২ হিজরি মোতাবেক ১১০৯ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৪. আল জাহিয আব্বাসি যুগের প্রখ্যাত আরবি সাহিত্যিক। কবি, ভাষাবিদ, প্রাণিতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক। পুরো নাম আবু উসমান আমর বিন বাহর বিন মাহবুব বিন ফাযারা আল লাইসি আল কিনানি। আল জাহিয নামেই প্রসিদ্ধ তিনি। তাঁর জন্ম ১৫৯ হিজরি মোতাবেক ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে, বসরা শহরে। কৃপণদের সম্পর্কে লেখা *কিতাবুল বুখালা* তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনাবলির কয়েকটি হলো– *আল বায়ান ওয়াত তাবয়িন, কিতাবুল হায়ওয়ান, নযমুল কুরআন, আখলাকুল মুলুক, আনাসিরুল আদব* প্রভৃতি। ৫২২ হিজরি মোতাবেক ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বসরা শহরে ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

আজ জুরযানি[৫] তাঁর *আত তারিফাত* গ্রন্থে বলেন–

"হিলম হলো রাগের সময় শান্ত থাকা।"

ইবনে হিব্বান[৬] তাঁর *রাওদাতুল উকালা* গ্রন্থে বলেন–

"হিলম হলো অপছন্দনীয় কোনো কাজের ক্ষেত্রে শুরুতেই নিজেকে সংযত করা এবং নিষিদ্ধ বা খারাপ কাজে যুক্ত না হওয়া। হিলম হলো– জ্ঞান, ধৈর্য, ধীরস্থিরতা, পর্যালোচনা ও সতর্কতার সমন্বয়। হিলমের ইতিবাচক দিক হলো– তা মানুষকে গুনাহ থেকে নিবৃত করে, ঘৃণিত কাজকর্ম থেকে দূরে রাখে। প্রতিটি প্রজ্ঞাবান মানুষেরই এই গুণটি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। যারা বুদ্ধিমান তাদের উচিত, রাগের সময় নিজের হিলমকে কাজে লাগানো। মানুষ যখন সীমা অতিক্রম করে কোনো পাপাচারে লিপ্ত হতে চায়, তখন তার হিলম তাকে সংযত হতে সাহায্য করে। উত্তমভাবে সন্তান প্রতিপালনের জন্যও হিলমের প্রয়োজন আছে; পিতামাতার মধ্যে কোনো একজনের বুদ্ধিমান এবং অপরজনের সহনশীল হওয়া প্রয়োজন।"

---

৫. আবদুর কাহের জুরযানি নামেই প্রসিদ্ধ তিনি। তিনি ছিলেন আব্বাসি যুগের প্রখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদ। তাঁর পুরো নাম আবু বকর আবদুর কাহের বিন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আজ জুরযানি। জন্ম ইরানের জুরযান (ফারসি উচ্চারণে গুরগান) শহরে, ৪০০ হিজরি মোতাবেক ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে। পড়াশোনা করেছেন জুরযান শহরেই। কারণ, অত্যন্ত দরিদ্রতার ভেতর দিয়ে বড়ো হয়েছেন তিনি। অর্থকড়ির অভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য আর কোথাও যেতে পারেননি। তাকে বালাগাত শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। *দালায়িলুল ইজায* ও *আসরারুল বালাগাহ* তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি ৪৭১ হিজরি মোতাবেক ১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জুরযান শহরে ইন্তেকাল করেন।

৬. তাঁর পুরো নাম আবু হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ বিন হিব্বান বিন মুয়ায। ইবনে হিব্বান আল বুস্তি নামেই পরিচিত। তিনি শাফেয়ি মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম। ছিলেন হাদিসবিশারদ, ঐতিহাসিক ও বিচারপতি। তাঁর জন্ম আফগানিস্তানের বুস্ত শহরে, ২৭০ হিজরি মোতাবেক ৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। ইলম অর্জনের জন্য তিনি পৃথিবীর অনেক দেশে সফর করেছেন। অনেক মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদিস শুনেছেন। হাদিসকে তিনি সংকলন করেছেন ফিকহের বিন্যাসে। *সহিহ ইবনে হিব্বান* তাঁর বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ। হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী নিয়েও তিনি কাজ করেছেন। লিখেছেন *কিতাবুস সিকাত* ও *আল মাজরুহিন*। *রাওদাতুল উকালা ওয়া নুযহাতুল ফুদালা* মানুষের যাপিত জীবনের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে রচিত তাঁর বিখ্যাতগ্রন্থ। ৩৫৪ হিজরি মোতাবেক ৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানের বুস্ত শহরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

আল মাওয়ারদি[৭] তাঁর *আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন* গ্রন্থে বলেন–

"হিলম হলো মানুষের সবচেয়ে উত্তম গুণাবলির একটি। এটি এমন এক বৈশিষ্ট্য– যা বুদ্ধিমান ও সরলপ্রাণ সকল ব্যক্তির জন্যই বাঞ্ছনীয়। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তির সম্মান সুরক্ষিত হয়, সমস্যা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূরীভূত হয় এবং সর্বোপরি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা নিশ্চিত হয়।"

সাত. ক্ষমাপরায়ণতা

বিপদ-মুসিবত বা দুঃখ-কষ্ট আসার ক্ষেত্রে কমবেশি কারও না কারও সংশ্লিষ্টতা থাকে। আপনার বিপদ বা দুঃখের পেছনে যে বা যাদের দায় আছে, যে ব্যক্তির কারণে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন, তাকে ক্ষমা করে দিতে পারা একটি বিরাট বিষয়। এই ক্ষমার মাধ্যমে আপনি আল্লাহ তায়ালার ক্ষমাপ্রাপ্তির পথে আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে যেতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাপরায়ণ মানুষদের অত্যধিক ভালোবাসেন। তিনি বলেন–

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

"যারা সুসময় কিংবা দুঃসময় সর্বাবস্থায় (আল্লাহর পথে) খরচ করে, নিজেদের রাগকে সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়– আল্লাহ তায়ালা এ সকল মুহসিন বান্দাদের বড়োই ভালোবাসেন।"
সূরা আলে ইমরান : ১৩৪

وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾

---

৭. আল মাওয়ারদির পুরো নাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হাবিব আল বাসরি আল মাওয়ারদি। ৩৬৪ হিজরি মোতাবেক ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বসরা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আব্বাসি আমলের আলিম, রাজনীতিবিদ ও বিচারপতি। শাফেয়ি মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ ছিলেন; মুফাসসির হিসেবেও প্রসিদ্ধ। *আল হাভিল কাবির* নামে শাফেয়ি মাযহাবের ফিকহের ওপর বিশ খণ্ডের বিশাল বিশ্বকোষ লিখেছেন। লিখেছেন *আন নুকতু ওয়াল উয়ুন* নামে ছয় খণ্ডের তাফসিরগ্রন্থ। তিনি আরও অনেকগুলো উপকারী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– *আল আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, কানুনুল উযারা, নাসিহাতুল মুলুক* প্রভৃতি। ৪৫০ হিজরি মোতাবেক ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

"অন্যায়ের প্রতিবিধান অনুরূপ কঠোরতাই। তবে কেউ যদি ক্ষমা করে দেয় এবং সমঝোতা করে নেয়, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি জালিমদের পছন্দ করেন না।" সূরা শুরা : ৪০

কষ্ট ও বিপদের সময় যে সবার আগে ক্ষমা করে দিতে পারে, সে তার মহত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

ইবনে হিব্বান[৮] তাঁর *রাওদাতুল উকালা* গ্রন্থে বলেন–

"বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে অপরকে ক্ষমা করে দেয় এবং তাঁর সাথে অন্যায় আচরণ করা থেকে বিরত থাকে। একটি অন্যায় বা ভুলকে থামিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর পন্থা হিসেবে ভালো ব্যবহার ও কল্যাণকর ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। মিথ্যা ও অন্যায়কে যদি অন্যায় দিয়ে মোকাবিলা করা হয়, তাহলে অন্যায়ই কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেউ যদি আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান এবং মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও দুআ পেতে চায়, তাহলে তাকে তার বিরোধিতাকারী ও শত্রুদের সাথেও উত্তম আচরণের শিল্প রপ্ত করতে হবে। ভেঙে যাওয়া সম্পর্কগুলোকে আবার জোড়া লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। অজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞতাকে মোকাবিলা করতে হবে সহনশীলতার সাথে। ঘোর শত্রুকেও প্রয়োজনে ক্ষমা করার মানসিকতা রাখতে হবে। এগুলোই একজন দ্বীনদার ব্যক্তির প্রত্যাশিত দ্বীনি বৈশিষ্ট্য।"

আট. সবর ও স্থিরতা

বিপদ-আপদ ও প্রতিকূল সময়ে যারা সবর ও ধীরস্থিরতার নীতি অবলম্বন করতে পারে, তারাই সফলকাম হয়। এই দুটো মহৎ গুণ অর্জন করতে পারলে ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

... وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

"আল্লাহ সবরকারীদের ভালোবাসেন।" সূরা আলে ইমরান : ১৪৬

... لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۭ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۭ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

৮. প্রাগুক্ত (টীকা ৬)

www.nagorikpathagar.org

"যারা দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহর জমিনও (তাদের জন্য) প্রশস্ত। আর সবরকারীদের দেওয়া হবে অগণিত পুরস্কার।" সূরা যুমার : ১০

আবু সাঈদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন–

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ

"(আল্লাহর পক্ষ থেকে) মানুষকে ধৈর্যের চেয়ে কল্যাণকর ও বড়ো আর কোনো উপহার দেওয়া হয়নি।" মুসলিম : ২২৯৫

সবর মানে হলো বিরত থাকা বা সংযত থাকা। রাগিব ইসপাহানি[৯] বলেন–

"সবর হলো ইসলামি শরিয়তের বিধিনিষেধ ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে নিজের প্রবৃত্তিকে সংযত রাখা।"

আল জাহিয[১০] বলেন–

"সবর হলো সেই মহৎ গুণ– যা মানুষের মধ্যে আভিজাত্য ও সাহস বাড়িয়ে দেয়।"

আল মুনাভি[১১] বলেন–

"সবর হলো বিরক্তিকর ও মর্মান্তিক বিষয়াবলিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে মোকাবিলা করার সক্ষমতা। দুর্দশা ও অসন্তোষ থেকে অন্তরকে নিবৃত রাখা। জিহ্বাকে অযাচিত কথা বলা ও অভিযোগ করা থেকে বিরত রাখা। যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিকে উত্তম আচরণ দিয়ে প্রতিহত করা। সর্বোপরি আল্লাহর বিধানের ওপর দৃঢ় ও অবিচল থাকা।"

---

৯. প্রাগুক্ত (টীকা ৩)

১০. প্রাগুক্ত (টীকা ৪)

১১. আল মুনাভি মিশরীয় ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস। পুরো নাম মুহাম্মাদ আবদুর রাউফ বিন তাজুল আরিফিন ইবনে আলী বিন যাইনুল আবিদিন আল হাদ্দাদি। আল মুনাভি নামেই প্রসিদ্ধ। ৯৫২ হিজরিতে তিনি মিশরের কায়রো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। *ফায়দুল কাদির শারহুল জামিয়িস সাগির* তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাকর্ম হলো– *কুনুযুল হাকায়িক ফিল হাদিস, সিরাতু উমর ইবনে আবদিল আযিয, আল ফুতুহাতুস সুবহানিয়্যাহ, আস সাফওয়াহ ফি মানাকিবি আলিল বাইত* ও *আল কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফি তারাজুমিস সাদাতিস সুফিয়্যাহ*। ১০৩১ হিজরিতে মিশরের কায়রো শহরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

ইবনে হিব্বান[১২] বলেন–

"বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যেকোনো বিপদে বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শুরু থেকেই ধৈর্যধারণ করার চেষ্টা করে। যখন সার্থকভাবে তা করতে পারে, তখন সে পরিতৃপ্তির (রিদা) স্তরে পৌঁছে যায়। যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য অটুট থাকে, তাহলে সে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। ধৈর্য হলো সকল নেক আমল ও প্রচেষ্টার সূচনা আর আনুগত্যের ভিত্তি। সবর মানুষকে সচেতন করে, পর্যালোচনা করার সক্ষমতা দেয় এবং সতর্ক করে তোলে। কেউ যদি সবর করতে করতে রিদার স্তরে পৌঁছে যেতে পারে, তাহলে সে তিনটি ক্ষেত্রে সবরের সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে পারে। প্রথমত, পাপ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অটল থাকার ক্ষেত্রে। তৃতীয়ত, প্রতিকূল অবস্থায় নিজেকে সংবরণ করার ক্ষেত্রে।"[১৩]

নয়. কষ্টের নেপথ্য-আনন্দ

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যে উপকারিতা আছে, তা উপলব্ধি করতে পারলে আপনি একধরনের আনন্দ পাবেন; ব্যতিক্রম এক পরিতৃপ্তিতে আপ্লুত হবেন। অর্থাৎ কষ্টেরও একধরনের আনন্দ আছে, যদি তা উপলব্ধির মতো সমঝ আপনার থাকে। আর তা হলো– আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার আনন্দ, কষ্টের বিনিময়ে গুনাহ মাফের আনন্দ, সবরের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মাঝে শামিল হওয়ার আনন্দ।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَهُوَ يُوعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَىَّ فَوْقَ اللِّحَافِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ " إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلاَءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الأَجْرُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ " الأَنْبِيَاءُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ الصَّالِحُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلاَّ الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلاَءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ " .

---

১২. প্রাগুক্ত (টীকা ৬)

১৩. ইবনে কাইয়িম, *মাদারিজুস সালিকিন* : ১/১৬২-১৬৫

www.nagorikpathagar.org

"আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একদা আমি নবিজির কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। তাঁর শরীরে যখন হাত রাখলাম, (জ্বরের তীব্রতায়) চাদরের ওপর থেকেই দেহের উত্তাপ অনুভব করলাম। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! কত তীব্র জ্বর আপনার!' তিনি বললেন, 'আমাদের (নবি-রাসূলগণের) অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের ওপর দ্বিগুণ বিপদ আসে; পুরস্কারও দ্বিগুণ দেওয়া হয়।' বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! কার ওপর সর্বাধিক কঠিন বিপদ আসে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'নবিগণের ওপর।' আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারপর কার ওপর?' তিনি জানালেন, 'তারপর নেককার বান্দাদের ওপর। তাদের কেউ কেউ এতটা দারিদ্র্যপীড়িত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিধানের কাপড়টি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাদের কেউ কেউ বিপদে এত প্রশান্ত ও উৎফুল্ল থাকে যে, যেভাবে তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হয়'।" ইবনে মাজাহ : ৪০২৪

দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি বিপদের সময়ও প্রশান্ত থাকেন। কারণ, তিনি কঠিন পরিস্থিতির উপকারিতা ও কল্যাণ সম্বন্ধে অবগত। সাইয়িদুনা আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন–

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিপদ-আপদ দিয়ে মানুষকে পরিশুদ্ধ করেন, যেভাবে স্বর্ণকে আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি করা হয়। বিপদকালীন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে একজন মানুষ খাঁটি স্বর্ণের মতো পরিশীলিত হয়। আল্লাহর রহমতে এই বান্দা তখন পাপাচার থেকেও নিজেকে সংযত করতে পারে। অন্যদিকে, যারা স্বর্ণের মতো খাঁটি হতে পারে না, বিপদে যারা পরিশুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে হতাশায় ভেঙে পড়ে, তারা নানান সংশয়ে পতিত হয়। তাদের অবস্থা যেন স্বর্ণের মূল রংয়ের মতো হয় না; বরং তার রং অনেকটা কালচে হয়ে যায়।" বায়হাকি, শুআবুল ঈমান : ৯৯২৪; হাকিম : ৭৮৭৮

সাইয়িদুনা আলী রা. বলেন–

"হে আদম সন্তান, সম্পদশালী হওয়ার পর অতি উল্লসিত হয়ো না। দারিদ্র্যের সময় হতাশ হয়ে পড়ো না। বিপদ এলেই ভেঙে পড়ো না।

www.nagorikpathagar.org

সুখের ছোঁয়া পাওয়া মাত্রই আনন্দে মেতে উঠো না। আগুনে পুড়ে স্বর্ণ যেভাবে খাঁটি হয়, তেমনি বিপদ-মুসিবতের মাধ্যমে মুমিন পরিশুদ্ধ হয়। তুমি যা চাও তা কখনোই তোমার হাতে আসবে না, যতক্ষণ তুমি তোমার প্রিয় কিছু বিসর্জন না করো। যে পথে তুমি অগ্রসর হতে চাও, সেই মনজিলে কখনোই তুমি যেতে পারবে না, যদি তুমি ধৈর্যধারণ করতে না শেখো। তুমি তোমার সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাবে, তবে পাশাপাশি অবশ্যই তোমার ওপর বাধ্যতামূলক অন্যান্য দায়িত্ব-কতর্ব্যগুলোও পালন করবে। নিজের ইচ্ছা পূরণে বা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে গিয়ে কখনও নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্বে অবহেলা করো না।"

দশ. সবর ও শোকর

সুখের সময়ে তো বটেই, বিপদের সময়ও আল্লাহর প্রতি শোকরগুজার থাকা উচিত। কারণ, এর বহুবিধ কল্যাণ ও উপকারিতা আছে। মনে করুন সেই চিকিৎসকের কথা, যিনি হয়তো বাহ্যত আপনার শরীরের কোনো অংশ কেটে ফেলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তা করেছেন আপনার জীবন বাঁচানোর জন্য। বাহ্যত দেখতে এটি ক্ষতি মনে হলেও প্রকৃত ব্যাপার ভিন্ন; এটা না করলে হয়তো আপনার জীবন বাঁচানোই সম্ভব হতো না। তাহলে আপনি কেন তার প্রতি কৃতজ্ঞ হবেন না?

শুকরিয়া করার মানে হলো কারও কোনো উপকারের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। ইবনে কাইয়িম রহ. বলেন–

"শোকর করার মানে হলো :

১. আল্লাহ তায়ালা যে নিয়ামতরাজি আপনাকে দিয়েছেন, সেগুলো স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

২. আল্লাহপাক আপনার প্রতি যে রহমগুলো করেছেন, আন্তরিকভাবে সেগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া।

৩. সেই কৃতজ্ঞতাকে আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজে পরিণত করা।

আপনি আপনার রবের প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ, তা তাঁর প্রতি আপনার আনুগত্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হবে।"

www.nagorikpathagar.org

আল ফাইরোজাবাদি রহ.[১৪] বলেন–

"শোকরগুজারির বিষয়টি মূলত পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এগুলো হলো–

১. যিনি আপনাকে রহম করলেন, সেই রবের প্রতি পূর্ণ অনুগত হওয়া।

২. আল্লাহকে গভীরভাবে ভালোবাসা।

৩. আল্লাহর নিয়ামতরাজির স্বীকৃতি দেওয়া।

৪. আল্লাহর প্রশংসা করা।

৫. আল্লাহর নাফরমানিমূলক সকল কাজ থেকে বিরত থাকা।"

ইবনে হাজার আসকালানি রহ.[১৫] তাঁর *ফাতহুল বারি*–তে এ প্রসঙ্গে বলেন–

"আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে আপনি কতটা সবর করতে পারেন কিংবা আনুগত্যের সীমানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনি নিজেকে কতটা সংযত করতে পারেন, তার মধ্য দিয়েই আপনার শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। কোনো কোনো ইমাম বলেছেন– সবর করতে গেলে শোকরগুজার হতে হয়। সবর আর শোকর একে অপরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অপরটি পরিপূর্ণ হয় না। কারও সবর না থাকলে সে কার্যকরভাবে শুকরিয়া আদায় করতে পারে না। আর যদি শোকরগুজারির

---

১৪. বিশিষ্ট ভাষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, ফকিহ ও মুফাসসির। ফাইরোজাবাদি নামেই প্রসিদ্ধ তিনি। পুরো নাম আবু তাহির মাজদুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আশ শিরাযি আল ফাইরোজাবাদি। জন্ম ইরানের কাযিরোন শহরে, ৭২৯ হিজরি মোতাবেক ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে। প্রখ্যাত হানাফি আলিম শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আয যারনাদির কাছ থেকে ফিকহ অধ্যয়ন করেছেন। আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। হাদিস পড়ার জন্য অনেক দেশে সফর করেন। তাকি উদ্দিন সুবকি, তাজুদ্দিন সুবকি, ইবনে নাবাতাহ ও ইবনে জামায়াহর মতো বড়ো বড়ো মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদিস পড়েছেন। তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ইতিহাস ও ভাষা বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– *আল কামুসুল মুহিত, আল মিরকাতুল ওয়াফিয়্যাহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ, নুযহাতুল আযহান ফি তারিখি আসবাহান, আদ দুরারুল গলি ফিল আহাদিসিল আলি* ও *সাফারুস সায়াদাহ*। ৮১৬/৮১৭ হিজরি মোতাবেক ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামেনের যাবিদ শহরে ইন্তেকাল করেন তিনি।

১৫. শাফেয়ি মাযহাবের বিখ্যাত আলিম। পূর্ণ নাম আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাজার আসকালানি। ইবনে হাজার আসকালানি নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর জন্ম মিশরের কায়রোতে, ৭৭৩ হিজরিতে। তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস ও ফকিহ। *ফাতহুল বারি* তাঁর লিখিত বুখারি শরিফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ৮৫২ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

মানসিকতা না থাকে, তাহলে সে সবরে একাগ্র হতে পারবে না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত সবর ও শোকরের নীতি অবলম্বন করা। নিয়ামতপ্রাপ্তির জন্য করবেন শোকর আর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার জন্য করবেন সবর। আবার যে ব্যক্তি কোনো ধরনের প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, তাকেও সবর ও শোকরের অনুশীলন করতে হবে। এক্ষেত্রে, আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা মেনে নেওয়ার অংশ হিসেবে তাকে শোকর করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অনুকূল বা প্রতিকূল– সকল অবস্থাতেই একজন মুমিনকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আস্থা রাখতে হবে।"

এগারো. পাপমোচন

বিপদ ও মুসিবতের কারণে পাপমোচন হয়। আল্লাহপাক বলেন–

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾

"তোমাদের ওপর যেসব বিপদ আসে, তা তোমাদের কর্মেরই ফল। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।" সূরা শুরা : ৩০

সাইয়িদুনা আবু সাঈদ খুদরি রা. ও আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন–

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَ لَا هَمٍّ وَ لَا حُزْنٍ وَ لَا أَذًى وَ لَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا. إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

"কোনো মুসলিমের ওপর যখন দুঃখ, কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা কিংবা পেরেশানি আসে, এমনকি তার দেহে যদি কোনো কাঁটাও ফোটে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ মাফ করে দেন।" বুখারি : ৫২৩৯, মুসলিম : ৬৩২৯

বারো. সহানুভূতিশীল হওয়ার সুযোগ

যারা কষ্ট ও দূরবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রতি দরদি হওয়া এবং তাদের সাহায্য করা প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব। সাইয়িদুনা ঈসা আ. বলেছেন–

"মানুষ দুই ধরনের পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যেতে পারে। হয় তারা খুব প্রতিকূল পরিস্থিতি বা বিপদাপদের মধ্যে থাকতে পারে, নতুবা তারা স্বস্তি

www.nagorikpathagar.org

ও প্রশান্তিদায়ক অবস্থায় থাকতে পারে। যারা বিপদে থাকে তাদের প্রতি তোমরা দরদি ও সহানুভূতিশীল হবে। আর আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কারণ, আল্লাহই তোমাদের ভালো রেখেছেন।" মালিক : ২৮৬

তেরো. নিয়ামতের উপলব্ধি

স্বস্তিদায়ক সময়ের মহত্ত্বকে অনুধাবন করতে হবে। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ামতকে উপলব্ধি করতে পারি না। তখনই নিয়ামতগুলোকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করি, যখন তা হারিয়ে যায়।

চৌদ্দ. আখিরাতের পুরস্কারপ্রাপ্তি

মানবজীবনে সুখের দিন ও দুঃখের দিন আবর্তিত হতে থাকে। এই আবর্তনের মধ্যে মানুষকে ফেলার পেছনে যে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও কল্যাণ রয়েছে এবং এর বিনিময়ে আখিরাতে উত্তম পুরস্কারপ্রাপ্তির যে সুযোগ রয়েছে– তা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

পনেরো. সুপ্ত কল্যাণ লাভ

কষ্ট ও বিপদের পরিস্থিতির মাঝে অনেক সময় প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি কল্যাণ লুক্কায়িত আছে। অনেক সময় মানুষ যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে পারে না– কীসে তার জন্য কল্যাণ বা অকল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١١٩﴾

"এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন বিষয়কেই অপছন্দ করছ, যার মাঝে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" সূরা নিসা : ১৯

রাব্বুল আলামিন আরও বলেন–

...وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

"হয়তো-বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, কিন্তু হতে পারে তা-ই তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত, আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জানো না।" সূরা বাকারা : ২১৬

www.nagorikpathagar.org

কুরআন মাজিদের অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴿١١﴾

"যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তাদের এই অপবাদকে তোমরা নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং তোমাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক।" সূরা নূর : ১১

জালিম শাসক যখন সাইয়িদুনা ইবরাহিম আ.-এর কাছ থেকে তাঁর স্ত্রী সারাকে কেড়ে নিল, তার মধ্যেও কল্যাণ নিহিত ছিল। আর তা হলো– এই ঘটনার মাধ্যমে সারার সাথে হাজেরার পরিচয় হলো। পরবর্তী সময়ে সাইয়িদুনা ইবরাহিম আ. ও হাজেরা দম্পতির কোলে ইসমাইল আ.-এর জন্ম হয়। আর এই বংশধারাতেই খাতামুন নাবিয়্যিন সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ সা. আগমন করেন। এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিপদসংকুল পরিস্থিতির মধ্যেও অনেক সময় বড়ো কল্যাণ থাকে। বলা হয় যে– 'মুসিবতের পর্দার আড়ালে থাকে অসংখ্য সুপ্ত কল্যাণ।'

কোনো এক মহান ব্যক্তি বলেন–

"যে বিষয়টাকে তুমি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করো, হয়তো পরিশেষে তাতেই আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিয়ামত তুমি দেখতে পাবে।"

ষোলো. অহংকারমুক্ত হওয়া

বিপদ-মুসিবত ও পরীক্ষা মানুষকে অন্যায়, পাপাচার, মিথ্যা অহংকার, দম্ভ, ঔদ্ধত্য, ভান-ভণিতা ও জুলুম থেকে বিরত রাখে।

সাইয়িদুনা ইবরাহিম আ.-এর ঘটনাবলি নিয়ে চিন্তা করুন। নমরুদ যদি খুব সাদামাটা, অভাবী, দুস্থ, অন্ধ বা বধির কোনো লোক হতো, তাহলে হয়তো সে ইবরাহিম আ.-এর সাথে আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে তর্ক করার সাহসই করত না। অথচ আল্লাহপাক তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, আর সেই কর্তৃত্বের বলেই সে এমন ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পেরেছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ... ﴿٢٥٨﴾

"তুমি কি সেই লোককে দেখনি, যে তার রবের ব্যাপারে ইবরাহিমের সাথে তর্ক করেছিল, কেবল এ কারণে যে– আল্লাহ সে ব্যক্তিকে কর্তৃত্ব দান করেছিলেন?" সূরা বাকারা : ২৫৮

www.nagorikpathagar.org

সাইয়িদুনা মুসা আ.-এর সময়কার স্বৈরশাসক ফেরাউনও একইভাবেই দম্ভ প্রকাশ করে বলেছিল–

...اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾

"আমিই তোমাদের সবচে বড়ো পালনকর্তা।" সূরা নাযিআত : ২৪

আল্লাহপাক আরও বলেন–

...وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ... ﴿٧٤﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছিল!" সূরা তাওবা : ৭৪

বিশ্বজাহানের রব আরও বলেন–

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ﴿٦﴾ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ﴿٧﴾

"সত্যিই মানুষ সীমালঙ্ঘন করে। কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।" সূরা আলাক : ৬-৭

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ... ﴿٢٧﴾

"যদি আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তাহলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত।" সূরা শুরা : ২৭

আহকামুল হাকিমিন বলেন–

...وَاتُّبِعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾

"পাপিষ্ঠদেরকে যে সামগ্রীগুলো দেওয়া হয়েছিল, তারা তা নিয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল। আসলে তারা ছিল একেকজন মহা অপরাধী।" সূরা হুদ : ১১৬

বিচার দিবসের অধিপতি বলেন–

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۭ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

www.nagorikpathagar.org

"তারা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানির জোগান দিয়ে সমৃদ্ধ করতাম– যেন এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করতে পারি। আর যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে তিনি কঠিন শাস্তির জায়গায় প্রবেশ করাবেন।" সূরা জিন : ১৬-১৭

সকল প্রাচুর্যের মালিক আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

"কোনো জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলে সেখানকার বিত্তশালী লোকেরা বলতে শুরু করে, তোমাদেরকে যে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে– আমরা তা মানি না।" সূরা সাবা : ৩৪

সতেরো. প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল হওয়া

দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হয় আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের। এর প্রথম কাতারে আছেন নবি-রাসূলগণ। তারপর নিজ নিজ মান অনুযায়ী নেককার বান্দাগণকে বেশি কষ্ট পেতে হয়েছে। এই ভালো মানুষগুলোকে তাদের স্বজাতির লোকেরা প্রায়শই উন্মাদ বলে তিরস্কার করেছে। জাদুকর বলে হেয় করেছে। আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের প্রায় সবাইকেই সামাজিকভাবে পরিহাস করা হয়েছে।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ " الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ " .

"সাদ ইবনে আবু ওয়াককাস রা. থেকে বর্ণিত। আমি একদা রাসূল সা.-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়ায় কোন মানুষের পরীক্ষা সবচে কঠিন হয়?' তিনি বললেন, 'নবিদের পরীক্ষা সবচে কঠিন। অতঃপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরে যারা থাকেন, তাদের। তারপর তাদের পরে যারা আছেন, তাদের। বান্দাকে তার দ্বীনদারিতার মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার

www.nagorikpathagar.org

দ্বীনদারিতে অবিচল হয়, তবে তার পরীক্ষাও হয় কঠিন। আর যে দ্বীনদারিতে শিথিল, তার পরীক্ষা হয় তার মান অনুযায়ী। বান্দা এভাবে উপর্যুপরি বিপদ-আপদ দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকে। (এভাবে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হতে) অবশেষে সে গুনাহমুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ অবস্থায় জমিনে বিচরণ করে'।" ইবনে মাজাহ : ৪০২৩

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এই ধরনের নেককার বান্দাদের বিষয়ে বলেন–

...فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا... ﴿٣٤﴾

"তাদের ওপর মিথ্যারোপ ও কষ্ট দেওয়ার পরও আমার সাহায্য না আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্যধারণ করেছিল।" সূরা আনআম : ৩৪

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ﴿٢١٤﴾

"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা এমনি এমনিই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ তোমরা এখনও সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে প্রচণ্ড বিপদ ও কষ্ট। তারা এতটা কম্পিত হয়ে পড়েছিল যে, নবিগণ ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল, তারা এ কথা পর্যন্ত বলেছিল– আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তোমরা শুনে নাও– আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।" সূরা বাকারা : ২১৪

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

"অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, জানমালের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। আর সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।" সূরা বাকারা : ১৫৫

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۫ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾

www.nagorikpathagar.org

"অবশ্য তোমাদের ধন-সম্পদে ও জনসম্পদে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" সূরা আলে ইমরান : ১৮৬

আল্লাহর রাসূলের সাথিরা নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেছেন। তাদেরকে নিজ ভূমি ও বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। নিজেদের অর্জিত ধন-সম্পদ ছেড়ে তাদের হিজরত করতে হয়েছে। মুসলিমদের ওপর অরোপিত পরিস্থিতি কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছিল। শত্রুরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি। অনেক ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধে পরাজিত ও বিপর্যস্তও হয়েছিলেন।

রাসূল সা. ও তাঁর সাথিরা উহুদে বিপুল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। অনেক সাহাবি এ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন; তাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন নেতৃস্থানীয়। রাসূল সা. নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। তাঁর দাঁত মুবারক ভেঙে গিয়েছিল সেদিন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলামের শত্রুরা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সংগীন পরিস্থিতিতে রাসূল সা. একা হয়ে পড়েন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় সমগ্র আরব মদিনার বিরদ্ধে একাট্টা হয়েছিল। চারদিক থেকে মুসলিমরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। খন্দকের যুদ্ধের এই কঠিন পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

"সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।" সূরা আহযাব : ১১

...وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ... ﴿١٠﴾

"তখন তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত হয়েছিল; এমনকি প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত।" সূরা আহযাব : ১০

মুসলিমরা সে সময়গুলোতে ক্রমাগতভাবে ভয়, বিপর্যয় ও দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে গিয়েছেন। এমনকি তাদের জীবনে এমনও সময় এসেছে, তারা ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধে দিন পার করেছে। রাসূল সা. নিজেও ক্ষুধার কষ্ট যাপন করেছেন দিনের পর দিন।

www.nagorikpathagar.org

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. বর্ণনা করেন–

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ حَتَّى قُبِضَ

"মুহাম্মাদ সা.-এর ওফাত পর্যন্ত তাঁর পরিবারবর্গ একাধারে দুইদিন তৃপ্তি ভরে যবের রুটি আহার করেননি।" বুখারি : ৫০২৯

রাসূলুল্লাহ সা. শারীরিকভাবে আহত হয়েছেন। তাঁর ওপর নানাভাবে মানসিক নিপীড়ন করা হয়েছে। জীবনের শেষদিকে এসে তিনি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের যন্ত্রণাও সহ্য করেছেন। নবুওয়াতের দাবিদার মিথ্যাবাদীরা হলো– মুসাইলামা, তুলাইহা ও আসাদ আনাসি।

দারিদ্র্যের কারণে ইন্তেকালের সময়ও রাসূল সা.-এর বর্ম একজন ইহুদির কাছে বন্ধক ছিল। আয়িশা রা. বর্ণনা করেন–

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

"রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বর্মটি ৩০ কেজি যবের বিনিময়ে এক ইহুদির কাছে বন্ধক ছিল।" বুখারি : ২৭১৫

রাসূল সা. ও তাঁর অনুসারীরা সব সময় বিপদাপদ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করেছেন। প্রত্যেকেই ইসলামের জন্য কুরবানি করেছেন। অনেক সাহাবিকে কঠোর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তারপরও তাঁরা ঈমানের ওপর ছিলেন অটল-অবিচল।

আঠারো. সমর্পিত বান্দা

সাইয়িদুনা আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন–

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا. فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ. وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ

"মুমিন ব্যক্তির উপমা হলো শস্যখেতের নরম চারাগাছের মতো। যেকোনো দিক থেকেই প্রবাহিত বাতাস এসে তাকে নুইয়ে দেয়। আবার যখন বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হয়, তখন সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি বিপদ-মুসিবত মুমিনকে নোয়াতে থাকে। আর ফাসিক হলো শক্ত ভূমির ওপর একরোখাভাবে দাঁড়ানো গাছের মতো, আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তাকে ভেঙে দেন।" বুখারি : ৫২৪১

www.nagorikpathagar.org

কাব রা. থেকে বর্ণিত, নবি সা. বলেছেন–

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيحُ مَرَّةً، وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالأَرْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً

"মুমিন ব্যক্তির উদাহরণ হলো শস্যখেতের নরম চারাগাছের মতো, যাকে বাতাস (বিপদ-আপদ) একবার কাত করে ফেলে (আল্লাহর দিকে সমর্পিত করে দেয়), আরেকবার সোজা করে দেয়। আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত ভূমির ওপর উদ্ধতভাবে দাঁড়ানো গাছের মতো– যাকে কিছুতেই নোয়ানো যায় না (সে কিছুতেই আল্লাহর দিকে সমর্পিত হয় না)। শেষে কোনো একসময় তা (বাতাসের) এক ঝটকায় মূলসহ উপড়ে যায়।" বুখারি : ৫২৪০

বিপদ-আপদ এলে মুমিন বান্দা আল্লাহর দিকে আরও বেশি সমর্পিত হয়ে ফিরে আসে। আল মুনাভি[১৬] তাঁর *ফায়দুল কাদির শারহুল জামিয়িস সাগির* কিতাবে ইমাম গাযালির[১৭] একটি কথা উদ্ধৃত করেন; ইমাম গাযালি বলেন–

"আল্লাহ তায়ালা যখন আপনাকে ক্রমাগত প্রতিকূলতা ও বিপদের মধ্যে নিয়ে যাবেন, তখন বুঝে নেবেন, আল্লাহ আপনাকে উচ্চতর মর্যাদা দান করতে চান। বিপদের সময় অনুভব করতে চেষ্টা করবেন, আল্লাহ আপনার সাথে তা-ই করছেন, যা তিনি তাঁর ওলিদের (একান্ত প্রিয় বান্দাদের)

---

১৬. প্রাগুক্ত (টীকা ১১)

১৭. হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর প্রখ্যাত প্রখ্যাত শাফেয়ি আলিম। তিনি ছিলেন ফকিহ, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। পুরো নাম আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল গাযালি। ইমাম গাযালি নামেই প্রসিদ্ধ। জন্ম ৪৫০ হিজরি মোতাবেক ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে, ইরানের তুস শহরের তাবিরান এলাকায়। সময়ের ব্যবধানে তিনি জগদ্বিখ্যাত আলিমে পরিণত হন। তখনকার মুসলিমদের জ্ঞানচর্চার ধারা গ্রিক দর্শনের বেড়াজালে আটকা পড়েছিল। তখন ইমাম গযালি রহ. খুব গভীরভাবে গ্রিক দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন। তারপর এর কঠোর সমালোচনা করে এর অসারতা তুলে ধরেন। তাঁর এই সমালোচনার ফলে গ্রিক দর্শনের প্রতি মুসলমানদের মোহ ও আচ্ছন্নতা কেটে যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি বিরাট সংস্কার সাধন করেন। তিনি ইসলামি দর্শন, সুফিতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, মুসলিম চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে লেখালিখি করেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো– *কিমিয়ায়ুস সাআদাহ, তাহাফাতুল ফালাসাফা* ও *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*। ৫০৫ হিজরি মোতাবেক ১১১১ খ্রিষ্টাব্দে এই মহান মনীষী ইরানের তুস শহরে ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

সাথে করে থাকেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন– ﴿وَاصْبِرْ...﴾ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ–আপনি আপনার রবের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আপনার রবের দৃষ্টির সামনেই আছেন। (সূরা তুর : ৪৮) অতএব, বিপদের সময় আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের যে সুযোগ আপনি পেয়েছেন, সেই বিরাট নিয়ামত হাসিলে তৎপর হোন।"

উনিশ. স্বল্পে তুষ্টি

মানুষকে যখন আরাম, বিলাসিতা ও সাচ্ছন্দ্য দান করা হয়, তখন বেশিরভাগ মানুষই আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যায়। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন–

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ...﴾

"যখন মানুষকে কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে (সর্বাবস্থায়) আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তাদেরকে তা থেকে মুক্ত করে দিই, কষ্ট যখন দূরীভূত হয়, তখন তার ভাবখানা এমন হয় যে, কষ্টের সম্মুখীন হয়ে সে যেন কখনও আমাকে ডাকেইনি।" সূরা ইউনুস : ১২

যারা সত্যিকারের ঈমানদার, তারা প্রাচুর্যের স্বাদ পেলেও স্বল্প আহারে তৃপ্ত থাকেন, সাদাসিধা মার্জিত পোশাক পরেন। আর সচেতনভাবেই তারা রবের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকেন। আল্লাহর রাহে নিজেকে সমর্পিত রাখেন।

বিশ. আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা

বিপদ ও হতাশাজনক পরিস্থিতি এলেও আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকাটা মুমিনের দায়িত্ব। একজন মুমিন বান্দাকে অনুধাবন করতে হবে যে, এই প্রতিকূল পরিস্থিতি তাকে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল সহযোগিতা করবে। বিপরীত ফলাফল আসাও অসম্ভব নয়। কেননা, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী– উভয় ধরনের মানুষই বিপদে পড়ে। বিপদ যে কারও ওপরই আসতে পারে। যে ব্যক্তি প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে শুরু থেকেই অস্থির ও অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য দুনিয়া-আখিরাতে কেবল দুঃখ-দুর্দশাই বরাদ্দ থাকে। পক্ষান্তরে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যে আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, অনুগত হয়,

www.nagorikpathagar.org

সে আল্লাহর নিকটবর্তী হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে। দুনিয়াতেও সে যেমন স্বস্তিতে থাকে, তেমনি আখিরাতে জান্নাতের মতো মহান পুরস্কার লাভ করে। আর সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি তো হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

﴿... وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾﴾

"সকল পুরস্কারের মাঝে সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই মহান সফলতা।" সূরা তাওবা : ৭২

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারার তৃপ্তি আসলে বান্দার জন্য অনন্য পুরস্কার। এর সাথে কোনো বস্তুগত প্রাপ্তি তুলনীয় নয়। এমনকি জান্নাতের অন্যান্য সকল নিয়ামতরাজির মধ্যেও এটিই সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার।

সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকাকে আরবিতে 'রিদা' বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। রিদা হলো অসন্তোষ এবং অখুশি হওয়ার বিপরীত। ইমাম জুরযানি রহ.[১৮] বলেন–

"রিদা বলতে আল্লাহ তায়ালার ফয়সালায় আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট হওয়াকে বোঝানো হয়।"

ইমাম ইবনে কাইয়িম রহ. বলেন–

"ভাগ্যের (ভালো কিংবা মন্দ) পরিবর্তনের মাঝেও অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করাই হলো রিদা। এ ধরনের সন্তুষ্ট ব্যক্তি সব সময় বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা-ই করেন, যাতে তার কল্যাণ হবে।"

ইবনে রজব হাম্বলি রহ.[১৯] তাঁর *জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম* গ্রন্থে বলেন–

"রিদার বিষয়ে বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে। আর সবর হলো আবশ্যকীয় একটি গুণাবলি। সবর থেকেই উত্তম কিছু পাওয়া যায়। কারও ওপর যখন

---

১৮. প্রাগুক্ত (টীকা ৫)

১৯. ইবনে রজব রহ. হাম্বলি মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম, ইমাম ও মুহাদ্দিস। ইবনে রজব হাম্বলি নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর পূর্ণ নাম আবদুর রহমান ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবুল বারাকাত মাসউদ। তাঁর জন্ম ৭৩৬ হিজরিতে, বাগদাদে। তিনি ছিলেন ইবনু কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ রহ.-এর বিশিষ্ট ছাত্র। পড়েছেন ইবনুন নাকিব শাফেয়ি ও ইবনু কাজি আল জাবালের কাছেও। ৭৯৫ হিজরিতে দামেশকে ইন্তেকাল করেন তিনি।

www.nagorikpathagar.org

বিপদ আসে, তখন মন থেকে সবধরনের অসন্তোষ ও নেতিবাচক চিন্তা দূরে রাখাই হলো সবর। আর রিদা হলো আল্লাহর ফয়সালাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়ার সক্ষমতা। কষ্টের সময়গুলোতে রিদা কষ্টের তীব্রতাকে হ্রাস করে। কারণ, রিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে ইয়াকিন জাগ্রত হয়। রিদার মাত্রা যখন আরও বৃদ্ধি পায়, তখন এমনও হতে পারে যে, ব্যক্তি আর এই কষ্টগুলো খুব একটা অনুভব করতেই পারে না।"

ইমাম বায়হাকি উদ্ধৃত করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন–

"রিদা হলো মানুষকে সন্তুষ্ট করার বিনিময়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট না করা।"
বায়হাকি : ২০৯

অর্থাৎ, আল্লাহ যা পছন্দ করেন না, এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো ব্যক্তির প্রশংসা করা যাবে না। আবার আল্লাহ যা আপনাকে দেননি, তার জন্য অন্য কাউকেও দোষারোপও করা যাবে না। কোনটা করা যাবে আর কোনটা যাবে না– তার মানদণ্ড কোনো ব্যক্তি নির্ধারণ করতে পারে না। আবার ব্যক্তিবিশেষের অপছন্দের কারণে অনুমোদিত কোনো বিষয়কে ছেড়ে দেওয়াও সঠিক নয়। আল্লাহ হলেন সকল জ্ঞান ও বিবেচনার মূল উৎস। আল্লাহ তায়ালা সকল স্বস্তি ও আনন্দকে রিদার মাঝেই প্রদান করেছেন। অন্যদিকে, সংশয় ও অতৃপ্তির মাঝেই যাবতীয় দুঃখ ও দুর্দশাকে অস্তিত্বমান করে রেখেছেন।

***

www.nagorikpathagar.org

সবর :
সফলতার অনন্য নিয়ামক

ইমাম ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যা

সবর হলো এমন ঘোড়ার মতো– যা কখনও ভূপাতিত হয় না, হোঁচট খায় না। সবর হলো এমন এক তরবারি– যার ধার কখনও হ্রাস পায় না। সবর এমন এক সেনাবাহিনী– যা কখনও পরাজিত হয় না। সবর এমন এক শক্তিশালী দুর্গের নাম– যার কখনও পতন হয় না; প্রতিপক্ষ বাহিনী সে দুর্গ কখনও জয় করতে পারে না। সবর আর নিয়ামত হলো সহোদর দুই ভাইয়ের মতো– যারা একে অপরের হাত ধরে চলে। আর আসমানি নিয়ামত ও রহমত আসে সবরের মাধ্যমেই।

স্বস্তির পরে আসে কষ্ট। আর কষ্টের পরে স্বস্তি। সহজের পর আসে কঠিন। খরার পর সজীবতা। একজন মানুষ বিপদে পড়লে সবর যেভাবে তাকে পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ পেতে সহায়তা করে, যেভাবে সফলতার পথে ধাবিত করে অন্য কোনো কিছু দিয়েই তা হয় না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালামে পাকে জানিয়েছেন, তিনি সাবির (ধৈর্যশীল) বান্দাদের সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত করবেন। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, তিনি সব সময় ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। একই সাথে তিনি ধৈর্যশীল বান্দাদের হিদায়াত দিয়ে, নিয়ামত দিয়ে, এমনকি বিজয় দিয়ে সহায়তা করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ো না। যদি নিজেদের মধ্যে বিবাদ জিইয়ে রাখো, তাহলে তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে যাবে। আর তোমরা সবর করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।" সূরা আনফাল : ৪৬

www.nagorikpathagar.org

ধৈর্যশীল মানুষ আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা পাওয়ার মাধ্যমে সফলতা অর্জন করেন। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই সবরকারী সফল হবেন। ধৈর্যশীল ব্যক্তি পাবেন অফুরন্ত নিয়ামতের সন্ধান। ইসলামের ইতিহাসে আল্লাহ তায়ালা সেসব বান্দাকে নেতৃত্ব দান করেছেন, যারা সবরের ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রগামী এবং যারা আল্লাহর সাহায্যের বিষয়ে ছিলেন দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

"তারা ধৈর্যধারণ করত বলেই আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত। তারা ছিল আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী।" সূরা সাজদাহ : ২৪

ধৈর্যধারণ করাই সব দিক থেকে উত্তম পলিসি। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

"যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতেই চাও, তাহলে কেবল ওই পরিমাণই নাও, যতটুকু কষ্ট তারা তোমাদের দিয়েছে। তবে তোমরা প্রতিশোধ না নিয়ে যদি ধৈর্য ধরতে পারো, তাহলে জেনে রাখো– ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই সর্বোত্তম।" সূরা নাহল : ১২৬

আল্লাহপাক নিশ্চয়তা দিয়েছেন, ইসলামবিরোধী শক্তি যতই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করুক না কেন, সাবির ও মুত্তাকি বান্দারা তাতে কখনোই হীনবল হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

"আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তাদের (শত্রুদের) প্রতারণা বা চক্রান্তে তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না। তারা যা কিছুই করুক না কেন, তা তো আল্লাহর আয়ত্তেই রয়েছে।" সূরা আলে ইমরান : ১২০

কুরআনে হাকিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নবি ইউসুফ আ.-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেই বিবরণীতে বলা হয়েছে– সবর ও তাকওয়ার কারণেই তিনি সত্যনিষ্ঠ নবি ইউসুফ আ.-কে নীতিনির্ধারণী অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

কুরআন মাজিদের বর্ণনা–

قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۭ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَ هٰذَآ اَخِيْ ۭ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۭ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾

"তারা বলল– তবে কি তুমিই ইউসুফ! তিনি বললেন– আমিই ইউসুফ এবং এ হলো আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ সেসব সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" সূরা ইউসুফ : ৯০

অতএব, তাকওয়া আর সবরের ওপর সফলতার অনেকখানিই নির্ভর করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

"হে ঈমানদারগণ! সবর করো, সবরে দৃঢ় থাকো এবং নিজেদের প্রতিরক্ষা জোরদার রাখো। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো– যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সক্ষম হয়ে উঠতে পারো।" সূরা আলে ইমরান : ২০০

আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে ঘোষণাটি দিয়েছেন তা হলো– তিনি সবরকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহপাক বলেন–

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

"অনেক নবি যুদ্ধ করেছেন, আর তাদের সঙ্গী-সাথিরা যুদ্ধ করেছেন তাদের অনুসারী হয়ে। আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে তাদের ওপর যে বিপদ এসেছে– তাতে তারা হতোদ্যম হননি, এমনকি তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েননি, বিচলিতও হননি। আর এভাবে যারা ধৈর্যধারণ করেন আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।" সূরা আলে ইমরান : ১৪৬

সবরকারীদের জন্য তিনটি বড়ো বড়ো সুসংবাদ রয়েছে, তা হলো– আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত, রহমত ও হিদায়াত। এই তিনটি সুসংবাদ পৃথিবীর অন্য যেকোনো কিছুর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহপাক বলেন–

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾

"সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে– নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য; আমরা সবাই তাঁর কাছে ফিরে যাব। এসব লোকদের জন্য রয়েছে– তাদের রবের পক্ষ থেকে সালাত ও রহমত; আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের আহ্বান করেছেন, যেন তারা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সকল সমস্যা, দুর্যোগ ও সংকট মোকাবিলায় আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ বলেন–

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾

"সাহায্য প্রার্থনা করো সবর ও সালাতের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন; কেবল আল্লাহভীরুদের পক্ষে তা সম্ভব।" সূরা বাকারা : ৪৫

আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের জন্য বিজয়ের সুসংবাদও ঘোষণা করেছেন। নিশ্চিত করেছেন, ধৈর্যশীলরা পাবেন জান্নাত এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ﴿١١١﴾

"আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম।" সূরা মুমিনুন : ১১১

পৃথিবী ও এর চাকচিক্যে দিশেহারা হয়ে যাওয়া থেকে তারাই মুক্ত থাকতে পারেন এবং তারাই আল্লাহর পুরস্কারপ্রাপ্তির আশা করতে পারেন, যারা প্রকৃত অর্থে ধৈর্যশীল। আল্লাহ বলেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

"যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা বলল– ধিক তোমাদের প্রতি! যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, তাদের জন্য তো আল্লাহর প্রতিদানই উৎকৃষ্ট। এটি তারাই পায়– যারা ধৈর্যশীল।" সূরা কাসাস : ৮০

www.nagorikpathagar.org

সবর করতে পারলে একপর্যায়ে ঘোর শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। এমনকি স্বল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এটাই হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

"ভালো ও মন্দ সমান নয়। মন্দের জবাব ভালোর মাধ্যমে দিতে থাকুন। তাতে আপনার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।" সূরা হা-মিম সাজদা : ৩৪

ধৈর্যশীল ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি এ গুণাবলি অর্জন করতে পারে না। আর যারা এই উৎকর্ষতা স্পর্শ করতে পারে, তারা তো মহা সৌভাগ্যবান। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

"এ গুণ তারাই অর্জন করতে পারে, যারা সবর করে। আর এ গুণের অধিকারী ব্যক্তিরা তো অত্যন্ত ভাগ্যবান।" সূরা হা-মিম সাজদাহ : ৩৫

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের প্রতি তাগিদ দিয়েছেন সবরের শক্তিতে বলীয়ান হতে। তিনি বলেন–

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"কসম সময়ের! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়– যারা ঈমান আনে, আমলে সালিহ করে এবং পরস্পরকে হকের ও সবরের পরামর্শ দেয়।" সূরা আসর : ২-৩

এখানে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দু শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। একভাগে আছেন হকের পথে অবস্থানকারী মুমিনগণ। আরেকভাগে সেসব দুর্ভাগা মানুষেরা– যারা হিদায়াত লাভ করেনি। আর হকপন্থি মানুষের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো– তারা পরস্পরের সাথে ধৈর্য ও সহানুভূতির চর্চা করবে। আল্লাহ বলেন–

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

"তাদের মাঝে নিজেকে শামিল করে নাও, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবর ও সহানুভূতির।" সূরা বালাদ : ১৭

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহপাক জানিয়েছেন, ধৈর্যশীল ও শোকরগুজার বান্দারাই কেবল তাঁর আয়াত ও নিদর্শনাবলি থেকে উপকার হাসিল করতে পারবে। কুরআনের চারটি আয়াতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِیُرِیَكُمْ مِّنْ اٰیٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۳۱﴾

"তুমি কি লক্ষ করো না যে– আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলো সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তাঁর নিদর্শনাবলির কিছু তোমাদের প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে প্রত্যেকে ধৈর্যশীল ও শোকরগুজার ব্যক্তির জন্য রয়েছে নিদর্শন।" সূরা লুকমান : ৩১

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰی بِاٰیٰتِنَاۤ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ۙ وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَیّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۵﴾

"আমি মুসাকে নিদর্শনাবলিসহ প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনসমূহ স্মরণ করিয়ে দেন। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলি।" সূরা ইবরাহিম : ৫

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَیْنَ اَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِیْثَ وَ مَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۱۹﴾

"অতঃপর তারা বলল– 'হে আমাদের রব! আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও।' তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কিংবদন্তিতে পরিণত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।" সূরা সাবা : ১৯

اِنْ یَّشَاْ یُسْكِنِ الرِّیْحَ فَیَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰی ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۳۳﴾

"আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন, তাতে জাহাজগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে যাবে। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলি।" সূরা শুরা : ৩৩

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা সালিহ ও সাবির বান্দাদের জন্য ক্ষমা ও অপরিমেয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ أُولَٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

“তবে যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।” সূরা হুদ : ১১

ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা হলো সৌভাগ্যের মূল চাবিকাঠি। যারা এই দুটো গুণের অনুশীলন করে, তাদের কখনোই লোকসানের মুখে পড়তে হয় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

“আর যে সবর করে ও ক্ষমা করে; এটা নিশ্চয় সাহসিকতার কাজ।” সূরা শুরা : ৪৩

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবকে সবরের উপদেশ দিয়েছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন, সবর ইখতিয়ার করতে হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আর যে ব্যক্তি এই মানসিকতায় নিজেকে তৈরি করতে পারবে, তার কাছে সকল বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট, দুর্যোগ-সংকট সহজ ও বহনযোগ্য অনুভূত হবে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

“আপনি আপনার রবের নির্দেশনার অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন। আপনি তো আমার দৃষ্টির সামনেই আছেন। অতএব, আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন।” সূরা তুর : ৪৮

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেন–

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

“আপনি সবর করবেন; আপনার সবর অবলম্বন আল্লাহ ছাড়া আর কারও উদ্দেশ্যে নয়। অতএব, আপনার প্রতিপক্ষের আচরণে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মনছোটো করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়াকে ধারণ করে এবং সৎকর্মশীল।” সূরা নাহল : ১২৭-১২৮

www.nagorikpathagar.org

মুমিন বান্দার সাথে সবরের সম্পর্ক অনেকটা মানিকজোড়ের মতো। সবর তার আপন শক্তিতেই মুমিন ব্যক্তিকে জড়িয়ে রাখে। জাগতিক কোনো ঘটনায় যদি কোনো বান্দা বিচলিত বা অস্থির হয়েও যায়, তারপরও তার ভেতরে এতদিনের অনুশীলনকৃত সুপ্ত সবর তাকে পুনরায় সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ঈমানের অন্যতম একটি স্তম্ভই হলো– সবর। যার সবর নেই, তার ঈমানও দুর্বল হতে থাকে। কোনো মুমিনের যদি সবরের ঘাটতি থাকে, তাহলে যেকোনো সময় তার মান অবনতি ঘটতে পারে। সে চলার পথের ইতিবাচক প্রাপ্তিগুলো সহজে বরণ করে নিতে পারে বটে, কিন্তু একটু কষ্ট বা বিপদ এলেই বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। আর ক্ষণিকের এই জীবনে যারা পথহারা হয়, তাদের দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই বরবাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

একজন ব্যক্তি কেবল সবরের বরকতেই নিজের জন্য উত্তম জীবিকার সন্ধান পেতে পারে। ধৈর্যশীল বান্দারা শোকরগুজার হওয়ার কারণে মানুষ হিসেবেও উৎকৃষ্ট অবস্থানে পৌঁছে যায়। সবর ও শোকরের ডানায় ভর করে তারা সৌভাগ্যের বাগানে বিচরণ করে। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর পছন্দসই ও বাছাইকৃত ব্যক্তিদেরই এই সৌভাগ্য উপভোগ করার সুযোগ দেন।

মূলত সবর ও শোকর ঈমানের দুটো গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যে ব্যক্তি নিজের জন্য কল্যাণকামী, যিনি সফল হতে আগ্রহী, তিনি ঈমানের এ দুটো শাখার কোনোটিকে কখনও অগ্রাহ্য করেন না। এই দুটোর অনুশীলন থেকে তিনি কখনও বিচ্যুতও হন না। আর এই বান্দাদেরই আল্লাহ তায়ালা হাশরের দিন সবর ও শোকরকারীদের সারিতে আশ্রয় দেবেন।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন–

> "শোকর হলো আনুগত্য ও সবরের সমন্বয়। শোকর অর্থ অনুগত থাকা এবং আনুগত্যহীনতা থেকে দূরে থাকা। কোনো কোনো ইমাম এমনও বলেছেন যে, সবরের জন্য শোকর অপরিহার্য। কেননা, কৃতজ্ঞতা না থাকলে সবর পরিপূর্ণতা পায় না। আবার সবর করার মানসিকতা না থাকলে শোকরগুজার হওয়া যায় না। তাই অনুকূল পরিবেশে ঈমানদার ব্যক্তির জন্য সবর ও শোকর অনিবার্য বিষয়। স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আনুগত্যহীনতা থেকেও দূরে থাকার জন্য সবর করা আবশ্যক। আবার যখন বিপদ আসে, তখনও ব্যক্তির জন্য সবর ও শোকর করা জরুরি।

www.nagorikpathagar.org

বিপদ-মুসিবতের সময় আল্লাহর হকগুলো আদায় করার মাধ্যমেই সবর ও শোকর অবলম্বন করা যায়। অর্থাৎ বিপদের সময় এবং স্বস্তির সময়– উভয়ক্ষেত্রেই আনুগত্য করতে হবে কেবল আল্লাহর।"[২০]

সবরকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়–

"সবর হলো এমন এক অনন্য শিষ্টাচার– যা মানুষকে মন্দ ও অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখে। সবরের মাধ্যমে মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ হয় এবং ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা হাসিল হয়।"

জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদকে[২১] একবার সবর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন–

"সবর হলো ভ্রু কুঞ্চিত না করেই তিতা পিত্ত গিলে ফেলার মতো।"

যুন-নুন মিসরি রহ.[২২] বলেন–

"সবর হলো আল্লাহ তায়ালার অপছন্দনীয় কাজ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা, নীরবতা অবলম্বন করা, প্রচণ্ড বিপদ ও সংকটেও নিজেকে সংযত রাখা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের কষাঘাত এলেও নিজের ব্যক্তিত্ববোধ অক্ষুণ্ন রাখা।"

সবর হলো উত্তম শিষ্টাচারের মাধ্যমে বিপদাপদকে বরণ করে নেওয়া। অর্থাৎ যতই বিপদ বা সমস্যা আসুক, নিজের আদব ও শিষ্টাচারকে সমুন্নত রাখা। এমনও বলা হয় যে–

"সবর হলো কষ্টের সময়ও অভিযোগ না তুলে; বরং ঈমানি দৃঢ়তার সাথে সংকটকে মোকাবিলা করা।"

---

২০. ফাতহুল বারি, ১১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১১

২১. জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদ (২১৫ হি.-২৯৮ হি.) বিখ্যাত সুফিসাধক। জুনাইদ বাগদাদি নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ইরাকের বাগদাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৩১টির মতো রিসালা বা পুস্তিকা রচনা করেছেন।

২২. হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকিহ। তাঁর মূল নাম– সাওবান বিন ইবরাহিম, উপনাম আবুল ফাইয, উপাধি যুন-নুন। তিনি ১৭৯ হিজরিতে মিশরের আখমিমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো *'হাল্লুর রুমুয ওয়া বারয়ুর আরকাম ফি কাশফি উসুলিল লুগাত ওয়াল আরকাম'*। ২৪৫ হিজরিতে মিশরের গিজা শহরে ইন্তেকাল করেন তিনি।

www.nagorikpathagar.org

আবু উসমান রহ.[২৩] বলেন–

> "সার্বক্ষণিক ধৈর্যশীল বলতে ওই মানুষদেরই বোঝানো হয়, যারা যেকোনো দুঃসহ ও কষ্টকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেদের মনকে প্রস্তুত রাখতে পারেন।"

সবর হলো বিপদ ও সংকটের সময়ও এমনভাবে সাবলীল থাকা, যেভাবে সুখের সময় থাকা হয়। কষ্টের সময় কিংবা সুখের সময়– উভয়ক্ষেত্রেই আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা আমাদের থাকতে হবে। সুখের সময় আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত মানতে হবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। আর দুঃখের সময়ও আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নিতে হবে ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমে।

আমর ইবনে উসমান আল মাক্কি[২৪] বলেন–

> "সবর মানে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর অবিচল থাকা, সর্বাবস্থায় তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল রাখা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিপদাপদকেও ইতিবাচক মানসিকতায় বরণ করে নেওয়া।"

অর্থাৎ জীবন চলার পথে যখন দুঃখ, কষ্ট ও বিপদ আসবে, তখন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ না করা, রাগ ও ক্ষোভের প্রকাশ না করা।

---

২৩. আবু উসমান আল হিরি রহ. হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত সুফি আলিম। তিনি ছিলেন ইমাম, মুহাদ্দিস ও ওয়ায়েজ। তাকে খোরাসানে জুনাইদ বাগদাদি রহ.-এর প্রতিচ্ছবি বলা হতো। তাঁর পূর্ণ নাম আবু উসমান সাঈদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে সাঈদ ইবনে মানসুর আল হিরি। ২৩০ হিজরিতে ইরানের রায় শহরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। 'আস সুনান' তাঁর রচিত বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ। ২৯৮ হিজরিতে খোরাসানের নিশাপুরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৪. হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম ও সুফি। তাঁর পুরো নাম নাম আবু আবদুল্লাহ আমর বিন কারব আল মাক্কি। তাঁর জন্মস্থান ও জন্মতারিখ সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন। প্রখ্যাত সুফি জুনাইদ বাগদাদির সামসময়িক ছিলেন। তাসাউফ সম্পর্কে তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশেষ করে তাঁর সারগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বচনগুলি ছিল সবার মুখে মুখে, সবাই তা উদ্ধৃত করতেন। তিনি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, সারগর্ভ ও মনোজ্ঞ আলোচনা করতেন। ২৯১ হিজরিতে এই মহান বুজুর্গ বাগদাদ শহরে ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

খাওয়াস রহ.[২৫] বলেন–

"কুরআন-সুন্নাহর পথে অটল-অবিচল থাকার নামই হলো সবর।"

রুয়াইম রহ.[২৬] বলেন–

"ধৈর্যধারণ করার অর্থ হলো– অভিযোগ করার মানসিকতা ত্যাগ করা। ধৈর্য মানেই আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা।"

আবু আলী দাক্কাক রহ.[২৭] বলেন–

"সবরের প্রকৃত তাৎপর্য এর নামের মাঝেই লুক্কায়িত।'

উল্লেখ্য, সবর নামে প্রচণ্ড তিতা একটি ওষুধও রয়েছে।

আলী ইবনে আবু তালিব রা. বলেছেন–

"সবর হলো একধরনের স্থিরতা, যা কখনও হোঁচট খায় না, কখনও বিচলিতও হয় না।"

আবু মুহাম্মাদ আল জারিরি রহ.[২৮] বলেন–

"সুখের সময় আর দুঃখের সময়কে আলাদা করার নাম সবর নয়; বরং সবর হলো উভয় সময়েই মনকে সুস্থির রাখা।"

---

২৫. হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত সুফি আলিম। ইবরাহিম খাওয়াস নামেই অধিক পরিচিত। তাঁর পূর্ণ নাম আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন আহমাদ বিন ইসমাঈল আল খাওয়াস। জন্মস্থান ইরানের আমুল শহর। ২৯১ হিজরিতে রায় শহরে ইন্তেকাল করেন।

২৬. হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত সুফি আলিম। তাঁর পূর্ণ নাম আবু মুহাম্মাদ রুয়াইম বিন আহমাদ বিন ইয়াযিদ। তিনি ছিলেন কুরআন ও তাফসির বিশেষজ্ঞ। ছিলেন দাউদ আয যাহেরি রহ.-এর মাযহাবের ফকিহ। তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে জানা যায়নি। ইরাকের বাগদাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ৩০৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

২৭. আবু আলী দাক্কাক নামেই পরিচিত। তাঁর আসল নাম আল হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ নিসাপুরি। তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ আল্লাহওয়ালা একজন সুফিসাধক। তিনি শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। খোরাসানের নিশাপুরে তাঁর জন্ম, কিন্তু কত সালে জন্মগ্রহণ করেছেন তা জানা যায়নি। ৪০৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৮. আবু মুহাম্মাদ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল হুসাইন আল জারিরি। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম ও সুফিসাধক। জুনাইদ বাগদাদি রহ.-এর শিষ্য। জুনাইদ বাগদাদি রহ. যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর জন্মসাল জানা যায়নি। ৩১১ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেননি যে, মানুষ কেবলই দুঃখের ভেতর দিয়ে যাবে অথবা কেবলই সুখ আস্বাদন করবে। এটি সম্ভব নয়, আর এমনটা হওয়ার কোনো প্রয়োজনও নেই; বরং আমাদের জন্য জরুরি হলো– হতাশায় না ভোগা এবং অভিযোগ ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকা। রাসূল সা.-এর জামানায় কষ্টের সময়গুলোকে চিত্রায়িতই করা হতো ধৈর্যধারণের সময় হিসেবে। আর স্বাভাবিকভাবেই ধৈর্যধারণের সময়ের চেয়ে স্বস্তিকর সময়গুলো অতিবাহিত করা মানুষের জন্য বেশি সহজ। এ কারণেই রাসূল সা. তায়েফ থেকে কষ্ট পেয়ে ফিরে আসার পর এই মর্মে দুআ করেছিলেন–

> "হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতি যদি ক্রোধান্বিত না হন, তাতে আমি তো আপনার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। তবে আপনার দেওয়া স্বস্তিকর সময়টি আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।"[২৯]

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

> مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
>
> "যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। আর যে অমুখাপেক্ষী হতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। সবরের চেয়ে বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর আর কিছু কখনও তোমাদের দান করা হবে না।" বুখারি : ৬০২৬

অর্থাৎ একজন ঈমানদার বান্দা যেকোনো সংকট থেকে উত্তরণ পাওয়ার পর সবচেয়ে বড়ো যে প্রাপ্তিতে সমৃদ্ধ হয় তা হলো– তার মাঝে ধৈর্যধারণ করার মানসিকতা তৈরি হয়। তবে, যদি আল্লাহ তাকে সংকটে না ফেলেন এবং স্বস্তিদায়ক অবস্থায় রাখেন, তাহলে তা-ই হবে তার জন্য উত্তম ও সহজতর।

আবু আলী আল দাক্কাক বলেন–

> "সবর করার অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার বিষয়ে আপত্তি না তোলা। তবে কেউ যদি বিপদে পড়ার পর প্রাথমিকভাবে কিছু আবেগ প্রকাশ করে, তাহলে তা ধৈর্যধারণের সাথে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য হবে না। তবে মনে রাখতে হবে, আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে যেন অভিযোগ পেশ করা না হয়।"

---

২৯. *তাবারানি*, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ১৮১

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর নবি আইয়ুব আ. ছিলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রশংসা করে বলেন–

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

"আমি তাকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা তিনি! নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার অভিমুখী।" সূরা সোয়াদ : ৪৪

এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, আইয়ুব আ. কিন্তু আল্লাহর কাছে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা জানিয়েছিলেন, তবে তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে অভিযোগের কোনো সুর ছিল না। সাইয়িদুনা আইয়ুব আ.-এর সেই চমৎকার আকুতির কথা জানা যায় অন্য একটি আয়াত থেকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

"স্মরণ করুন সেই আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তাঁর রবের কাছে দুআ করছিলেন যে– আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।" সূরা আম্বিয়া : ৮৩

এভাবে সাইয়িদুনা আইয়ুব আ. নিজের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছিলেন ঠিকই, তবে তা মোটেও অভিযোগের সুরে নয়। অভিযোগ দু-ভাবে করা যায়। প্রথমত, আল্লাহর কাছে অভিযোগ করার মাধ্যমে। এ ধরনের অভিযোগকে ধৈর্যচ্যুতি হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। যেমন– আল্লাহর নবি ইয়াকুব আ. বলেছিলেন–

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ... ﴿٨٦﴾

"আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা একমাত্র আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি...।" সূরা ইউসুফ : ৮৬

তা ছাড়া এর আগে ইয়াকুব আ. আরও বলেছিলেন–

... فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ ... ﴿٨٣﴾

"ধৈর্যই হীরন্ময়।" সূরা ইউসুফ : ৮৩

তাই আল্লাহ তায়ালাও সাইয়িদুনা ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে ধৈর্যশীলদের কাতারে শামিল করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল সা. তায়েফ থেকে ফেরার পথে দুআয় বলেছিলেন–

اللهم إِلَيْكَ أَشْكُوْ ضَعْفَ قُوَّتِيْ، وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ، وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ. يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

"হে আল্লাহ! একমাত্র আপনার কাছেই আমি আমার শক্তিহীন দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং মানুষের কাছে নিজের তুচ্ছতার আকুতি পেশ করি।"[৩০]

অভিযোগ করার দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো, মৌখিকভাবে বা অন্য কোনোভাবে নিজের কষ্ট প্রকাশ করা– যা সবরের মূল চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বরং অনেকটাই সাংঘর্ষিক। আল্লাহর কাছে আকুতি প্রকাশ করা আর কষ্টকর সময়ের বিষয়ে অভিযোগ করার মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

সবর হলো আত্মার সাহস। সবর করা বা চটজলদি আবেগের প্রকাশ থেকে সংযত থাকার জন্য প্রয়োজন সাহসের। যখন মানুষের মনে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা কাজ করে, তখন সবরই মানুষের মনে প্রশান্তি ও স্বস্তি এনে দিতে পারে। সবর আর হতাশা হলো সম্পূর্ণ বিপরীত দুটো বিষয়। এ দুটো বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেছেন। যেমন–

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ۭ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٢١﴾

"যেদিন সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। যারা (পৃথিবীতে) অহংকার করত (তাদের অনুসারী) দুর্বলেরা তাদের বলবে– আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। অতএব, তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করবে কি? তারা বলবে– যদি আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিতেন, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সুপথ দেখাতাম। এখন তো অবস্থা এমন যে, আমরা ধৈর্য্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি– সবই আমাদের জন্য সমান। আমাদের আর কোনো রেহাই নেই।" সূরা ইবরাহিম : ২১

এই আয়াতে আলোচ্য 'সবর' শব্দ দ্বারা মূলত শাস্তিপ্রাপ্ত অভাগা লোকেরা তাদের হতাশাকেই প্রকাশ করেছে।

---

৩০. *তাবারানি*, ১৩ খণ্ড, হাদিস নং : ১৮১

www.nagorikpathagar.org

হতাশা হলো অক্ষমতা আর অপর্যাপ্ততার সহচর। অন্যদিকে, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার নিদর্শন হলো সবর। হতাশাকে যদি প্রশ্ন করা হয়– 'কোথা থেকে তোমার জন্ম?' উত্তরে সে বলবে– 'অক্ষমতা থেকে।' পক্ষান্তরে সবরকে যদি প্রশ্ন করা হয়– 'সবরের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায়?' সে বলবে– 'তোমার বিচক্ষণতাই তোমাকে সবরকারী হিসেবে গড়ে তুলবে।'

মানুষের রুহের গতিপথ নির্ণয় করা ভীষণ জরুরি। একজন মানুষকে তার রুহ জাহান্নামের দিকে অথবা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে সবর রুহকে সুপথে ধাবিত করে। আর যার ধৈর্য নেই, তার রুহ বিভ্রান্ত হয়ে পথহারা পথিকের ন্যায় আচরণ করে।

আমাদের সালাফগণ তাগিদ দিয়ে গেছেন যে, অনিষ্টের ফাঁদে পড়া থেকে রুহকে হিফাজত করার জন্য নিরন্তর অনুশীলন (তারবিয়াত) ও প্রচেষ্টা (মুজাহাদা) চালিয়ে যেতে। যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে সংযত করতে পারে এবং আল্লাহর পথে পরিচালিত করতে পারে, তাকে আল্লাহই সাহায্য করেন। আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে সংযত করতে পারে না, সে নিশ্চিতভাবেই বিচ্যুত হয়ে যায়। যদিও আল্লাহর পথে সবরের সাথে অটল থাকা কঠিন; বরং হাল ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট হওয়া সহজ। কিন্তু পার্থিব এই জীবনে সামান্য দুঃখ-কষ্টের পরিস্থিতির মুখে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে সহজ পথে যাওয়ার বিনিময়ে আদালতে আখিরাতে যে ভয়ংকর শাস্তি আমাদের ওপর নেমে আসবে, তা সহ্য করা মোটেও সহজ নয়।

মানবসত্তার পক্ষে যেকোনো বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার যেমন সুযোগ আছে, তেমনি অগ্রাহ্য করারও ক্ষমতা আছে। সংযত থাকার যেমন সক্ষমতা আছে, তেমনি বেপরোয়া হওয়ারও সুযোগ রয়েছে। ধৈর্য মানুষকে ওই পথেই পরিচালিত করে– যেখানে রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ কল্যাণ। আর বেপরোয়া হওয়ার পরিণতি কোনোদিনই শুভ হয় না।

আবার সবরের প্রয়োগ ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কেউ যদি একটি কাজ সুন্দরভাবে করার জন্য ধৈর্যের সাথে অধ্যবসায় করে– তাও যেমন ধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ, তেমনি কেউ আবার মন্দ কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রেও সবর অবলম্বন করতে পারে। তবে দেখা গেছে, অধ্যবসায়ের অংশ হিসেবে যে সবরকে ধারণ করা হয়, তাতেই বেশি ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.org

আবার কেউ কেউ আছেন, দ্বীনি আদেশগুলোকে মেনে চলার ক্ষেত্রে অটল থাকতে পারেন, কিন্তু নিষেধাজ্ঞাগুলো থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে ততটা মজবুত থাকতে পারেন না; বরং শিথিল হয়ে যান। আবার উলটোও হয়। কেউ হয়তো নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বিরত থাকার বিষয়ে খুব তৎপর। এক্ষেত্রে তারা নিজেকে নিবৃতও রাখতে পারেন। কিন্তু দ্বীনের আদেশগুলো মানার ক্ষেত্রে হয়তো অলসতা প্রদর্শন করেন। আবার অনেকে আদেশ-নিষেধ উভয়টি মানার ক্ষেত্রেই বেশ দুর্বল অবস্থানে থাকেন।

সর্বোত্তম ব্যক্তি তারাই, যারা উভয়ক্ষেত্রেই ভারসাম্য বজায় রেখে সবরের অনুশীলন করতে পারেন। অনেকে আছেন, শীত বা গ্রীষ্মে অথবা যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রাতে উঠে নামাজ আদায় করতে পারেন, কিন্তু অশ্লীল কিছু দেখলে তা থেকে চোখ ফেরাতে পারেন না। আবার কেউ কেউ নিজের দৃষ্টিশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেও সৎকাজের আদেশ দেওয়া বা অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে অপারগতা প্রকাশ করেন। কেউ-বা জিহাদে অংশ নিতে ভয় পান। প্রকৃতপক্ষে, অধিকাংশ মানুষই পরিপূর্ণ ধৈর্যধারণে এবং ভারসাম্য রক্ষায় অসমর্থ। খুব অল্পসংখ্যক মুমিনই আছেন– যারা আদেশ-নিষেধ উভয়ক্ষেত্রেই সমানভাবে সবরকে ধারণ করতে পারেন।

বুদ্ধিমত্তা ও দ্বীনি চেতনার ওই স্তরটির নামই সবর– যা একজন মানুষকে কামুকতা ও প্রবৃত্তির খায়েশের মুখে অটল ও সুদৃঢ় রাখতে পারে।

মানুষ যা-ই পছন্দ করে, সেদিকেই তার মন ধাবিত হয়। বুদ্ধিমত্তা ও দ্বীনি চেতনাই এক্ষেত্রে মানুষকে সংযত করে। মানুষের ভেতরে দুটো বিপরীত সত্তার মাঝে সব সময়ই সংঘাত চলে। কখনও প্রবৃত্তি জয়ী হয়, আর কখনও-বা দ্বীনি মূল্যবোধ। আমাদের নাফস হলো এমন এক যুদ্ধক্ষেত্র– যেখানে ধৈর্য, সাহস আর দৃঢ়তার মতো অস্ত্র ব্যবহার করেই হকের পথে টিকে থাকতে হয়।

***

www.nagorikpathagar.org

বিপদ বিপর্যয় সফলতা[৩১]

ইমাম ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ

হিদায়াত : সফলতার মানদণ্ড

দ্বীনে হকের অনুসরণেই রয়েছে প্রকৃত সুখ। দ্বীনকে কথায় ও কাজে ধারণ করতে পারলেই পাওয়া যায় প্রশান্তি। যারা যথাযথভাবে দ্বীনের অনুসরণ করে, তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বরকত লাভ করে। মূলকথা হলো– হিদায়াতপ্রাপ্তরাই সফলকাম। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন হিদায়াতের প্রত্যাশায় দুআ করতে। প্রতিদিন আমরা দুআ করি–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

"আমাদের সহজ-সরল পথ দেখান। সেসব লোকের পথ– যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন। তাদের পথ নয়– যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।" সূরা ফাতিহা : ৬-৭

বস্তুত হিদায়াতই সফলতার মানদণ্ড এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সফল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

"তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত এবং তারাই সফলকাম।" সূরা বাকারা : ৫

...فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾

---

৩১. ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ, *ইগাছাতুল লাহফান মিন মাসায়িদিশ শায়তান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪-২৮১

www.nagorikpathagar.org

"যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না।" সূরা তহা : ১২৩

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

"আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও। যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার হিদায়াত অনুসারে চলবে, তার কোনো ভয় নেই, কোনো দুশ্চিন্তাও নেই।" সূরা বাকারা : ৩৮

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ﴿١٤﴾

"নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা থাকবে জান্নাতে। আর অপরাধীরা থাকবে জাহান্নামে।" সূরা ইনফিতার : ১৩-১৪

যারা আল্লাহপ্রদত্ত হিদায়াতের অনুসরণ করে, নেক আমল করে, তারা পরকালে পরম প্রশান্তির জান্নাত লাভ করবে। আর যারা কুফরি করবে এবং দুষ্কৃতিতে লিপ্ত থাকবে, তারা পরকালে জাহান্নামের আগুনে যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাই আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত বিধান।

চূড়ান্ত বিজয় মুমিনদের

এ পর্যায়ে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। অনেক সময় দেখা যায়– যারা বিশ্বাসী, যারা মুমিন, যারা ভালো মানুষ, তারা দুনিয়াতে ক্রমাগত প্রতিকূলতা ও কষ্টের মুখোমুখি হচ্ছে। অন্যদিকে, যারা ঈমান আনেনি, যারা নানান দুষ্কর্মে জড়িত, তারাই দুনিয়াতে সম্পদ ও নেতৃত্বসহ অনেক সুখ-সাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছে। এই কারণে কারও কারও মাঝে এমন ধারণা তৈরি হয় যে– এই দুনিয়ার জীবনে অধিকাংশ সুখ-সাচ্ছন্দ্য বোধহয় অবিশ্বাসী ও খারাপ মানুষদের জন্যই বরাদ্দ থাকে। আর মুমিনদের জন্য রয়েছে সুখ-সচ্ছলতার যৎসামান্য অংশই। দুনিয়ার সম্মান-প্রতিপত্তি অবিশ্বাসী ও অপরাধীদের জন্য, আর মুমিনদের জন্য সকল নিয়ামতরাজি কেবল আখিরাতের জন্যই তোলা রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সুখ-দুঃখের এই আবর্তন, সাফল্য-ব্যর্থতার এই দোলাচল নিয়ে কুরআন মাজিদে চমৎকার বর্ণনা ও নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨﴾

"সকল শক্তি-সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না।" সূরা মুনাফিকুন : ৮

وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾

"নিঃসন্দেহে আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।" সূরা সাফফাত : ১৭৩

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢١﴾

"আমি ও আমার রাসূলগণই বিজয়ী হব– এটাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী।" সূরা মুজাদালা : ২১

...وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾

"শেষ কল্যাণ মুত্তাকিদের জন্যই নির্ধারিত।" সূরা আরাফ : ১২৮

তাকওয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.[৩২] তাঁর *মাজমুউল ফাতাওয়া* গ্রন্থে বলেন–

---

৩২. পুরো নাম তাকি উদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আবদুল হালিম বিন আবদুস সালাম আন নুমাইরি আল হাররানি। ইমাম ইবনে তাইমিয়া নামেই সমধিক পরিচিত। হিজরি সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম ও সংস্কারক। তিনি ছিলেন ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুজতাহিদ, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ। শায়খুল ইসলাম তাঁর উপাধি। তিনি ১০ রবিউল আওয়াল ৬৬১ হিজরি মোতাবেক ২১ জানুয়ারি ১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান তুরস্কের হাররান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁর বাবা-মায়ের সাথে দামেশক হিজরত করেন এবং সেখানে স্থায়ী হন। সেখানে তাঁর পিতার ধারাবাহিকতায় তিনিও শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। তাঁর কণ্ঠে ও কলমে হকের আওয়াজ ছিল বুলন্দ। আর তাই তাঁর জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। লড়েছেন বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। পড়েছেন স্বদেশের শাসকদের রোষানলেও। জেলের কুঠুরিতে কাটাতে হয়েছে জীবনের অনেকাংশ। তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– *কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল ইসতিকামাহ, কিতাবুল উবুদিয়্যাহ, মিনহাজুস সুন্নাহ, আর রিসালাতুদ তাদমিরিয়্যাহ, আস সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল, আল ফাতাওয়া আল হামাভিয়্যাহ, দাফউল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আলাম* প্রভৃতি। ২০ জিলকদ ৭২৮ হিজরি মোতাবেক ২৫ সেপ্টেম্বর ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকে ইন্তেকাল করেন তিনি।

www.nagorikpathagar.org

"তাকওয়া হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর। এর আলোয় একজন বান্দা আল্লাহর প্রতি পুরোপুরি অনুগত হয়ে যায় এবং তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সব ধরনের নাফরমানি থেকে নিজেকে বিরত রাখে।"

ইমাম ইবনে তাইমিয়া *মাজমুউর রাসায়িল* গ্রন্থে আরও বলেন–

"আমলের মধ্যে তাকওয়া প্রতিফলিত হয় দুটো উপায়ে :

এক. আমল করতে হবে কেবল আল্লাহর জন্য। অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে খুশি করার বিষয় এখানে যুক্ত থাকবে না।

দুই. এমন আমল করতে হবে, যা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশনা দিয়েছেন এবং যা আল্লাহপাকের পছন্দনীয়। অর্থাৎ, আমল করার ক্ষেত্রে আল্লাহ-কর্তৃক নির্ধারিত শরিয়তের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। যে বিধানাবলি আল্লাহপাক অনুমোদন করেননি, তা কোনোভাবেই অনুসরণীয় নয়।"

মুমিনের জীবন মূলত আখিরাতমুখী জীবন। একজন মুমিন সবসময় আখিরাতের প্রতি আগ্রহী থাকেন। আর তিনি যখন দেখেন– কাফির ও মুনাফিকরা মুসলিমদের ক্রমাগত কোনঠাসা করে ফেলছে, তখন আখিরাতের প্রতি তার ঈমান ও ইয়াকিন আরও সুদৃঢ় হয়। কোনো প্রাজ্ঞ মুমিনকে যখন প্রশ্ন করা হয়– 'কেন আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের, হকের অনুসারীদের এভাবে বিপদে ফেলেন?' তখন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষেত্রবিশেষে দুইভাবে এর উত্তর দেন। যদি তিনি দেখেন, প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোনো নেতিবাচক ঘটনার পেছনে আল্লাহর হিকমতকে অনুধাবন করার মতো যোগ্য নয়, তাহলে তিনি প্রশ্নের উত্তরে বলেন– 'আল্লাহ তা-ই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন; আর আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা আমাদের উচিত নয়।' যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

"তিনি যা করেন, সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করার কে আছে? বরং তিনিই প্রশ্নের মুখোমুখি করবেন বান্দাদের।" সূরা আম্বিয়া : ২৩

আর যদি প্রশ্নকারী ব্যক্তি এমন সমঝদার হন যে, তিনি ঘটনার নেপথ্যে আল্লাহর হিকমতকে অনুধাবন করতে পারবেন, তাহলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উত্তর কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে হয়। প্রশ্নের উত্তরে তখন তিনি বলেন– 'আল্লাহ তায়ালা

www.nagorikpathagar.org

তাঁর হকপন্থি বান্দাদের জীবনে এই ধরনের কষ্ট-যাতনা দেন, যেন তারা সবরের অনুশীলন করতে পারে। আর এর মাধ্যমে তারা আখিরাতের পুরস্কারের প্রতি যেন অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠে। কারণ, কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়া যদি কেউ কোনো বড়ো পুরস্কার পেয়ে যায়, তাহলে তার কাছে সে পুরস্কারের যথাযথ কদর থাকে না।'

এ ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই আসে। তাই প্রশ্নকারীর সমঝ ও উপলব্ধির সক্ষমতার আলোকে উত্তর দিতে হবে। আল্লাহর জাত ও সিফাতি বৈশিষ্ট্যগুলো তারা কেমন অনুধাবন করতে পারে, এ বিষয়ে তারা কতটুকু জানে– সে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ, আমরা অনেক ঘটনাই জানি, এ ধরনের অনেক প্রশ্নকারীরা ক্রমাগত প্রশ্ন তুলতে তুলতে এক পর্যায়ে আল্লাহকে জুলুমের অভিযোগে অভিযুক্ত করার মতো বিভ্রান্তিতে পর্যন্ত পড়ে যায়।

উদাহরণত আল জাহম[৩৩] ও তার অনুসারীদের কথা বলা যেতে পারে। আল জাহম তার সাথি ও অনুসারীদের নিয়ে অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষদের কাছে যেতেন। তার কাছের লোকজন আল্লাহর ফয়সালাকে কীভাবে গ্রহণ করে, বিপদ-মুসিবতের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী– তা অনুধাবন করার উদ্দেশ্যেই তিনি এমন করতেন। অসুস্থ মানুষের করুণ দৃশ্য দেখে তার সাথিদের কেউ কেউ বলে বসত– 'দেখো, যিনি সবার থেকে করুণাময় তিনিই তাঁর বান্দার সাথে কেমন আচরণ করছেন!' অর্থাৎ তারা আল্লাহর 'রহিম' গুণবাচক বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে প্রশ্ন তুলত; অথচ এর পেছনে যে কোনো হিকমত থাকতে পারে– তা তারা বিবেচনা করে না। অপর কেউ বলত, 'একজন সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির যে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে, আর কেউ ততটা করতে পারে না।' আরেকজন বলত, 'যদি আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের সাথেই এমনটা করেন, তাহলে শত্রুদের সাথে তিনি কী করবেন– তা সহজেই অনুমেয়।'

---

৩৩. হিজরি প্রথম শতাব্দীর আলিম; জাহামিয়্যাহ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তার পুরো নাম আবু মুহরিয আল জাহাম বিন সাফওয়ান আত তিরমিযি। জন্ম ৭৮ হিজরি মোতাবেক ৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে, বর্তমান উজবেকিস্তানের সমরকন্দ শহরে। ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাসে বড়ো ধরনের বিকৃতির অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। গ্রিক দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির অনেক কিছুই তিনি ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসে সংমিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করেন। ১২৮ হিজরি মোতাবেক ৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কমেনিস্তানের মারওয়া আশ শাহজাহানে আল জাহম নিহত হন।

www.nagorikpathagar.org

এই হলো বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি। পরীক্ষা বা বিপদে পড়ার পর তাদের কেউ-বা আফসোস করে বলতে থাকত, 'হে আল্লাহ! আমি এমন কী পাপ করেছি যে আপনি আমাকে এই বিপদে ফেললেন।'

একাধিক ব্যক্তি আমাকে বলেছে যে, 'যখন আমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করি, তুলনামূলক বেশি ভালো কাজ করার চেষ্টা করি, আল্লাহ তায়ালা তখন আমাদের রিজিক কমিয়ে দেন এবং পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে দেন। আবার যখন আমি পাপ কাজ করি, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি, তখন রিজিকও বাড়ে আবার পরিস্থিতিও সহজ হয়ে যায়।' আমি তাদেরকে বলি, 'মূলত এভাবেই আল্লাহ তায়ালা আপনাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। আল্লাহ আপনার সততা ও ধৈর্যশীলতা পরখ করতে চান। তিনি দেখতে চান– আপনারা বিপদে পড়লে কি সত্যবাদী হন, আল্লাহর দিকে ফিরে যান? আপনারা কি বিপদে সবর করতে পারেন? নাকি পিছু হঁটেন এবং অনুশোচনার নামে পরিহাস করেন?'

প্রকৃতপক্ষে, মানুষের মাঝে এমন ভাবনা ও কথাবার্তা আসে দুটো কারণে। প্রথমত, সে নিজেকে খুব সৎ ও যোগ্য ভাবে। যেমন– সে এমন অহমিকায় ভুগে যে, তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব সে যথাযথভাবে পালন করেছে। যে বিষয়গুলো ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে, তা থেকেও সে যথাযথভাবে নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছে। এক্ষেত্রে যেন তার কোনো ত্রুটি নেই। সে যেন নৈতিকতার উচ্চমার্গে পৌঁছে গেছে। একটা সময়ে তার আরও ধারণা হয় যে, তার আশপাশের কেউই বোধ হয় তার মতো এতোটা নেক আমল করে না। তাই সে নিজেকে আল্লাহর যাবতীয় নিয়ামত পাওয়ার যোগ্য ভাবে। আমিত্ব ও ভালোত্বের অহমিকা তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়।

দ্বিতীয়ত, কারও কারও মাঝে এমন ভাবনাও আছে যে, আল্লাহ হয়তো প্রকৃত মুসলিমদের পার্থিব কার্যক্রমে খুব একটা সাহায্য করেন না। আল্লাহ এই দুনিয়াবি জীবনে মুমিনদের তেমন একটা সফলতা দেন না; বরং তাদেরকে এক ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনের মধ্য দিয়েই যেতে হবে।

এ দুটো চিন্তাই প্রান্তিক। অথচ কত অগণিত মানুষ এই বিষয়ে অন্ধকারে আছে! আমাদেরই আশপাশে এমন কত মানুষ আছে, যাদের তেমন অন্তর্দৃষ্টি নেই। কত শত মানুষ নিজেদেরকে পণ্ডিত ও বিদ্বান বলে মনে করে; অথচ দ্বীন সম্বন্ধে তাদের তেমন কোনো জ্ঞান নেই। তারা অনেক ক্ষেত্রেই উপরোক্ত চিন্তাভাবনা লালন করে এবং প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

একজন ঈমানদার, যে আখিরাতে বিশ্বাস করে, তাকে জাগতিক জীবনে প্রতিনিয়ত অনেক পার্থিব বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়– এটাই স্বাভাবিক। তাকেও ভালো কাজের জন্য পরিশ্রম করতে হয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। যখন কোনো মানুষ সত্যিকারার্থে দ্বীনকে অনুসরণ করে, তাওহিদ ও সুন্নাহর চেতনাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, তখন সে সহজাত প্রবৃত্তি ও কামনাগুলোকে সংবরণ করার চেষ্টা করে। কারণ, সে জানে– প্রবৃত্তির অনুসরণ তাকে অনেক অপরাধে যুক্ত করে দেবে। সাময়িক পরিতৃপ্তি হাসিল করতে গেলে বড়ো ক্ষতি হবে এবং তার সার্বিক দ্বীনদারিতা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাবে। প্রবৃত্তির দাবি অনুযায়ী অসংযত জীবনযাপন করতে শুরু করলে সে উৎকৃষ্ট মানুষের স্তর থেকে ক্রমান্বয়ে গড়পড়তা মানুষে পরিণত হবে। এমনকি নিজেকে সংশোধন না করলে তার মানের আরও অবনতি হবে। আল্লাহ না করুন, এভাবে পর্যায়ক্রমে তার আচার-আচরণ ও কাজকর্মের মধ্যে মুনাফিকির আলামতও ফুটে উঠতে শুরু করবে। এই প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখ করা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সা. বলেন–

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

"আঁধার রাতের মতো ফিতনা ধেয়ে আসার আগেই তোমরা ভালো কাজের দিকে ধাবিত হও। ফিতনার সময়ে সকালে যে মুমিন হবে, বিকালে সে কাফির হয়ে যাবে। বিকেলে যে মুমিন হবে, সকালে সে কাফির হয়ে যাবে। এমনকি দুনিয়ার (সুখ-সাচ্ছন্দ্যের) বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে ফেলবে।" মুসলিম : ২১৪

কোনো ব্যক্তি যদি এমন ধারণা করে যে, ইসলামকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার কারণে তার পার্থিব জীবন কষ্টকর হবে বা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, তাই সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য তাকে নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে হবে। তাহলে এমনও হতে পারে যে– তার জীবনে এমন সব সংকট ও সমস্যা নেমে আসবে, যা সে ধারণাই করতে পারেনি। সেই সাথে জীবনের এসব সংকট থেকে ফায়দা হাসিলের সকল প্রকার সুযোগও সে হারিয়ে ফেলবে। অথচ আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছুই অহেতুক সৃষ্টি করেননি, কোনো পরিস্থিতিই অযথা আনেননি। সুতরাং, মুমিনের জীবনে বিপদ-মুসিবতও কল্যাণকর কোনো উদ্দেশ্যেই আপতিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

এভাবে ইসলামকে সঠিকভাবে উপলব্ধি না করার কারণে কত শত মানুষ আজ প্রতারিত হচ্ছে! মূলত, বান্দার মধ্যে যদি তার দ্বীন সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট না থাকে, তাহলে নানা ধরনের বিভ্রান্তি এসে তার মন ও মননে ভিড় করে। যদি কেউ আল্লাহর নিয়ামতরাজিকে যথার্থরূপে চিনতে ও স্বীকৃতি দিতে না পারে, তাহলে সে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে অনেকটা দূরে সরে যায়।

একজন মানুষ তখনই আনন্দিত থাকে, যখন তার প্রত্যাশা পূরণ হয়। যখন সে জানতে পারে– সে আসলে কী চায়, কীভাবে তা অর্জন করতে পারবে এবং বাস্তবায়নের কৌশলই-বা কী হবে। যদি কেউ ইচ্ছা করে অথচ যদি সেই অনুযায়ী কাজ না করে, তাহলে সে সফল হতে পারবে না। আবার কাজ করার যদি দৃঢ় ইচ্ছা ও মনোবল থাকে, কিন্তু যদি সবর না থাকে, তাহলেও সে পরিপূর্ণ ও প্রত্যাশিত মানে ফল পাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"শপথ যুগের (সময়ের)! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কেবল তারা ছাড়া– যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে হক ও সবরের পরামর্শ দেয়।" সূরা আসর : ১-৩

কোনো ব্যক্তির মধ্যে ওপরে উল্লিখিত দুই ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে তার অজ্ঞতার কারণে। আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও আল্লাহর সতর্কবাণীকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না বলেই কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে যায়, সংশয়ের মাঝে পড়ে যায়।

কোনো মানুষ যদি ধারণা করে যে, 'সে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য করে, ফলে তাকে সুখ-সাচ্ছন্দ্যে ভরপুর করে দেওয়া উচিত'– তাহলে বুঝতে হবে, সে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থরূপে অনুধাবন করতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার ওপর যেকোনো কিছু করার অধিকার রাখেন– এই সত্যটা সে উপলব্ধি করেনি। আল্লাহ তার কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করেন, তাও সে বুঝতে পারেনি। বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকার সম্বন্ধে না জানার কারণে তার মধ্যে নানা ধরনের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। আবার যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে যে, মুমিনের জন্য শুধুই নির্যাতন-নিপীড়ন বরাদ্দ আছে। বিপরীতে অবিশ্বাসীরাই যাবতীয় পার্থিব সফলতা ভোগ করবে। তাহলেও বুঝতে হবে, এই বান্দাও যথার্থভাবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণীগুলো উপলব্ধি করতে পারেনি।

www.nagorikpathagar.org

কেউ তখনই শতভাগ দায়িত্ব পালনের আত্মঅহমিকায় ভুগতে পারেন, যখন দায়িত্ব সম্বন্ধে তার ধারণা অস্পষ্ট ও অপরিষ্কার থাকে। এই অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতার কারণে সে হয়তো অনেক দায়িত্ব তার অজান্তেই ছেড়ে দেয়। তার নিজের সীমাবদ্ধতাটুকু সে বুঝতে পারে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে সে তার আবশ্যিক অনেক দায়িত্ব পালন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। কারণ, সে অন্য কোনো কাজকে তার দায়িত্বের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

অন্তরের দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক দায়িত্বের চেয়েও বেশি। কিন্তু গুরুত্ব না বোঝার কারণে অন্তরের এই দায়িত্বগুলো অনেকে এড়িয়ে যায়। আপনি অনেক মানুষকে দেখতে পাবেন, তারা শারীরিক দায়িত্বাবলির বিষয়ে মোটামুটি সচেতন, কিন্তু অন্তরের দায়িত্ব পালনে একেবারেই উদাসীন। শরীরের অন্যায় ও পাপ নিয়ে সে হয়তো অনেক পেরেশান, অথচ তার অন্তরে যে আরও বড়ো পাপের আবাস গড়ে উঠেছে– তা সে অনুভব করতে পারে না।

আল্লাহর হুকুম জানার পরও অনেক মানুষ তা অমান্য করে যাচ্ছে। তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার মতো গুরুদায়িত্ব থেকেও নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে। তাদের হাতে হয়তো অন্যায়কে সংশোধন করার সামর্থ্য ছিল, অথচ তারা কোনো পাত্তা না দিয়েই বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছে। কেননা, তারা হয়তো এর প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী নয়। এই ধরনের মানুষগুলোর দ্বীনি মান খুবই নিচু স্তরের; যদিও তারা মনে করে, তারা আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশনা মেনে চলছে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়েই আছে। কার্যত, নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে তারা নিজেদেরকে অসম্মানের জায়গায় নিয়ে গেছে।

আরও অনেক মানুষ আছে, যারা এমনভাবে ইবাদত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করছে, যা আল্লাহ সরাসরি নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন– এমন একশ্রেণির মানুষও আছে, যারা একদিকে ইবাদত করছে, আমল করছে, আবার গানবাজনায়ও মজে আছে। এমনকি বাদ্যবাজনায় বুদ হয়ে থেকে তারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের আশা করছে।

অনেকে আবার মনে করে যে, তারা অন্যায় ও জুলুমের শিকার। তাদের কোনো ভুল নেই। যদিও বিষয়টি তেমন নয়। হয়তো তারা কিছু ক্ষেত্রে সঠিক অবস্থানেই আছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ভুল করে। যখন কোনোকিছুকে মানুষ তীব্রভাবে ভালোবাসতে শুরু করে, তখন অনেক সময় অন্ধ হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

আপনাতেই সে তখন তার প্রতিপক্ষকে ঘৃণা করতে শুরু করে। সে তখন নিজের ভালো দিকটাই দেখে আর তার প্রতিপক্ষ যা কিছু করে, তা তার কাছে কেবল অন্যায় বলেই মনে হয়। এই অনুভূতিটি ক্রমান্বয়ে এতটা নেতিবাচক দিকে চলে যায় যে, সে তার নিজের মন্দ ও অনিষ্টকর কাজগুলোকেও ভালো হিসেবে দেখতে শুরু করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوٓءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا ... ﴿٨﴾

"যে ব্যক্তিকে তার মন্দ কাজগুলোকেও সুন্দর করে দেখানো হয়, সে ওই মন্দ কাজকেই উত্তম মনে করে।" সূরা ফাতির : ৮

অন্যদিকে, এ শ্রেণির মানুষ তাদের প্রতিপক্ষের ভালো কাজকেও আর ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না। অনেক মানুষ দ্বীনকে নিছক কতগুলো অভ্যাস বা প্রথা হিসেবেই বিবেচনা করে। তারা ধর্মীয় নীতিমালাকে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পায় এবং তাকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করে। অথচ, আল্লাহ তায়ালা সেইসব ব্যক্তিকেই তাঁর ওলি তথা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন, যারা দৃঢ়তার সাথে দ্বীনি মূল্যবোধকে ধারণ করে, দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে এবং সে অনুযায়ী নিরন্তর কাজ করে যায়।

আল্লাহ তায়ালা কখনোই প্রতারক ও প্রবঞ্চকদের হাতে দ্বীনের বিজয়ের ঝাণ্ডা প্রদান করেন না। মহত্ত্ব, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের জন্যই, যারা ঈমানকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে; আল্লাহ যা হুকুম করেছেন এবং আল্লাহর প্রেরিত রাসূল সা. যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সেগুলোর আলোকেই নিজেদের জ্ঞান, কর্মকাণ্ড ও বিশ্বাসকে শাণিত করে। রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন–

... وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

"যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই বিজয়ী হবে।" সূরা আলে ইমরান : ১৩৯

... وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨﴾

"শক্তি-মর্যাদা তো আল্লাহর জন্যই; আর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।" সূরা মুনাফিকুন : ৮

অতএব, যারা প্রকৃত মুমিন তাদের জন্যই যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তি ও সম্মান নির্ধারিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এগুলো কেবল বৈষয়িক যোগ্যতার ওপর

www.nagorikpathagar.org

ভিত্তি করে বণ্টন করেন না; বরং কার ঈমান ও তাকওয়া কত বেশি তার আলোকেই তার মর্যাদা নির্ধারণ করেন। তাই কোনো মুমিন যদি অনুভব করেন– তার শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তিমত্তা বা সম্মানের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি আছে। তাহলে তাকে আত্মপর্যালোচনা করতে হবে, তার ঈমান ও তাকওয়াতে মৌলিক কোনো ঘাটতি আছে কি-না। হতে পারে– তার ঈমানের আলোকে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। অথবা জ্ঞানের আলোকে আমল পর্যাপ্ত নয়। কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঈমানের মানদণ্ডের ভিত্তিতেই বিশ্বাসী বান্দাদের পরিণতি নির্ধারণ করেন–

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا... ﴿٣٨﴾

"আল্লাহ মুমিনদের থেকে শত্রুদের হটিয়ে দেবেন।" সূরা হাজ : ৩৮

সুতরাং, আমাদের প্রতিরোধে যদি কোনো ঘাটতি থেকে যায়, তাহলে আমাদের নৈতিক মানকে আত্মপর্যালোচনায় আনতে হবে। কেননা, ঈমান ও নৈতিকতাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো শক্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

"হে নবি! আপনার জন্য এবং যেসব মুসলিম আপনার সাথে আছেন, তাদের সবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" সূরা আনফাল : ৬৪

আল্লাহ তায়ালাই মুমিনদের সাহায্যকারী। আর তাঁর সাহায্যই যথেষ্ট। তাই মুমিন ব্যক্তি সকল অবস্থায় আল্লাহর ওপরই ভরসা করেন। আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলই তাকে সবসময় শক্তি জোগায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

... وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٨﴾

"আল্লাহই মুমিনদের অভিভাবক-বন্ধু।" সূরা আলে ইমরান : ৬৮

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا... ﴿٢٥٧﴾

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক।" সূরা বাকারা : ২৫৭

... وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

"ঈমানদারদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন।" সূরা আনফাল : ১৯

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় পাওয়ার জন্যও ঈমানের মজবুতি একটি বড়ো শর্ত।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের সাহায্য করব দুনিয়ার জীবনে আর (কিয়ামতে) যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়াবে সেদিনও।" সূরা মুমিন : ৫১

...فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

"আমি মুমিনদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তিশালী করলাম; ফলে তারা বিজয়ী হলো।" সূরা সফ : ১৪

তাই কোনো বান্দাকে যদি পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়, তা শারীরিকভাবে হোক অথবা সম্পদের ক্ষতির দ্বারা হোক কিংবা শত্রুর হাতে পরাজয়ের মাধ্যমে হোক। তাহলে বুঝতে হবে, নেপথ্যের মূল কারণটা হলো বান্দার কোনো ত্রুটি। হয় সে বাধ্যতামূলক কোনো ইবাদত ত্যাগ করেছে, অথবা নিষিদ্ধ কিছু করেছে, যা তার ঈমানি অবস্থানকে দুর্বল করে দিয়েছে। এই সত্যটা ভালোভাবে বুঝতে পারলে আমরা যাপিত জীবনের অনেক সমস্যাই মোকাবিলা করতে সক্ষম হব। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে মুমিনদের ওপর বিজয়ী করবেন না।" সূরা নিসা : ১৪১

এই আয়াতটি দিয়ে কেউ কেউ আখিরাতের ফয়সালাকে বোঝান। প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াতটিকেও পূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য আয়াতগুলোর মতো করেই বিবেচনা করতে হবে। একজন সত্যিকারের মুমিন কখনোই অবিশ্বাসীদের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাভূত হবে না। এমনকি জাগতিকভাবে মুমিনের অবস্থান দুর্বল হলেও সে বাতিলের সামনে মাথানত করবে না; ফলে সে সবসময়ই বিজয়ী।

একজন ঈমানদার মাত্রই আদর্শবান, বিজয়ী ও পরোপকারী। তার বিরুদ্ধে যদি সকল মানুষও এক হয়ে যায়, তারপরও সে ঘাবড়ায় না। বরং সে তার কথায় ও কাজে ঈমানকে আরও দৃঢ়তার সাথে ধারণ করার চেষ্টা করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেন–

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

www.nagorikpathagar.org

"তোমরা নিরাশ হয়ো না, দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে তোমরাই জয়ী হবে।" সূরা আলে ইমরান : ১৩৯

فَلَا تَهِنُوْا وَ تَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۚ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۚ وَ اللّٰهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

"অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না; সমঝোতার আহ্বান জানিয়ো না। তোমরাই প্রতাপশালী ও বিজয়ী হবে। আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন। তিনি তোমাদের প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করে দেবেন না।" সূরা মুহাম্মাদ : ৩৫

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে সাহায্য ও বিজয়ের কথা বলেছেন, তা সুনিশ্চিত। তবে সেই বিজয় অর্জনের জন্য যথাযথ মানের ঈমানের অধিকারী হতে হবে এবং নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে। এই আয়াতের দ্বিতীয় অংশে যে প্রতিশ্রুতি ও সতর্কতার কথা এসেছে সেই বিষয়ে অনেকে মনে করেন, দুনিয়াতে মুমিনদের শুধু নির্যাতন ও নিপীড়নই সহ্য করে যেতে হবে, বঞ্চিত হয়েই থাকতে হবে। অর্থাৎ, আল্লাহ যে তাঁর দ্বীন ও বিশ্বাসী বান্দাদের সাহায্য করার কথা বলেছেন, তা কেবলই আখিরাতকেন্দ্রিক। আবার কেউ কেউ মনে করেন, আল্লাহ এ আয়াতে যে পুরস্কারের কথা বলেছেন, তা একটি নির্দিষ্ট যুগের মানুষ কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়েই পেয়েছেন। বর্তমান সময়ে এসে এমনটি হওয়া আর সম্ভব নয়। কিন্তু এটা আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তাদের ভুল অনুধাবন।

আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে অনেকবার নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তিনি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই মুমিনদের সাহায্য করবেন–

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾

"আমি রাসূলগণ ও মুমিনদের সাহায্য করব পার্থিব জীবনে। আর সকলের সাক্ষ্য গ্রহণ করার সেই দিনেও (কিয়ামত দিবসে)।" সূরা মুমিন : ৫১

وَ مَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

"যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।" সূরা মায়িদাহ : ৫৬

www.nagorikpathagar.org

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢١﴾

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" সূরা মুজাদালা : ২০-২১

আল কুরআনে এই ধরনের বক্তব্য সংবলিত আরও অনেক আয়াত রয়েছে। আল্লাহর বান্দারা এই দুনিয়াবি জীবনে যে বাঁধা, বিপত্তি, পরীক্ষা, সমস্যা ও নির্যাতন মোকাবিলা করে, তা তাদের কাছে অনেক সহজ অনুভূত হবে– যদি তারা আল্লাহর এই আয়াতটি পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারে। তখন তার কাছে এসব সংকটের কোনো অযাচিত ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হবে না।

আবার একটু প্রথম বিষয়ে যাওয়া যাক। আল্লাহ তায়ালা অনেকগুলো আয়াতে এর বর্ণনা দিয়েছেন, যার মধ্যকার বেশ কিছু আয়াত আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। যারা ঈমানদার ছাড়া অন্য কারও সাথে সহযোগিতা পাওয়ার প্রত্যাশায় অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের তিরস্কার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে উল্লেখ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٥٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۖ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

www.nagorikpathagar.org

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। আর জেনে রাখো– আল্লাহ জালিমদের হিদায়াত করেন না। বস্তুত, যাদের অন্তরে রোগ আছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করি, এমনটি না করলে আমরা কোনো সংকটে পড়ে যাব। জেনে রাখো, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তায়ালা বিজয়ের প্রকাশ ঘটাবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা দেবেন। ফলে তারা নিজেদের গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে। মুমিনরা বলবে, এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে– 'আমরা তোমাদের সাথে আছি'? তাদের কর্মতৎপরতা বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত। হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে নিজ দ্বীন থেকে ফিরে যাবে (তার জানা উচিত), অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি হবে রহমদিল এবং কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর এমন অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনবৃন্দ– যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।" সূরা মায়িদা : ৫১-৫৬

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ﴿١٣٨﴾ اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾

"সেসব মুনাফিককে এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। বিশেষ করে, তাদের জন্য যারা মুমিনদের ত্যাগ করে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে। অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই।" সূরা নিসা : ১৩৮-১৩৯

www.nagorikpathagar.org

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ۭ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨﴾

"তারা বলে– আমরা যদি মদিনায় ফিরতে পারি, তাহলে মর্যাদাবানরা সেখান থেকে অবশ্যই নিকৃষ্টদের বহিষ্কার করবে। অথচ মর্যাদা তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।" সূরা মুনাফিকুন : ৮

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۭ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ۭ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۭ وَمَكْرُ اُولٰۗىِٕكَ هُوَ يَبُوْرُ ﴿١٠﴾

"কেউ সম্মান-সুখ্যাতি চাইলে (আল্লাহকে উপেক্ষা করে তা লাভ করা যাবে না), সে জেনে নিক– যাবতীয় সম্মান-সুখ্যাতির অধিকারী হলেন আল্লাহ। তাঁরই দিকে উচ্চকিত হয় পবিত্র কথাগুলো, আর নেক আমল সেগুলোকে আরও উচ্চে তুলে ধরে।" সূরা ফাতির : ১০

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٢٨﴾

"তিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" সূরা ফাতহ : ২৮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰي تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۭ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰي عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

www.nagorikpathagar.org

"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? সেই ব্যবসাটি হলো এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন ব্যয় করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। আল্লাহ তোমাদের আরও একটি অনুগ্রহ দেবেন, যা তোমরা পছন্দ করো। তা হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদের এর সুসংবাদ দিন। মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমনটি ঈসা ইবনে মারইয়াম তার অনুসারীদের বলেছিলেন– আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? উত্তরে তারা বলেছিল– আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনি ইসরাইলের একদল ঈমান আনল এবং আরেকদল কাফির হয়ে গেল। যারা ঈমান আনল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তি জোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো।" সূরা সফ : ১০-১৪

আল্লাহ তায়ালা তারপর ঈসা আ.-কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ... ﴿٥٥﴾

"স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বললেন– হে ঈসা, আমি তোমাকে তুলে নিয়ে আসব এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেব। কাফিরদের থেকেও তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের ওপর জয়ী করে রাখব।" সূরা আলে ইমরান : ৫৫

খ্রিষ্টানরা ঈসা আ.-কে অনুসরণ করে গেলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কিয়ামত দিবসের আগ পর্যন্ত ইহুদিদের ওপর সম্মানিত করে রাখবেন। আর মুসলিমরা তাকে সত্যনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করলে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টানদের ওপর সম্মানিত করে রাখবেন।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেন–

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

"যদি কাফিররা তোমাদের মোকাবিলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। এটাই আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।" সূরা ফাতহ : ২২-২৩

এই ঘোষণাগুলো সেসব ঈমানদারদের উদ্দেশ্য করেই দেওয়া হয়েছে, যারা ঈমানের অধিকারকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾

"মুত্তাকীদের কল্যাণকর পরিণাম নির্ধারিত।" সূরা আরাফ : ১২৮

...وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾

"তাকওয়ার চূড়ান্ত পরিণাম শুভ।" সূরা তহা : ১৩২

এখানে চূড়ান্ত পরিণাম বলতে পরকালের আগে এই পৃথিবীর শেষ অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। এই সূরায় শেষ পরিণতির কথা বলা হয়েছে সাইয়িদুনা নূহ আ.-এর ঘটনাবলি বর্ণনার করার পর। নূহ আ. তাঁর সম্প্রদায়ের নিরন্তর বিরোধিতার পরও ধৈর্য ধারণের উত্তম দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। আল্লাহ বলেন–

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾

"এটি গায়েবের খবর– আমি আপনার প্রতি ওহি প্রেরণ করছি। ইতঃপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের পরিণাম ভালো।" সূরা হুদ : ৪৯

এখানে আল্লাহ তায়ালা রাসূল সা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, আল্লাহর রহমত ও বিজয় আপনার সাথে থাকবে, যেভাবে এর আগে নূহ আ. ও তাঁর সহযোগীরাও এই নিয়ামত লাভ করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿۱۳۲﴾

"আপনি আপনার পরিবারের লোকদের নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিযিক চাই না। আমি তো আপনাকে রিযিক দেই। তাকওয়ার পরিণাম শুভ।" সূরা তহা : ১৩২

...وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ؕ...﴿۱۲۰﴾

"যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।" সূরা আলে ইমরান : ১২০

بَلٰۤى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا وَ يَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿۱۲۵﴾

"অবশ্য তোমরা যদি সবর করো এবং সাবধান হয়ে চলো। আর তারা যদি তখনই তোমাদের ওপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের রব চিহ্নিত ঘোড়ার ওপর পাঁচ হাজার ফেরেশতাও তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।" সূরা আলে ইমরান : ১২৫

قَالُوْۤا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَ هٰذَاۤ اَخِيْ ۫ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۹۰﴾

"তারা বলল, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ?' সে বলল, 'আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি সংযম ও সবর করে, আল্লাহ এমন মুহসিনদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।" সূরা ইউসুফ : ৯০

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۹﴾

www.nagorikpathagar.org

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুত, আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান।" সূরা আনফাল : ২৯

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের এমন সব মহত্ত্ব, সাহায্য, বিজয় ও আলোকবর্তিকা দান করবেন, যা সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করে দেয়। আল্লাহ বলেন–

...وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۭ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَي اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۭ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

"যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন। তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন।" সূরা তলাক : ২-৩

সাইয়িদুনা আবু যার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ. صلى الله عليه وسلم. "إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً وَقَالَ عُثْمَانُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا لَكَفَتْهُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ آيَةٍ قَالَ " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا"

"একদা রাসূল সা. (সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশে) বললেন– 'আমি এমন একটি আয়াত জানি, সকলেই যদি তা গ্রহণ করে, তাহলে তাদের জন্য সে আয়াতটিই যথেষ্ট হবে।' সাহাবাগণ জানতে চাইলেন– 'হে আল্লাহর রাসূল, তা কোন আয়াত?' আল্লাহর রাসূল সা. বললেন– 'তা হলো– وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির উপায় বের করে দেবেন'।" ইবনে মাজাহ : ৪২২০, আহমাদ : ২১৫৫১

বিপদ ও বিপর্যয়ের কারণ

এবার এ বিষয়ের দ্বিতীয় দিকটির প্রতি নজর দেওয়া যাক। আল্লাহ বলেন–

اَوَ لَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ۭ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾

www.nagorikpathagar.org

"যখন তোমাদের ওপর (উহুদের যুদ্ধের দিন) বিপর্যয় এসেছে, তখন তোমরা বলছিলে– এমন বিপদ কোত্থেকে এলো? অথচ এরচেয়ে দ্বিগুণ বিপদ (বদরের যুদ্ধে) তোমরা তাদের (কাফিরদের) ওপর নিয়ে এসেছিলে। (হে নবি!) বলে দিন– এ বিপদ তো তোমাদের নিজেদের কারণেই এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ সববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" সূরা আলে ইমরান : ১৬৫

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۙ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا...﴿١٥٥﴾

"যেদিন (উহুদ যুদ্ধের দিন) দুদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোনো কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল।" সূরা আলে ইমরান : ১৫৫

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

"তোমাদের ওপর যেসব বিপদ আসে, তা তোমাদের কর্মেরই ফল। তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন।" সূরা শুরা : ৩০

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

"স্থলে ও জলে মানুষের অপকর্মের কারণেই বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের অপকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।" সূরা রুম : ৪১

...وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

"আমি যখন মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই, তখন সে উল্লসিত হয়। আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোনো অনিষ্ট ঘটে, তখন মানুষ খুব অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।" সূরা শুরা : ৪৮

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

www.nagorikpathagar.org

"যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তারা তাতে আনন্দিত হয়। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের ফলে যদি তাদেরকে কোনো দুদর্শা পেয়ে বসে, তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে।" সূরা রুম : ৩৬

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾

"তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য নৌযানগুলিকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। আবার অনেককে তিনি ক্ষমাও করে দেন।" সূরা শুরা : ৩৪

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۘ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۭ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾

"তোমার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর তোমার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় তোমার কৃতকর্মের কারণেই। আর (হে রাসূল!) আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসেবে। আল্লাহ সব বিষয়েই যথেষ্ট। সববিষয়ই তাঁর সামনে উপস্থিত।" সূরা নিসা : ৭৯

এই কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রেরিত রাসূল সা. এবং সকল ঈমানদার বান্দাকে নাযিলকৃত ওহি অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি তাঁর আনুগত্য করার এবং আল্লাহর নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য সবর করারও নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ মুমিন বান্দাদের প্রতি হুকুম জারি করেছেন– যাতে তারা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ধৈর্য ধারণ করে। কারণ, আল্লাহ জানেন, জাগতিক এই জীবনে মানুষ নানা ধরনের ঘাটতির বেদনায় অথবা মাত্রাতিরিক্ত কিছুর বিড়ম্বনায় জর্জরিত হবে। আর তাই আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা আসা পর্যন্ত মানুষের ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, মানুষের দায়িত্ব হলো অপেক্ষমাণ এই সময়ে বারবার ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের ইবাদতকে পরিপূর্ণ ও পরিমার্জিত করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

"অতএব, আপনি সবর করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন।" সূরা মুমিন : ৫৫

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে পূর্ববর্তী নবি ও তাদের অনুসারীদের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। কীভাবে তাঁরা ধৈর্য ধারণ ও আনুগত্য করার মাধ্যমে বিজয়ী হয়েছিল, সেই ঘটনাগুলো কুরআনে বিবৃত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এসব কাহিনির শিক্ষা সম্পর্কে বলেন–

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١١١﴾

"এসব কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এগুলো কোনো মনগড়া কথা নয়; বরং এ হচ্ছে তারই স্পষ্ট সত্যায়নকারী, যে কিতাব আগে থেকেই তাদের হাতে আছে। আর এতে আছে প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" সূরা ইউসুফ : ১১১

বিপদ-মুসিবত-পরীক্ষা : কিছু মূলনীতি

এই বিষয়টির আলোচনার সমাপ্তি টানার আগে কিছু নীতিমালা ভালোভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। যেমন :

এক. মুমিনের জীবন প্রশান্তিময়

মুমিনরা যতই বিপদাপদ, কষ্ট, পরীক্ষা ও মুসিবতের ভেতর দিয়ে যাক না কেন, তাদের জীবন প্রশান্তিময়। জাগদিক জীবনের প্রতিকূলতায় তাদের ক্ষতির মাত্রা অবিশ্বাসীদের তুলনায় অনেক কম। মুমিন বান্দারা নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে একটু ভাবলেও এই দাবির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে। বাহ্যিক দিক থেকে দেখলে মনে হতে পারে– মুমিনরা সম্ভবত অবিশ্বাসীদের চেয়ে বেশি কষ্টকর জীবনযাপন করছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে– এই ধারণা যথার্থ নয়। বরং নেককার বান্দাদের তুলনায় এই পৃথিবীতে পাপী, জালিম ও সীমা অতিক্রমকারীরা অনেক বেশি অসুখী; অনেক বেশি ভোগান্তি তাদের জীবনকে বিষিয়ে তোলে।

দুই. কষ্টের তীব্রতা লাঘবে রিদা ও ইহতিসাব

যখন মুমিনরা কোনো সংকটে বা বিপদে পড়ে, তখন তারা নিজেদের রিদা ও ইহতিসাবের দিকে মনোনিবেশ করে। যদি তারা কাঙ্ক্ষিত মানে রিদা অর্জন করতে নাও পারে, তাহলে সবর করে এবং ইহতিসাব-আত্মপর্যালোচনা করে।

www.nagorikpathagar.org

এতে তাদের ওপর আসা বিপদাপদের বোঝা লাঘব হয়। মুমিনরা যখন এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, তখন পরীক্ষা বা সংকট মোকাবিলা করা তাদের জন্য তুলনামূলক সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে, অবিশ্বাসীরা যখন সংকটে পড়ে, তারা রিদা ও ইহতিসাব করতে পারে না। যদি তারা সবর করেও, তা হয় অনেকটা জৈবিকরূপে; যার মাঝে কোনো আধ্যাত্মিকতা নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾

"শত্রুদের পেছনে ধাওয়া করার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করো না। তোমরা যেমন আঘাতপ্রাপ্ত, তারাও ঠিক তেমনই আঘাতপ্রাপ্ত। তবে তোমরা আল্লাহর কাছে এমন কিছু আশা করো, যা তারা আশা করতে পারে না।" সূরা নিসা : ১০৪

অর্থাৎ, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়েই বাহ্যত বা শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এরপরও এ দুই শ্রেণির মাঝে পার্থক্য আছে। ঈমানদাররা ব্যাথা কম অনুভব করে; কারণ, তারা এই আঘাতের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান আশা করে, আল্লাহর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টিলাভের প্রত্যাশা করে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্য আঘাতের যন্ত্রণা ভয়াবহ। কারণ, তাদের আশা করার মতো কোনো জায়গা নেই। ভরসা করার মতোও কোনো সত্তা নেই।

বিপদ-সংকটে ঈমানদার ও ঈমানহীন উভয় ব্যক্তিই যন্ত্রণা সহ্য করে। কিন্তু যারা ঈমানদার, যারা বিশ্বাসী, তারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী থাকে।

তিন. মুমিনের পরীক্ষা তার মান অনুযায়ী

ঈমানদার ব্যক্তি তাঁর ঈমান, ইতায়াত ও ইখলাসের মানের ভিত্তিতে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হন। এ কারণে একজন উঁচু স্তরের মুমিন যতটা স্থিরতার সাথে কষ্ট সহ্য করতে পারেন, অন্যরা তা পারে না। ঈমানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেই বেশি মাত্রায় পরীক্ষা ও সংকটে অবতীর্ণ করেন। কিন্তু যারা সত্যিকারের ঈমানদার, তাদের জন্য সেই কষ্ট বা বিপর্যয় তাদের সহ্যের সীমার ভেতরেই থাকে। ফলে, সময়ের ব্যবধানে সেই কষ্টের মাত্রাও আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে।

www.nagorikpathagar.org

চার. আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনে দুঃখ-কষ্টের তৃপ্তি

কারও জন্য ভালোবাসা যত গভীর হয়, সেই ভালোবাসাকে অর্জন করতে গিয়ে মানুষ তত বেশি কষ্ট সহ্য করতে পারে। শুধু তা-ই নয়, সত্যিকারের আশিকেরা তাঁর প্রিয়তমের জন্য কষ্ট পেতেই বেশি পছন্দ করে। তাহলে আমরা যখন আল্লাহ তায়ালার মতো সর্বশক্তিমান সত্তাকে ভালোবাসব, যখন আমরা তাঁর করুণা ও রহমতের প্রত্যাশা করব, তখন কেন আমরা দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হলে হাল ছেড়ে দেবো? একটু বিপদেই কেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠব? বরং এই ভালোবাসা অর্জনে দুঃখ-কষ্টকে বরণ করার মধ্যে যে তৃপ্তি আছে, তা অনুভব করতে পারলে হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে যাবে।

পাঁচ. প্রতিকূলতা থেকে অবিশ্বাসীদের অর্জন নগণ্য

আরেকটি বিষয় হলো, সব প্রতিকূলতার শেষে একজন কাফির, ফাসিক ও মুনাফিক যা অর্জন করে, তা একজন মুমিনের অর্জনের তুলনায় নগণ্য। একজন অবিশ্বাসী বা ফাসিক ব্যক্তি দিনশেষে অসম্মান, অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই পায় না। যদিও বাহ্যিকভাবে তাদের অনেক প্রাপ্তি আছে বলেই মনে হয়। হাসান বসরি রহ.[৩৪] বলেন–

> "যদি কাফিরদের অধীনে শক্তিশালী ঘোড়া কিংবা মজবুত অবস্থানও থাকে, কিন্তু তাদের অন্তর তো অন্ধকারে পূর্ণ। আল্লাহর আনুগত্য করতে যারা অস্বীকার করে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই অপমানিত করেন।"

ছয়. প্রতিকূলতা মুমিনের প্রতিষেধক

প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মুমিন ব্যক্তি প্রতিষেধক হিসেবে গ্রহণ করে। বিপদ-মুসিবতের কঠিন পরিস্থিতি তার মধ্য থেকে সেসব অসুস্থতাকে বের করে দেয়,

---

৩৪. প্রখ্যাত তাবেয়ি আল হাসান বিন ইয়াসার আল বসরি। তিনি ছিলেন ইমাম, মুহাদ্দিস ও বিচারপতি। তাঁর জন্ম ২১ হিজরি মোতাবেক ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা মুনাওয়ারায়। তিনি অনেক সাহাবির সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। শিক্ষা লাভ করেছেন খাদিমে রাসূল আনাস বিন মালিক রা.-এর কাছে। আল বসরি ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ৩৭ হিজরিতে তিনি বসরা শহরে চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। *তাফসিরুল হাসান আল বাসারি (২খণ্ড), ফাদায়িলু মাক্কা ওয়াস সাকানু ফিহা, রাসায়িলুল আদল ওয়াত তাওহিদ* ও *কিতাবুল ইসতিগফার* তাঁর রচিত গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

যা তার জন্য ধ্বংসের কারণও হতে পারত। এসব আত্মিক অসুস্থতা তার মর্যাদাকেও অবনত করতে পারত। বিপর্যয় ও পরীক্ষা এই ধরনের অসুস্থতাকে দূর করে ঈমানদার বান্দাকে আল্লাহর পুরস্কার পাওয়ার জন্য যোগ্য করে তুলতে সহায়ক হয়। বাস্তবতা হলো– পরীক্ষা ঈমানদারদের জন্য কল্যাণকর। সমস্যা, সংকট, প্রতিকূলতা না থাকলে মুমিনরা নিজেদের মানকে ঝালাই করার সুযোগ পেত না। সুহাইব রুমি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন–

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মুমিনের ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক। কেননা, প্রতিটি বিষয়ের মাঝেই তার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে। মুমিন ব্যতীত কারও ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। যদি সে খুশিতে থাকে, তাহলে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। আর তাতে তার কল্যাণ সাধিত হয়। আর যদি সে কোনো বিপর্যয়ে পড়ে, তাহলে সে সবর করে। আর তা (সবর) তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।" মুসলিম : ৭২২৯

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষার ভেতর দিয়েই সাহায্য করেন এবং তাকে আরও মানোত্তীর্ণ অবস্থানে নিয়ে যান। এ কারণেই সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার মধ্যে পড়েন নবি-রাসূলগণ। এরপর বেশি কষ্ট সহ্য করেন নবিদের ঘনিষ্ঠজন। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাদের দ্বীনি মান অনুযায়ী দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হন, পরীক্ষিত হন। ঈমানদাররা এসব পরীক্ষায় পড়ে এমনভাবে সংশোধিত হন যে, তাদের গুনাহ মুছে যায় এবং গুনাহ করার প্রবণতা হ্রাস পায়।

সাত. সমস্যা-সংকট জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ

একজন মুমিন ব্যক্তি তার প্রাত্যহিক জীবনে নানান সংকটের মুখোমুখি হওয়ার কারণে কষ্টসহিষ্ণু হয়ে গড়ে ওঠে। তাই প্রতিপক্ষের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াটা তার কাছে স্বাভাবিক বিষয় বলেই মনে হয়। মানুষের যেমন স্বাভাবিক ঠাণ্ডা বা গরম লাগে, অসুস্থতা আসে, পেরেশানি আসে, ঈমানদারদের কাছেও বিপদ ও প্রতিকূলতা তেমনই স্বাভাবিক একটা বিষয়।

সমস্যা ও প্রতিকূলতা মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকি একটি অবুঝ শিশু কিংবা বন্য প্রাণীও তার মতো করে সমস্যায় পড়ে। মূলত এই বিষয়াদির মধ্যে আল্লাহর হিকমত নিহিত আছে। ভালোর মধ্যেও যেমন কিছু মন্দ আছে,

www.nagorikpathagar.org

ক্ষতির মধ্যেও তেমনি কিছু উপকারিতা আছে, কষ্টের সাথেও স্বস্তি আছে। আল্লাহ সুখ আর দুঃখকে একইসাথে মিলিয়ে-মিশিয়ে রেখেছেন। একটি ছাড়া আরেকটির সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অনুধাবন করা যায় না।

আট. জয়-পরাজয়ের হিকমত

মুমিনরা যদি ইসলামের শত্রুদের কাছে সাময়িকভাবে পরাস্ত ও পরাভূতও হয়, তাহলে এর মাঝেও হিকমত নিহিত থাকে। যার সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই সম্যক অবগত। তারপরও আমরা মুমিনের পরীক্ষার উপকারিতা সমন্ধে যা জানি তা হলো- এই সংকটের মধ্য দিয়েই বান্দা পুনরায় আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যে ও দাসত্বে ফিরে আসে। বান্দারা আবারও অহংকারের পথ ছেড়ে বিনয়ী হয়। আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। সর্বোপরি আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ ও সাহায্য চেয়ে দুআর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

যদি মুসলিমরা সবসময়ই বিজয়ী হতো, তাহলে মুসলিম নেতৃত্ব দাম্ভিক হয়ে উঠতে পারত। আবার যদি মুসলিমরা সবসময়ই পরাজিতই হতো, তাহলে ইসলাম কখনও প্রতিষ্ঠিত হতো না এবং সত্যের দৃঢ় অবস্থানও তৈরি হতো না। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে কখনও মুমিনের জন্য বিজয় আবার কখনও পরাজয় নির্ধারণ করেন। মুসলিমরা পরাজিত হলেই আবার আল্লাহর কাছে বিনয়ী হয়ে ফিরে আসে, আল্লাহর কাছে নিজেদের ভুলের জন্য ক্ষমা চায়। আবার যখন বিজয়ী হয়, তখন তারা নিজেদের দ্বীন, হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় এবং অন্যায়কে দমন করতে সচেষ্ট হয়। মুসলিমরা তখন নব উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলায় সর্বস্ব নিয়োগ করে এবং আল্লাহর বান্দাদের সাহায্যে নিয়োজিত হয়।

যদি মুসলিমরা বরাবরই বিজয়ী হতো, তাহলে অনেকেই হয়তো দুনিয়াবি বা বৈষয়িক সুবিধাপ্রাপ্তির মোহেই ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করত। তখন ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য লালন বা রাসূল সা.-এর অনুসরণ আর তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকত না। আবার মুসলিমরা শুধু পরাজিত হতে থাকলে কেউ ইসলাম গ্রহণেও উৎসাহিত হতো না। তাই আল্লাহ তায়ালা কখনও মুমিনদের ক্ষমতা দান করেন আবার কখনও তা কেড়েও নেন।

মুমিনদের সংকটের পেছনে আরেকটি হিকমতও আছে। একজন মুমিন বান্দা তার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় সময়েই আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য পোষণ করে, আল্লাহ তায়ালা তেমনটা দেখতেই পছন্দ করেন। একজন মানুষ

www.nagorikpathagar.org

যখন সবকিছু তার প্রত্যাশা অনুযায়ী পাবে, তখন যেন সে আল্লাহকে ভুলে না যায়। আবার যখন সে ক্রমাগতভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যায়, তখনও যেন সে আল্লাহর আনুগত্যকে পরিত্যাগ না করে। যদি ভালো মন্দ উভয় অবস্থায় একজন বান্দা নিজেকে আল্লাহর পথে অবিচল রাখতে পারে, তাহলে তার অন্তর দৃঢ়ভাবে ঈমানি চেতনা ধারণ করতে সক্ষম হয়। অন্তরের পাশাপাশি, বান্দার শরীরও তখন ঠান্ডা-গরম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ব্যস্ততা-অবসর সবকিছু সহ্য করার মতো উপযোগী হয়ে যায়। এ কারণে মুমিন ব্যক্তির সংশোধন ও উৎকর্ষতা সাধনের জন্য বিপদাপদ ও পরীক্ষা বেশ সহায়ক।

ইসলামের শত্রুপক্ষ যখন শক্তিশালী হয়, তখন তাদের কাছে মুমিনরা সাময়িকভাবে পরাভূত হয় এটা ঠিক। কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মুমিনরা আবারও নিজেদেরকে পর্যালোচনা করতে সক্ষম হয়। তাই তারা নিজেদের ত্রুটিসমূহ সংশোধন করে নিতে পারে। উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের মর্মান্তিক পরিণতির নেপথ্যে তাঁর প্রজ্ঞা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳۹﴾ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ
قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۰﴾ وَ لِيُمَحِّصَ
اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۴۱﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا
يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۴۲﴾ وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ
الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۱۴۳﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا
رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ
وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

"তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে। তোমরা যদি বিপর্যস্ত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি বিপর্যস্ত হয়েছিল। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান– কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহিদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আল্লাহ অত্যাচারীদের ভালোবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদের পবিত্র করতে চান এবং

www.nagorikpathagar.org

কাফিরদের ধ্বংস করে দিতে চান। তোমাদের কি ধারণা, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল। তোমরা তো আগেই মরণ (শাহাদাত) কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ। মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। তাহলে তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা শোকরগুজার, আল্লাহ প্রতিদান দেবেন।" সূরা আলে ইমরান : ১৩৯-১৪৪

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ মুমিনদের পরাজয়ের নেপথ্যে তাঁর বেশ কিছু প্রজ্ঞার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি মুমিনদেরকে তাদের ঈমানের জোরে উজ্জীবিত হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। মুমিনদের এই মর্মে সান্ত্বনা দান করেছেন যে, আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়ে মুমিনরা যে কষ্ট বা যন্ত্রণা সহ্য করে, ইসলামের শত্রুরা আল্লাহর আনুগত্য অগ্রাহ্য করতে গিয়েও একইভাবে বিপর্যস্ত হয়। আল্লাহ আরও জানিয়েছেন, তিনি পর্যায়ক্রমে ইসলামের শত্রুদের বিষয়টি সুরাহা করবেন। আল্লাহ নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি মূলত মুমিনদের ঈমানের শক্তি পরখ করার জন্য তাদেরকে এভাবে পরীক্ষা করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টির আগের ও পরের সব পরিণতি ও পরিণাম সম্পর্কেই অবগত। তারপরও তিনি বাস্তবে মুমিনদের সংকটে ফেলেন এজন্য যে, তিনি তাদের মান অনুযায়ী তাদের মর্যাদাকে বুলন্দ করতে চান। তিনি বান্দাদের মধ্যে কাউকে কাউকে শহিদ হিসেবে কবুল করে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। মুমিনদের পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো– এর মাধ্যমে যেন তারা পরিশুদ্ধ হয়, নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে হয় সচেতন এবং অনুতপ্ত। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে ঘোষণা করেছেন, জিহাদ ও সবর জান্নাতপ্রাপ্তির অন্যতম শর্ত। যদি আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সবসময় বিজয়ী করেই রাখতেন, তাহলে তারা জিহাদে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত হতো না। আবার বিপদ-সংকটই তো সবরের উপলক্ষ্য। সমস্যা না থাকলে তো সবরের প্রসঙ্গই আসত না। মুমিনদের পরীক্ষা ও সংকটের পেছনে আরও কিছু হিকমতের কথা আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

নয়. সৃষ্টির উদ্দেশ্যই পরীক্ষা

আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। তিনি পৃথিবীর ব্যবস্থাপনাকে এমনভাবে সাজিয়েছেন– যাতে তিনি তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা দেখতে চান, কারা তাদের রবের ইচ্ছাকেই অগ্রাধিকার দেয়, আর কারা নিজেদের প্রবৃত্তির কথা শুনে এই পৃথিবীর বৈষয়িকতাকে গুরুত্ব দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ وَّ كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ... ﴿۷﴾

"তিনিই আসমান ও জমিন ছয় দিনে তৈরি করেছেন। তাঁর আরশ ছিল পানির ওপরে। তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কারা সবচেয়ে ভালো কাজ করে।" সূরা হুদ : ৭

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِیْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَیُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿۷﴾

"আমি পৃথিবীর সবকিছুকে মানুষের জন্য শোভা করেছি। এটা এজন্য যে– তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে তা পরীক্ষিত হবে।" সূরা কাহফ : ৭

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ﴿۲﴾

"তিনি সৃজন করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন– তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমার আঁধার।" সূরা মুলক : ২

... وَ نَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَةً ؕ وَ اِلَیْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۵﴾

"আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি। আমার কাছেই তোমরা ফিরে আসবে।" সূরা আম্বিয়া : ৩৫

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِیْنَ مِنْكُمْ وَ الصّٰبِرِیْنَ ۙ وَ نَبْلُوَا۟ اَخْبَارَكُمْ ﴿۳۱﴾

"আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যে পর্যন্ত না তোমাদের মধ্যকার জিহাদ ও সবরকারীরা চিহ্নিত হয়ে যায়, যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থান সমূহ যাচাই করি।" সূরা মুহাম্মাদ : ৩১

www.nagorikpathagar.org

الٓمّٓ ﴿١﴾ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾

"আলিফ-লাম-মিম। মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তারা পার পেয়ে যাবে, তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী। আর নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরও।" সূরা আনকাবুত : ১-৩

যখনই মানবসমাজে কোনো নবি-রাসূল পাঠানো হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। একদল লোক তাদের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আরেকদল ঈমান আনেনি। এদের সবাইকেই নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। যারা ঈমানদার, তাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়– যাতে তাদের ঈমানের দাবির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যদি ব্যক্তির ঈমান দৃঢ় না হয়, তাহলে পরীক্ষায় পড়ে সে ঘাবড়ে যাবে এবং ময়দান ছেড়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে যাবে। অন্যদিকে, যদি তার ঈমান সত্যনিষ্ঠ হয়, তাহলে তিনি অটল থাকবেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষা তার ঈমানকে প্রকারান্তরে আরও বৃদ্ধি ও সংহত করবে। আল্লাহপাক বলেন–

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾

"যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল– তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই ওয়াদা আমাদের দিয়েছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও (আল্লাহর প্রতি) সমর্পণই বৃদ্ধি পেল।" সূরা আহযাব : ২২

অন্যদিকে, যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে নিশ্চিতভাবেই পরকালে শাস্তি পেতে হবে। প্রতিটি মানুষকেই পৃথিবীতে, বারযাখে ও শেষ বিচারের দিনে পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হবে। তবে, এসব স্তরে প্রকৃত ঈমানদারদের কষ্ট অবিশ্বাসীদের তুলনায় অনেক কম হয়। আল্লাহ ঈমানদারদের সাহায্য করেন, যাতে তারা ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পরীক্ষাকালীন সংকট উতরে যেতে পারে। একইসঙ্গে তাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং চলমান সংকটের বোঝা কম

www.nagorikpathagar.org

অনুভূত হয়। বিপরীতে যারা অবিশ্বাসী, মুনাফিক ও পাপী, পরীক্ষা তাদের ওপর ভয়ঙ্করভাবে চেপে বসে। এজন্য তাদের কাছে আল্লাহর দেওয়া পরীক্ষা অনেক বেশি কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী বলে অনুভূত হয়।

দশ. সাময়িক স্বস্তি বনাম স্থায়ী শান্তি

মানুষ সামাজিক জীব। তাকে অন্যান্য মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকতে হয়। এজন্য মানুষ সমাজে টিকে থাকতে চায় এবং এর জন্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা চালায়। সে সাধারণত সমাজের বিপরীতে যেতে চায় না। এটাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা।

যদি কোনো মানুষ বিদ্যমান সামাজিক বিধি-বিধানকে মানতে অস্বীকার করে, তাহলে সমাজ তার ক্ষতি করতে পারে, এমনকি তাকে কঠিন শাস্তিও দিতে পারে। মানুষকে হয় সবার সাথে মিলে থাকতে হয় নতুবা সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। সত্য ও সুন্দরের ওপর নির্মিত সমাজ হলে– সেখানে মানুষ অন্যায় করলে, তার জন্য শাস্তি পায়। আবার সমাজ যদি অসত্যের ওপর নির্মিত হয়, তাহলে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ালে সেখানে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। সাধারণত গর্হিত কাজের জন্যই সমাজে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। আবার সমাজের প্রচলিত ভুল ভাঙতে গেলেও বিপদে পড়তে হয়। তবে, কোনো সন্দেহ নেই যে– কোনো সত্যপন্থি ব্যক্তি মিথ্যার বিরোধিতা করতে গিয়ে সমাজে যে শাস্তি পায়, বিপদের মুখোমুখি হয়, তার কষ্টের মাত্রা তুলনামূলকভাবে সামান্যই। অন্যদিকে, জীবনকে সহজ ও নির্ঝঞ্ঝাট রাখার জন্য যদি কোনো সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি মিথ্যা, অন্যায় ও জুলুমের সাথে আপস করে চলতে চায়, তাকে যে অপরাধবোধে জর্জরিত হতে হয়, তার কষ্ট সে তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

তাই কেউ যদি মিথ্যা ও জুলুমের সহযাত্রী হয়, তাহলে সে এর যথার্থ প্রতিফল পাবে। যদি কেউ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সাময়িকভাবে অন্যায়ের বিপরীতে চুপ থাকে, তাহলে সেটার হিসাব ভিন্ন। কিন্তু কেউ যদি জানে, আমি একটু কষ্ট সহ্য করলেও চূড়ান্তভাবে সত্যই বিজয়ী হবে। তাই সে তাকওয়া ও সবরকে অবলম্বন করে সত্যের ওপরই অবিচল থাকে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে বিরাট প্রতিদান ও উত্তম পুরস্কারে ভূষিত হবে। যারা জুলুমকে মেনে নেয়, তারা হয়তো দুনিয়ার শাস্তি থেকে সাময়িকভাবে ছাড় পায়, কিন্তু তাদের জন্য পরবর্তী জীবনে আরও অনেক কঠিন বিপদ অপেক্ষা করে।

www.nagorikpathagar.org

এই বিষয়গুলো বোঝা খুবই জরুরি। দুনিয়ার জীবনের সামান্য শাস্তি আমাদের জন্য অনেক বড়ো পুরস্কারের পথ খুলে দিতে পারে। আবার দুনিয়ার জীবনের সামান্য স্বস্তি আমাদের স্থায়ীভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। আল্লাহ সঠিক ও যোগ্যতম ফয়সালাকারী।

এগারো. দ্বীনের পথে বিপদ-মুসিবতের ফলাফল

দ্বীনের পথে অবিচল থাকতে গিয়ে একজন মুমিনের জীবনে যে সমস্যা ও সংকট আসে, তার মোটামুটি চার ধরনের ফলাফল হতে পারে। প্রথমত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিহত হতে পারেন বা তার থেকে সামান্য কিছু কম হতে পারে। দ্বিতীয়ত, তার সম্পদহানি হতে পারে। তৃতীয়ত, তার জাগতিক সম্মানহানি হতে পারে। চতুর্থত, পরিবার বা পরিজন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারে।

আমরা জানি, আমাদেরকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মুমিনের সবচেয়ে বড়ো প্রত্যাশা হওয়া উচিত– শাহাদাত। কারণ আল্লাহর পথে জীবন দেওয়ার চেয়ে উত্তম কোনো মৃত্যু হয় না। একজন প্রকৃত শহিদ শাহাদাতের সময় একটি পোকার কামড়ের মতো কষ্ট অনুভব করে। যে মানুষ বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে শাহাদাতকে বড়ো পরীক্ষা বলে মনে করে সে মূলত অজ্ঞ। কোনো সন্দেহ নেই যে, শাহাদাত হলো সবচেয়ে সহজ ও উৎকৃষ্টতম মৃত্যু। মানুষ শাহাদাত থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং মনে করে এভাবে তার জীবনের আয়ু বেড়ে যাবে। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই ধরনের ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছেন। আল্লাহপাক বলেন–

﴿قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾

"বলে দিন– তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন করো, তবে এ পলায়ন তোমাদের তেমন কোনো কাজে আসবে না। কেননা, এরপর তাদের খুব কম সময়ই বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া হবে।" সূরা আহযাব : ১৬

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, শাহাদাত থেকে পালিয়ে বেড়িয়ে কোনো লাভ হবে না। যদি কোনো লাভ থেকেও থাকে, তা খুবই সামান্য। কারণ, শাহাদাত থেকে বাঁচলেও শেষ পর্যন্ত তাকে মরতেই হবে। বরং শাহাদাতকে এড়িয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি খুব সামান্য ফায়দা হাসিলের বিনিময়ে অনেক বেশি মূল্যবান সুযোগ হারিয়ে ফেলে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ...﴿١٧﴾

"বলুন, কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে– যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল করার ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি দয়া করার ইচ্ছা করেন?" সূরা আহযাব : ১৭

মানুষ মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কেননা, সে মৃত্যুকে ততটা কল্যাণকর মনে করে না। অথচ আল্লাহর সিদ্ধান্ত থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারবে না। আল্লাহ যদি কারও জন্য মন্দ কিছু ফয়সালা করেন, তাহলে কেউ তা থেকে বাঁচতে পারবে না। আর আল্লাহ যদি কারও জন্য ভালো কিছু নির্ধারণ করেন, তাহলে বান্দা যদি শাহাদাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতও থেকে যায়, তাহলেও আল্লাহ হয়তো তার জন্য উত্তম অন্য কিছু ফয়সালা করবেন।

সম্পদ, সম্মান ও শারীরিক ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি কৃপণ, আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে না, আল্লাহ তার সম্পদ কেড়ে নিতে পারেন। তাকে এমন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিতে পারেন, যেখানে এমন কোনো খাতে বাধ্য হয়ে তাকে ব্যয় করতে হয়, যা তার দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো উপকার দেয় না। যদি কেউ কৃপণতা করে সম্পদ জমিয়ে রাখে, তাহলে এমনও হতে পারে যে, সে আর তা উপভোগ করতে পারবে না। তার এত কষ্টের জমিয়ে রাখা সম্পদ তার মৃত্যুর পর অন্যরা ভোগ করে। ফলে, মৃত ব্যক্তি কবরে তার পাপের শাস্তি পায়; অথচ দুনিয়াতে বসে অন্য কেউ সেই সম্পদের মজা লুটতে থাকে। ঠিক একইভাবে যে ব্যক্তি নিজের শরীরকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে কাজে না লাগিয়ে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত রাখে বা আলস্যে দিন কাটায়, যেকোনো সময় আল্লাহ তায়ালা তাকে অসুস্থ ও দুর্বল করে দিতে পারেন।

আবু হাজিম রহ.[৩৫] বলেন–

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় পায় না, যে মানুষের সাথে লেনদেন করার সময় শুধু নগদ লাভের দিকেই লালায়িত থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে কখনোই একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি যা উপার্জন করে তার চেয়ে বেশি কিছু অর্জন

৩৫. তিনি ছিলেন মদিনা মুনাওয়ারার প্রসিদ্ধ আলিম ও তাবেয়ি। প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর খিলাফতকালে তাঁর জন্ম। তাঁর ইন্তেকাল সন সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইমাম তিরমিযি বলেন, তিনি ১৩৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়িন বলেন, মৃত্যুসন ১৪৪ হিজরি উল্লেখ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

করতে পারে না। আল্লাহভীরু মানুষ প্রতিনিয়ত তাকওয়া অর্জনে সচেষ্ট থাকে, তাই সব দিক থেকেই তার অর্জন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইবলিশের কথা ভাবুন। সে আদম আ.-কে সিজদা করেনি। সে ভেবেছিল সিজদা না করে সে আদম আ.-কে অসম্মান ও হেয় করতে পেরেছে। সে এভাবে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চেয়েছিল। অথচ ফল হলো উলটো। আল্লাহ তাঁর আদেশ না মানায় শয়তানকে সকল সৃষ্টির মাঝে নিকৃষ্ট বানিয়ে দিলেন। আদম সন্তানদের মাঝে তারাই শয়তানের অনুসারী ও উত্তরাধিকারী– যারা পাপ করে এবং সীমালঙ্ঘন করে। একইভাবে মূর্তিপূজারিদের বিষয়টিই দেখুন, তারা আল্লাহর ইবাদত করতে ও তাঁর রাসূল সা.-এর রিসালাত মানতে অস্বীকার করেছিল। তাই আল্লাহ তাদেরকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলেছেন যে, নিজেদের হাত দিয়ে তৈরি করা পাথরের মূর্তিকেই তাদের উপাসনা করতে হয়েছে।

একই পরিস্থিতি বা বাস্তবতা তাদের জন্যও প্রযোজ্য, যারা আল্লাহর সামনে বিনম্র হতে রাজি হয় না। আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বান্দাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন, বান্দা যদি অন্য কোনো বিপরীত পথে তা ব্যবহার করে; আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাকে যে শক্তি দেওয়া হয়েছে, বান্দা যদি অন্য কিছুর জন্য সেই শক্তি ব্যয় করে; কিংবা আল্লাহর সামনে বিনম্র না হয়ে অন্য কোনো সত্তার সামনে মাথানত করে অথবা অল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো সত্তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সম্পদ ও শক্তি ব্যয় করে– তাহলে তার জন্য কঠিন শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়।"

এই আলোচনাটির শেষাংশে এসে আমরা নিজেদের প্রত্যাশিত বা অভিষ্ট লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমাদের লক্ষ্য হলো– আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা এবং আল্লাহর নিয়ামতে সিক্ত হওয়া। এই লক্ষ্যগুলোই আমাদের দ্বীনের সারকথা এবং মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হওয়া, আল্লাহর যাবতীয় নিয়ামতকে উপলব্ধি করা, আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর যিকির ও তাসবিহ করা– এসব কিছু মিলেই একটি স্বার্থক ও সুন্দর দ্বীনি জীবনের ভিত্তি রচিত হয়। যে জীবনপদ্ধতি ও মিল্লাত ছিল সাইয়িদুনা ইবরাহিম আ.-এর। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ... ﴿١٢٣﴾

www.nagorikpathagar.org

"আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইবরাহিমের মিল্লাতকে অনুসরণ করুন, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ।" সূরা নাহল : ১২৩

রাসূল সা. সবসময় তাঁর সাহাবিদের সচেতন ও সক্রিয় থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা ইসলামকে এর বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পেয়েই জাগ্রত হয়েছি। আমাদের অবস্থান ইসলামের একনিষ্ঠ বক্তব্যের ওপর। আমাদের নবির দ্বীন আর আমাদের পিতা ইবরাহিমের দ্বীন এক ও অনন্য। আর সত্যিকারের দ্বীনদার মুসলিমরা কখনোই মুশরিকদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়– এই মূলনীতির ওপরই ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে। অন্য সকল নবিরও দ্বীনও ইসলাম। ইসলাম ছাড়া আর কোনো দ্বীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন তালাশ করে, কখনোই তা গ্রহণ করা হবে না। আর আখিরাতেও সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" সূরা আলে ইমরান : ৮৫

***

www.nagorikpathagar.org

ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম

তাঁর পূর্ণ নাম– আবু মুহাম্মাদ ইযযুদ্দিন আবদুল আজিজ বিন আবদুস সালাম বিন আবুল কাসিম বিন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাদ্দাব আস সুলামি শাফেয়ি। তাকে 'সুলতানুল উলামা' বা 'আলিমদের সুলতান' হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি ৫৭৭ বা ৫৭৮ হিজরিতে দামেশকের একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ইযযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালামের শৈশব সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। তিনি দামেশকের অনেক বিখ্যাত উসতাযদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। পরে অল্প সময়ের জন্য তিনি বাগদাদে গমন করেন। সেখানে অনেক প্রথিতযশা আলিমের সাহচর্য লাভ করেন।

ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম রহ.-এর প্রথম শিক্ষক ছিলেন জামাল উদ্দিন ইবনুল হারাসতানি[৩৬]– যিনি ছিলেন একজন কাজি (বিচারপতি)। প্রখ্যাত হাফিজে হাদিস আবু তাহির বারাকাত আল খুশুয়ির[৩৭] কাছ থেকে তিনি হাদিসশাস্ত্রে শিক্ষা অর্জন করেন।

---

৩৬. প্রখ্যাত আলিম ও ফকিহ। আইয়ুবি খিলাফতের আমলে দামেশকের বিচারপতি ছিলেন তিনি। সত্যের পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন। হকের কথা বলতে, ন্যায়ের কথা বলতে তিনি কখনও কাউকে পরোয়া করতেন না। তাঁর পুরো নাম আবুল কাসিম জামাল উদ্দিন আবদুস সামাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবুল ফজল বিন আলী। ইবনুল হারাসতানি নামেই অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত সাহাবি সাদ বিন উবাদাহ রা.-এর বংশধর। দীর্ঘ জীবন লাভ করেন তিনি। ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে ৯৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩৭. শায়খ যাকিউদ্দিন আবি ইসহাক ইবরাহিম বিন আবু তাহির বারাকাত বিন ইবরাহিম বিন তাহির আদ দামেশকি আল খুশুয়ি। তিনি শামের বিখ্যাত আলিম ও মুহাদ্দিস। 'মুসনিদুশ শাম' তাঁর উপাধি। তাঁর জন্ম ৫১০ হিজরির সফর মাসে। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন। হাজার হাজার ছাত্র তাঁর কাছ থেকে ইলম শিখেছেন। ইবনে কাসির বলেছেন, তিনি ৫৯৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইবনে তাগরি বারদি বলেন, ৫৯৮ হিজরিতেই ইন্তেকাল করেন তিনি।

www.nagorikpathagar.org

এরপর দীর্ঘ সময় তিনি বৃহত্তর শাম অঞ্চলের শাফেয়ি মাযহাবের ইমাম ফখরুদ্দিন ইবনে আসাকিরের[৩৮] নিকট ফিকহ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। উসূলে ফিকহের মৌলিক নীতিমালা শেখেন তৎকালীন যুগের প্রসিদ্ধ ফকিহ সাইফুদ্দিন আল আমিদির[৩৯] নিকট। হাদিস বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন অপর হাদিস বিশেষজ্ঞ বাহাউদ্দিন ইবনে আসাকিরের[৪০] কাছে।

সুদীর্ঘ অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং মুজতাহিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

---

৩৮. তাঁর পুরো নাম আবু মানসুর আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন হিবাতুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আদ দামেশকি। ফখরুদ্দিন তাঁর উপাধি। 'তারিখে দামেশক'-এর লেখক ঐতিহাসিক ইবনে আসাকিরের ভাতিজা। জন্ম ৫৫০ হিজরি মোতাবেক ১১৫৫ খ্রিষ্টাব্দে, দামেশকের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তিনি ছিলেন শাফেয়ি মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম, ফকিহ ও মুহাদ্দিস। হাদিস ও ফিকহ বিষয়ে তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। ৬ রজব ৬২০ হিজরি মোতাবেক ৮ আগস্ট ১২২৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

৩৯. আব্বাসি যুগের প্রখ্যাত শাফেয়ি আলিম। তিনি ছিলেন ফকিহ, উসুলবিদ, দর্শনিক ও গবেষক। তাঁর পুরো নাম সাইফুদ্দিন আবুল হাসান আলী বিন আবু আলম বিন মুহাম্মাদ বিন সালিম বিন মুহাম্মাদ। তুরস্কের দিয়ারে বকর শহরের আমিদ নামক গ্রামে ৫৫১ হিজরি মোতাবেক ১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– *আবকারুল আফকার ফি উসূলিদ দ্বীন, গায়াতুল মারাম ফি ইলমিল কালাম, আল ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম, রুমুযুল কুনুয ফিল হিকমাহ, তরিকাতুন ফিল খিলাফ, গাইয়াতুল আমল ফি ইলমিল জাদাল* ও *মুনতাহাস সূল ফি ইলমিল উসূল*। ৬৩১ হিজরি মোতাবেক ১২৩৩ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকে ইন্তেকাল করেন তিনি।

৪০. ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির নামেই প্রসিদ্ধ তিনি। তাঁর পুরো নাম আবুল কাসিম আলী বিন হাসান বিন হিবাতুল্লাহ বিন আসাকির আদ দামেশকি। তাঁর জন্ম ৪৯৯ হিজরি মোতাবেক ১১০৫ খ্রিষ্টাব্দে, দামেশকের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তিনি ছিলেন শাফেয়ি মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও ঐতিহাসিক। তাঁর পিতা ছিলেন মুত্তাকি ও বুজুর্গ ব্যক্তি। তিনি ইলম ও আলিমদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর মাতাও ছিলেন বিদূষী মহিলা। পড়ালেখার হাতেখড়ি পিতা ও ভাইয়ের কাছে। তারপর দামেশকের বড়ো বড়ো আলিমদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। আট খণ্ডে প্রকাশিত '*তারিখে দামেশক*' তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ। এ ছাড়াও তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– *মাদহুত তাওয়াদু ওয়া যাম্মুল কিবর, আত তাওবা ওয়া সিয়াতুর রহমান, যাম্মু যিল ওয়াজহাইন ওয়াল লিসানাইন, যাম্মু মান লা ইয়ামালু বি-ইলমিহি, মুজামুস সাহাবা* ও *মুজামুন নিসওয়ান*। ৫৭১ হিজরি মোতাবেক ১১৭৬ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকে ইন্তেকাল করেন তিনি।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম ইযযুদ্দিন সামসময়িক বিষয়ে নিয়মিত বক্তব্য দিতেন। মানুষকে শিক্ষাদান করতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দামেশক ও কায়রোর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর সময়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও বিদআত অপসারণে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। তিনি সত্য কথনে ছিলেন অনঢ়-অবিচল; এমনকি সেই সত্য শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গেলেও তিনি পিছু হটতেন না।

তৎকালীন দামেশকের শাসক খ্রিষ্টীয় ফ্র্যাংকদের কাছে বিপুল পরিমাণ জমি হস্তান্তর করেন। তখনকার সময়ে মিম্বারে দাঁড়িয়ে শাসকদের জন্য দুআ করার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু তিনি সেই শাসকের জন্য দুআ করা বন্ধ করে দেন। ফলে তাকে মিশরে নির্বাসনে পাঠানো হয়। মিশরে যাওয়ার পর সে দেশের রাজদরবারে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে তিনি সাহসী বক্তব্য প্রদান করেন। সে সময় সমাজে মদ্যপানসহ আরও যেসব অনাচার প্রচলিত হয়েছিল, তা চিরতরে দূর করার জন্য তিনি শাসকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তাকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, এভাবে শাসকের বিরুদ্ধে কথা বলতে তাঁর ভয় লাগে কি-না? উত্তরে ইমাম ইযযুদ্দিন বলেন–

> "আমি আমার মনের গহিনে আল্লাহকে এত বিরাট স্থানে আসন দিয়ে রেখেছি যে, আমার সামনে এই সব জাগতিক রাজা-বাদশাহকে নিতান্ত বিড়ালছানা বলেই মনে হয়।"

এই উদ্যমী সাহসিকতার পাশাপাশি ইমাম ইযযুদ্দিন রহ. তাঁর তাকওয়া ও আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। মিশরে যাওয়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সেখানকার প্রধান ফকিহ হিসেবে নিয়োগ পান। আইনি বিষয়ে তাঁর মতামতকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো।

ইযযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালামের অসংখ্য ছাত্র ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– ইবনে দাকিকুল ঈদ,[৪১] শিহাব উদ্দিন কারাফি,[৪২] আলা উদ্দিন আল বাজি,[৪৩] শারফুদ্দিন আদ দিমিয়াতি,[৪৪] ইবনুল মুনায়্যির[৪৫] প্রমুখ।

---

৪১. তিনি শাফেয়ি মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম। ছিলেন মুহাদ্দিস, ফকিহ, শিক্ষক ও বিচারপতি। তাঁর পুরো নাম মুহাম্মাদ বিন আলী বিন ওয়াহাব বিন মুতি বিন আবুত তায়াহ আল কুশাইরি। আবুল ফাতাহ তাঁর উপনাম। তকিউদ্দিন তাঁর উপাধি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন হজ্জের সফরে, লোহিত সাগরের তীরবর্তী ইয়ানবু শহরে, ১৫ শাবান ৬২৫ হিজরিতে। বেড়ে ওঠেন মিশরের কুস শহরে। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ১১ সফর ৭০২ হিজরিতে কায়রো শহরে ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম অনেকগুলো মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম, আল ফাওয়ায়িদ ফি মুশকিলিল কুরআন, মাজাযুল কুরআন, মুখতাসারু সহিহ মুসলিম, আল আকাইদ, আল ফারকু বাইনাল ঈমান ওয়াল ইসলাম, কাওয়াইদুল আহকাম, আল কাওয়াইদুস সুগরা, আল ইমাম ফি বায়ান আদিল্লাতুল আহকাম, ফাতওয়া আল মিসরিয়্যাহ, সাজারাতুল মারিফ, শারহু আসমাউল হুসনা এবং বিদাইয়াতুস সুল ফি তাফদিলির রাসূল* প্রভৃতি।

ইমাম ইযযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম ৬৬০ হিজরিতে মিশরে ৮২ বা ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর রহম করুন।

***

---

৪২. তিনি ছিলেন মালেকি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ, উসুলবিদ ও মুফাসসির। তাঁর পুরো নাম শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আবুল আলা ইদরিস বিন আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বিন ইয়ালিন আস সিনহাজি আল মিসরি। শিহাবুদ্দিন কারাফি নামেই প্রসিদ্ধ তিনি। ৬২৬ হিজরি মোতাবেক ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। উসুলে দ্বীন, উসুলে ফিকহ, ফিকহ এবং ভাষা ও সাহিত্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। ৬৮৪ হিজরি মোতাবেক ১২৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এই মহান মনীষী ইন্তেকাল করেন।

৪৩. হিজরি সপ্তম শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম। উসুলে ফিকহ, মানতিক ও গণিতে পারদর্শী ছিলেন তিনি। তাঁর পুরো নাম আলা উদ্দিন আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন খাত্তাব আবুল হাসান আল বাজি আল মাগরিবি আল উসুলি আল মিশরি। ৬৩১ হিজরিতে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন, যা বিদ্বান-সমাজে প্রশংসা কুড়ায়। ৭১৪ হিজরিতে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন।

৪৪. তাঁর পুরো নাম শারফুদ্দিন আবদুল মুমিন বিন খালাফ বিন আবুল হাসান বিন শারফ বিন খিজির বিন মুসা। হাফিজ দিমিয়াতি নামেই অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনি। মিশরের দিমিয়াত শহরের ৬১৩ হিজরি মোতাবেক ১২১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভাষাবিদ ও ফকিহ। ৭০৫ হিজরিতে তিনি কায়রো শহরে ইন্তেকাল করেন।

৪৫. মিশরের ইস্কান্দারিয়ার প্রখ্যাত আলিম ও সাহিত্যিক। ইবনুল মুনায়্যির আল ইস্কান্দারি নামেই প্রসিদ্ধ তিনি। ছিলেন ইস্কান্দারিয়ার বিচারপতি। তাঁর পুরো নাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মানসুর। ৬২০ হিজরি মোতাবেক ১২২৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৬৮৩ হিজরি মোতাবেক ১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ

পরিচয়

ইমাম ইবনে কাইয়িম রহ. বহুমুখী প্রতিভা ও অভিধার অধিকারী কালজয়ী মনীষী। তিনি একজন মহান ইমাম, প্রসিদ্ধ হাফিজে হাদিস, কুরআন-সুন্নাহর অসামান্য বিশ্লেষক এবং অসাধারণ ফকিহ। তিনি শাইখুল ইসলাম অভিধায় সম্মানিত। তাঁর পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর, তবে তিনি ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ নামেই সমধিক পরিচিত।

জন্ম ও শিক্ষা

ইমাম ইবনে কাইয়িম রহ. ৬৯১ হিজরির সফর মাসের ৭ তারিখে সিরিয়ার দামেশকের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বোধবুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই তিনি তৎকালীন আলিম ও ইসলামি চিন্তকদের থেকে ইসলামের নানা বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে শুরু করেন। জ্ঞানার্জনে তাঁর ছিল অদম্য আগ্রহ। এ প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনে রজব রহ.[৪৬] বলেন–

> "জ্ঞানের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল ইমাম ইবনে কাইয়িমের। একই সাথে বইপত্র ও লেখালিখিকেও তিনি অত্যধিক ভালোবাসতেন।"[৪৭]

ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির রহ.[৪৮] বলেন–

---

৪৬. প্রাগুক্ত (টীকা ১৯)

৪৭. তাবাকাত আল হানাবিলাহ, ৪/৪৪৯

৪৮. *তাফসিরে ইবনে কাসিরের* লেখক। তাঁর পূর্ণ নাম ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাছির ইবনে দাউ ইবনে দিরা। তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ ও ঐতিহাসিক। দামেশকের মাজদালে ৭০১ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে তাইমিয়া, শামসুদ্দিন যাহাবি ও ইবনু কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ প্রমুখ বড়ো বড়ো আলিমের কাছে পড়ালেখা করেছেন। তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম* (তাফসিরে ইবনে কাসির) ও *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* সবার কাছে পরিচিত। ৭৭৪ হিজরিতে তিনি দামেশকে ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

"ইমাম ইবনে কাইয়িম রহ. এমনসব বইপুস্তক থেকে জ্ঞানের মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছেন– যার নাগাল তাঁর সামসময়িক আর কেউ পাননি। পূর্বসূরি সালাফদের লেখা বইপুস্তকাদি সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর জ্ঞান ও অগাধ পাণ্ডিত্য।"[৪৯]

শিক্ষক ও শাইখ

ইমাম ইবনে কাইয়িমের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন আশ-শিহাব আন নাবলুসি,[৫০] আল হাকিম সুলাইমান তাকিউদ্দিন[৫১]। তাদের থেকে তিনি হাদিস শিখেছেন। ফিকহ আর উসুল শিখেছেন কাজি বদর উদ্দিন ইবনে জামায়াহ,[৫২] শাফিউদ্দিন আল হিন্দি[৫৩] এবং ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আল হাররানির[৫৪] কাছে। পিতার কাছ থেকে তিনি ফারায়িযশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন।

---

৪৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪/২৩৫

৫০. আশ শিহাব আল আবির আন নাবলুসির জন্ম ৬২৮হিজরিতে, ফিলিস্তিনের নাবলুসে। তাঁর পূর্ণ নাম আহমাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল মুনয়িম নামাহ বিন সুলতান বিন সুরুর বিন রাফি। তিনি ছিলেন হাম্বলি মাযহাবের বিখ্যাত আলিম। ছিলেন ফকিহ ও মুহাদ্দিস। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। এজন্য তিনি 'আল আবির' নামে পরিচিত ছিলেন। ৬৯৭ হিজরিতে দামেশকে ইন্তেকাল করেন তিনি।

৫১. তাঁর পূর্ণ নাম সুলাইমান তাকিউদ্দিন আবুল ফজল বিন হামযা বিন আহমাদ বিন কুদামা আল মাকদাসি। তিনি ছিলেন হাম্বলি মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলিম। ছিলেন শামের বিচারপতি। ৬২৮ হিজরিতে তাঁর জন্ম। ৭১৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৫২. কাজি বদর উদ্দিন ইবনে জামায়াহ ৬৩৯ হিজরিতে সিরিয়ার হামাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিশর ও শামের বিচারপতি ছিলেন। মসজিদুল আকসা, আল জামিউল আযহার ও আল জামিউল উমাভির খতিব ছিলেন। তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ৭৩৩ হিজরিতে মিশরের কায়রোতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৫৩. শাফিউদ্দিন আল হিন্দি আল আরমাভি। তিনি ছিলেন ইমাম, ফকিহ, উসুলবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদ। শাফেয়ি মাযহাবের আলিম। ৬৪৪ হিজরিতে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ৬৬৭ হিজরিতে সেখান থেকে ইয়ামান চলে যান। সেখান থেকে মক্কায় গিয়ে হজ করেন। ৬৮৫ হিজরিতে দামেশক যান এবং আমৃত্যু সেখানে অবস্থান করেন। ৭১৫ হিজরিতে তিনি দামেশকে ইন্তেকাল করেন।

৫৪. ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আল হাররানি হাম্বলি মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম। ৬৪৫ হিজরিতে তুরস্কের হাররান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে পরে দামেশকে চলে যান। সেখানে হাদিস ও ফিকহে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি ৭২৯ হিজরিতে দামেশকে ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

তবে ইমাম ইবনে কাইয়িমের জীবনে সর্বাধিক প্রভাবক ও উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ছিলেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.। তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। ইবনে কাসির বলেন–

"জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইবনে কাইয়িম ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিশেষ করে তাফসির, হাদিস ও উসুলশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। ৭১২ হিজরিতে শাইখ তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া মিশরে আসার পর থেকেই ইমাম ইবনে কাইয়িম তাঁর সাথে থাকতে শুরু করেন। এমনকি ইবনে তাইমিয়ার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইবনে কাইয়িম তাঁর সান্নিধ্য ছাড়েননি। ইবনে তাইমিয়ার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রচুর জ্ঞানার্জন করেন। অবশ্য আগে থেকেই ইবনে কাইয়িমের জানার পরিধি ছিল বেশ বিস্তৃত। তাঁর পূর্বের অর্জিত ইলমের সাথে সমন্বিত হয় ইমাম ইবনে তাইমিয়ার থেকে আহরিত ইলম। এই দুইয়ে মিলে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসামান্য এক আলিমে পরিণত হন ইবনে কাইয়িম।"[৫৫]

আখলাক ও ইবাদত

ইমাম ইবনে কাইয়িমের অনন্যসাধারণ আখলাক ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ইবাদাতের বিষয়ে তাঁর ছাত্রবৃন্দ এবং সামসময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইবনে রজব রহ. বলেন–

"ইমাম ইবনে কাইয়িমের ওপর আল্লাহ রহম করুন। ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিয়মিত ও একনিষ্ঠ। রাত জেগে তিনি ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি নামাজকে দীর্ঘায়িত করতেন অনুমোদিত সীমার শেষ পর্যন্তই। নামাজে তাঁর খুশু-খুযু ছিল অসামান্য পর্যায়ে। ইমাম ইবনে কাইয়িম ছিলেন সার্বক্ষণিক যিকিরে অভ্যস্ত। আল্লাহর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল সীমাহীন। আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ও নিরবধি তাওবার মধ্যে প্রশান্তি খুঁজতেন। বিনয় ও নম্রতার সাথেই তিনি আল্লাহর কাছে চাইতেন। ইমাম ইবনে কাইয়িমের দুআ করার ভঙ্গিমা দেখে মনে হতো, তাঁর মতো অসহায় ও নিঃস্ব দুনিয়ায় আর কেউ নেই। আল্লাহর দাসত্ব ও নিঃশর্ত আনুগত্যের দুয়ারে তিনি নিজেকে সঁপে দিতেন। আমি আমার এই জীবনে তাঁর মতো আমলদার ও নেককার আর কাউকে খুঁজে পাইনি।"[৫৬]

---

৫৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪/২৩৪

৫৬. তাবাকাত আল হানাবিলাহ, ৪/৪৫০

www.nagorikpathagar.org

ইবনে কাসির রহ. বলেন–

"আল্লাহর কাছে চাওয়ার ক্ষেত্রে ইবনে কাইয়িম ছিলেন প্রচণ্ড বিনয়ী। ইবনে কাইয়িম রহ. অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করতেন। তাঁর শিষ্টাচার ছিল খুবই উৎকৃষ্ট মানের। মানুষের জন্য তাঁর মনে ছিল গভীর ভালোবাসা। তাঁর অন্তরে হিংসা, গিবত ও পরশ্রীকাতরতার কোনো স্থান ছিল না। ইবনে কাইয়িমের মধ্যে ছিল না কারও ক্ষতি করার প্রবণতা। তিনি অপরের দোষ খুঁজে বেড়াতেন না। তাঁর সর্বাধিক সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মানুষদের মধ্যে আমি একজন। ইবনে কাইয়িমের সময়কালে তাঁর চেয়ে নেককার ও আমলদার দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে আমি অন্তত দেখিনি। তাঁর নামাজ অনেক দীর্ঘ হতো। সিজদায় ও রুকুতে তিনি দীর্ঘ সময় পার করতেন। সহকর্মীদের অনেকেই এজন্য ইবনে কাইয়িমের সমালোচনাও করতেন, কিন্তু তাতে তিনি পরোয়া করেননি কখনোই; বরং এই অভ্যাসটি তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর আমলগুলো কবুল করুন; তাঁর ওপর রহম করুন।"[৫৭]

ছাত্রবৃন্দ ও রচনাবলি

ইমাম ইবনে কাইয়িমের ছাত্রদের মধ্যে অসংখ্যজন বিশ্ববিখ্যাত আলিম। তাঁর ছাত্রদের অবদানও সময়ের সীমা অতিক্রম করে কালজয়ী হয়ে আছে। তাঁর বিখ্যাত ছাত্রদের মাঝে কয়েকজন হলেন– ইবনে কাসির[৫৮] (মৃত্যু : ৭৭৪ হিজরি), যাহাবি[৫৯] (মৃত্যু : ৭৪৮ হিজরি), ইবনে রজব[৬০] (মৃত্যু : ৭৫১ হিজরি)

---

৫৭. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪/২৩৪

৫৮. প্রাগুক্ত (টীকা ৪৮)

৫৯. শামসুদ্দিন আয যাহাবি নামে অধিক পরিচিত তিনি। তাঁর পুরো নাম মুহাম্মাদ বিন আহমদ বিন উসমান আয যাহাবি। তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস, ইমাম ও হাফিযুল হাদিস। ছিলেন ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার। বিশেষ করে তিনি হাদিস বর্ণনাকারীদের জীবনী নিয়ে কাজ করেছেন। ৬৭৩ হিজরিতে দমেশকের নিকটবর্তী 'কাফর বাতনা' গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি অনেক দেশে সফর করেন। অনেক আলিম ও মনীষীদের সান্নিধ্যে যান। তাঁদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। তারপর লেখালিখি ও অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। ৭৪৮ হিজরিতে দামেশকে ইন্তেকাল করেন তিনি।

৬০. প্রাগুক্ত (টীকা ১৯)

www.nagorikpathagar.org

এবং ইবনে আবদুল হাদি[৬১] (মৃত্যু : ৭৪৪ হিজরি)। ইবনে আবদুল হাদির দুই পুত্র ইবরাহিম[৬২] ও শারফুদ্দিন আবদুল্লাহও[৬৩] তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁরা ইসলামের ইতিহাসে বড়ো আলিম হিসেবে স্বীকৃত।

ইবনে কাইয়িম রহ. ৬০টিরও বেশি বই লিখেছেন। তাঁর বই ও লেখনীগুলো ইতিহাসবিখ্যাত ও কালোত্তীর্ণের মর্যাদা হয়েছে। কারণ, তাঁর বইয়ের ভাষা বেশ মনোহর। তাঁর লেখাগুলো সরাসরি পাঠকের মন ও মননকে স্পর্শ করে। তা ছাড়া ইমাম ইবনে কাইয়িমের বইগুলোতে প্রদত্ত তথ্যাবলি যথার্থ, নির্ভরযোগ্য ও গবেষণালব্ধ হওয়ায়, পরবর্তী যুগেও এই কাজগুলো সব মহলেই স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

ফিকহ ও উসুলশাস্ত্রে ইমাম ইবনে কাইয়িমের লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে– *ইলামুল মুয়াক্কিইন আর রব্বিল আলামিন, আত তুরুকুল হুমমিয়্যাহ ফিস সিয়াসাহ আশ শরইয়্যিাহ, ইগাসাতুল লাহফান ফি হুকমি তালাকিল গদবান, তুহফাতুল মাওলুদ, আহকামে আহলুল যিম্মাহ, আল ফুরুসিয়্যাহ*।

হাদিস ও সিরাতশাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো– *তাহযিবে সুনানে আবু দাউদ, আল মানারুল মুনিফ ফিস সহিহি ওয়াদ দয়িফ, ফাওয়ায়িদ হাদিসিয়্যাহ, জালালুল আফহাম, যাদুল মাআদ।*

ঈমান বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে– *ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যাহ আল গযওয়িল মুয়াত্তিলাহ ওয়াল জাহামিয়্যাহ, আস সাওয়ায়িকুল মুরসালাহ, শিফাউল আলীল, হাদিউল আরওয়াহ, আল কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ, কিতাবুর রুহ*।

---

৬১. শামসুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুল হাদি। তিনি ছিলেন ফকিহ, মুহাদ্দিস ও আরবি ব্যাকরণবিদ। ৭০৪ হিজরিতে দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন তিনি।

৬২. ইবরাহিম বিন ইমাম শামসুদ্দিনের জন্ম ৭১৬ হিজরিতে। তাঁর উপাধি ছিল বুরহান উদ্দিন। তিনি অনেক বড়ো আলিম ছিলেন। ছিলেন ফকিহ ও আরবি ব্যাকরণবিদ। ৭৬৭ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬৩. আবদুল্লাহ বিন ইমাম শামসুদ্দিনের জন্ম ৭২৩ হিজরিতে। তাঁর উপাধি ছিল শারফুদ্দিন ও জামাল উদ্দিন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী আলিম ছিলেন। ৭৫৬ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

আখলাক ও তাযকিয়া বিষয়ক বইয়ের মধ্যে রয়েছে– *মাদারিজুস সালিকিন, আদ দাউ ওয়াদ দাওয়া, আল ওয়াবিলুস সাইয়্যিব, আল ফাওয়াইদ, আর রিসালাতুত তাবুকিয়্যাহ, মিফতাহু দারিস সায়াদাহ, উদ্দাতুস সাবিরিন*।

উলুমুল কুরআনের ওপর ইমাম ইবনে কাইয়িমের রচনাবলির মধ্যে রয়েছে– *আত তিবয়ান ফি আকসামিল কুরআন, আমছালিল কুরআন*।

ভাষাতত্ত্বের ওপর তাঁর সেরা বই হলো– *বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ*।

ইমাম ইবনে কাইয়িমের বিভিন্ন কাজ ও বক্তব্য থেকে সংকলন করেও দুটো বই রচিত হয়েছে। এগুলো হলো– *আত তাফসির আল কাইয়িম* এবং *আদওয়ুল মুনির আলাত তাফসির*। তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

মশহুর আলিমদের মূল্যায়ন

ইমাম ইবনে রজব রহ. বলেন–

> "তাফসির এবং উসুলুদ দ্বীন শাস্ত্রে ইবনে কাইয়িম রহ.-এর জ্ঞানের গভীরতা ছিল ব্যাপক। উভয় শাস্ত্রেই তিনি উচ্চতর ইলম হাসিল করেছেন। একই ধরনের উৎকর্ষতা তিনি হাদিসশাস্ত্রেও অর্জন করেন। বিশেষ করে, হাদিসের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি এবং হাদিস থেকে ফিকহি মতামত উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে ইবনে কাইয়িম বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ফিকহ, উসুল ও আরবি ভাষাতেও তাঁর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। জ্ঞানের এই শাখাগুলোর বিকাশে ইবনে কাইয়িম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। এ ছাড়াও তাসাউফের চর্চাকারী ব্যক্তিদের বাগ্মিতা, ব্যাকরণ ও সুলুক সম্পর্কেও তিনি ভালো জ্ঞান রাখতেন।"

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আদদুরারুল কামিনাহ*-তে বলেন–

> "ইবনে কাইয়িম ছিলেন সাহস ও জ্ঞানের যৌথ সম্ভার। পূর্ববর্তী আলিমদের ইখতিলাফ নিয়ে তাঁর বেশ ভালো সমঝ ছিল।"

ইবনে হাজার রহ. *আর রাদ্দুল ওয়াফির* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন–

> "শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার অন্যসব গুণাবলি নিয়ে যদি কথা না-ও বলি, তারপরও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এ কারণে যে, তিনি ইবনে কাইয়িমের মতো একজন অসাধারণ ছাত্র উপহার দিয়ে গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ রহ. ছিলেন অসামান্য একজন ব্যক্তিত্ব– যিনি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বই রচনা করেছেন। তাঁর সমর্থক ও বিরোধী উভয়েই এই মূল্যবান গ্রন্থাদি থেকে উপকৃত হয়েছে। আর ইবনে কাইয়িমের এই অসাধারণ সব কাজ দিয়েই আমরা প্রকারান্তরে তাঁর শিক্ষক ইবনে তাইমিয়ার উচ্চতর অবস্থানটি অনুধাবন করতে পারি।"

আস সুয়ুতি[৬৪] তাঁর *বুগইয়াতুল উয়াত* গ্রন্থে বলেন–

"ইবনে কাইয়িম রচিত গ্রন্থাদির কোনো তুলনা হয় না। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। আর এর ফলে তাফসির, হাদিস, সুন্নাহ ও আরবি ভাষাতত্ত্বে পরবর্তী সময়ে ইবনে কাইয়িম একজন ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।"

মোল্লা আলী কারি[৬৫] তাঁর *আল মিরকাত* গ্রন্থে বলেন–

"কেউ যদি মনোযোগ দিয়ে *মানাযিলুস সায়িরিন*,[৬৬] বিশেষ করে *মাদারিজুস সালিকিন* অংশটি পড়েন, তাহলেই উপলব্ধি করবেন যে,

---

৬৪. তিনি জালাল উদ্দিন সুয়ুতি রহ.। তাফসিরে জালালাইনের লেখক হিসেবেই অধিক পরিচিত। কিন্তু অনেক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকিহ। ছিলেন কবি, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ। ৮৪৯ হিজরিতে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর পূর্ণ নাম আবদুর রহমান ইবনে কামাল উদ্দিন আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ সাবিকুদ্দিন খুদর আল খুদায়রি। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ৯১১ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬৫. পুরো নাম আবুল হাসান আলী বিন সুলতান মুহাম্মাদ আল কারি আল হারাভি আল মাক্কি। নুরুদ্দিন তাঁর উপাধি। মোল্লা আলী কারি নামেই অধিক প্রসিদ্ধ তিনি। প্রখ্যাত হানাফি ফকিহ। তিনি ছিলেন ফকিহ, মুহাদ্দিস ও দার্শনিক। মিশকাত শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ *মিরকাতুল মাফাতিহের* রচয়িতা হিসেবে অধিক পরিচিত। তিনি আফগানিস্তানের হারাত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। আফগানিস্তান থেকে তিনি মক্কায় চলে যান এবং আমৃত্যু সেখানেই বসবাস করেন। তিনি শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– *আনওয়ারুল কুরআন ওয়া আসরারুল ফুরকান (তাফসিরে মোল্লা আলী কারি নামেই অধিক প্রসিদ্ধ), মিনাহুর রওদিল আযহার ফি শারহি আল ফিকহুল আকবার, দাওযুল মায়ালি আল মানযুমাতি বাদয়িল আমালি* ও *আর রদ্দু আলাল কায়িলিনা বিওয়াহদাতিল উজুদ*। ১০১৪ হিজরিতে তিনি মক্কা মুকাররমায় ইন্তেকাল করেন। মাকবারাতুল মুয়াল্লাতে তাঁকে দাফন করা হয়।

৬৬. আবু ইসমাঈল আল হারাভি রহ.-এর লেখা তাসাউফের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। *'মাদারিজুস সালিকিন'* নামে ইবনু কাইয়িম রহ. এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন।

www.nagorikpathagar.org

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এবং উম্মাহর ওলিদের মধ্যে ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়িম কতটা অগ্রসর অবস্থানে রয়েছেন।"

হাফিজ ইবনে নাসির আদ দামিশকি[৬৭] *আর রাদ্দুল ওয়াফির* গ্রন্থে বলেন–

"ইবনে কাইয়িম তাফসির ও উসুল বিষয়ে অগাধ জ্ঞান রাখতেন।"

তিনি আরও বলেন–

"আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আল মুহিব[৬৮] বলেছেন, আমি একবার আমাদের শিক্ষক আল মিজ্জিকে[৬৯] প্রশ্ন করেছিলাম, 'ইবনে কাইয়িমকে কি আপনি ইবনে খুযাইমার[৭০] সমকক্ষ মনে করেন?' এর উত্তরে তিনি বলেন– ইবনে কাইয়িম ছিলেন তাঁর সময়ে শ্রেষ্ঠ। আর ইবনে খুযাইমা ছিলেন তাঁর সময়ে শ্রেষ্ঠ।"

কাজি বুরহানুদ্দিন আয যুরয়া[৭১] বলেন–

"আমি আমার জীবনে ইবনে কাইয়িমের চেয়ে জ্ঞানী দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি।"

---

৬৭. ইবনে নাসির আদ দামিশকির জন্ম ৭৭৭ হিজরিতে, দামেশকে। তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ। তাঁর পুরো নাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আবু বকর বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুজাহিদ। ৮৩৭ হিজরিতে দামেশকের কোনো এক গ্রামে তাঁকে হত্যা করে শহিদ করা হয়।

৬৮. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আল মুহিব ছিলেন হাম্বলি মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম। জন্ম ৭১৩ হিজরিতে, দামেশকে। ৭৮৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন তিনি।

৬৯. হাফিজ আল মিজ্জি নামেই অধিক পরিচিত তিনি। তাঁর পুরো নাম ইউসুফ বিন যাকি আবদুর রহমান বিন ইউসুফ আবদুল মালিক বিন ইউসুফ বিন আবুয যাহর। ৬৫৪ হিজরিতে সিরিয়ার হালবে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪২ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭০. শাফেয়ি মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম ও মুহাদ্দিস। ছিলেন হাফিজুল হাদিস ও ফকিহ। তাঁর পুরো নাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মা বিন আল মুগিরাহ বিন সালেহ বিন আবু বকর। তাঁর উপাধি ছিল ইমামুল আয়িম্মাহ ও শায়খুল ইসলাম। জন্ম ২২৩ হিজরিতে, খুরাসানের নিশাপুরে। ৩১১ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭১. তিনি হাম্বলি মাযহাবের প্রখ্যাত আলিম। ৬৮৮ হিজরিতে মিশরের ইস্কান্দারিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম ইবরাহিম বিন আহমাদ বিন হিলাল। কাজি ইমাম বুরহানুদ্দিন আয যুরয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

ইন্তেকাল

ইমাম ইবনে কাইয়িম ৭৫১ হিজরির ১৩ রজব দিবাগত রাতে ৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন। নিশ্চয়ই আমরা সকলেই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব।

***

www.nagorikpathagar.org

পাঠসঞ্চয়

www.nagorikpathagar.org

প্রচ্ছদ প্রকাশন-এর প্রকাশিত বই

তাফসির		
০১.	যুবদাতুল বায়ান (১ম খণ্ড) সূরা ফাতিহার তাফসির	ড. আহমদ আলী
০২.	যুবদাতুল বায়ান (২য় খণ্ড) সূরা বাকারাহর তাফসির	ড. আহমদ আলী
সিরাত-নবিজীবন		
০৩.	নবিজীবনের সৌরভ	ড. নূরুদ্দিন ইতির অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
০৪.	প্রিয় নবি প্রিয় প্রতিচ্ছবি	খুররম মুরাদ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
০৫.	রাসূলুল্লাহর সাথে রোমাঞ্চকর একদিন	অধ্যাপক মফিজুর রহমান
০৬.	ছোটদের মহানবি	মীর মশাররফ হোসেন
০৭.	উম্মুল মুমিনিন (রাসূল সা.-এর স্ত্রীগণ)	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
মনীষী/জীবন-কর্ম-চিন্তাধারা		
০৮.	খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
০৯.	আয়িশা বিনতে আবু বকর রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
১০.	সেনাপতি : খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

১১.	মুয়াজজিন : বিলাল রা.	বাপ্পা আজিজুল
১২.	উমর ইবনে আবদুল আজিজ	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : এনামুল হাসান
১৩.	আলিম ও স্বৈরশাসক	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : আবুল হাসান
১৪.	আল্লামা ইকবাল : মননে সমুজ্জ্বল	সংকলন : আবু সুফিয়ান
১৫.	ইমাম হাসান আল বান্না : নতুন যুগের নির্মাতা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : শাহাদাত হোসাইন
১৬.	দ্য ব্যালট অর দ্য বুলেট (ম্যালকম এক্সের জীবন ও বক্তৃতা)	অনুবাদ : সাইফুল্লাহ, জাওয়াদ, সালেহ সানাউল্লাহ
১৭.	সাইয়িদ কুতুব পরিবার	ড. আব্দুস সালাম আজাদী
১৮.	প্রেসিডেন্ট মুরসি : আরব বসন্ত থেকে শাহাদাত	সংকলন : ওয়াহিদ জামান
১৯.	হোয়াট আই বিলিভ (অত্মোপলব্ধির দার্শনিক বয়ান)	ড. তারিক রমাদান অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য		
২০.	লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি (ইসলামের হারানো ইতিহাস)	ফিরাস আল খতিব অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
২১.	কারফিউড নাইট	বাশারাত পীর অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
২২.	মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান	ফাহমিদ-উর-রহমান
২৩.	ইসলাম ও শিল্পকলা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান
২৪.	কারবালা ইমাম মাহদি দাজ্জাল গজওয়ায়ে হিন্দ	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

www.nagorikpathagar.org

জীবনবিধান ইসলাম		
২৫.	জীবনবিধান ইসলাম	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
২৬.	ইসলামের ব্যাপকতা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : তারিক মাহমুদ
২৭.	ইমাম বান্নার বিশ মূলনীতির ব্যাখ্যা	ড. আবদুল কারিম যাইদান অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
২৮	তাকফির : কাফির ঘোষণায় বাড়াবাড়ি ও মূলনীতি	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : এনামুল হাসান
আত্মগঠন/আত্মপর্যালোচনা		
২৯.	মানুষ : মর্যাদা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
৩০.	ইসলামিক ম্যানারস (জীবনঘনিষ্ঠ আদব-শিষ্টাচার)	আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
৩১.	দুঃখ-কষ্টের হিকমত	ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম, ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
৩২.	ইমাম বান্নার ওযিফা	ইমাম হাসান আল বান্না অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
৩৩.	ইমাম বান্নার পাঠশালা : ব্যক্তিত্ব ও সমাজ বিনির্মাণে ইখওয়ানের তারবিয়াত পদ্ধতি	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সুলতানা শিফা
৩৪	পাবলিক ম্যাটারস (জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি)	ড. সালমান আল আওদাহ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
৩৫.	এইম ফর দ্য স্টারস	নোমান আলী খান, ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
দাওয়াহ		
৩৬.	অমুসলিম দাওয়াহ	সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী খুররম জাহ মুরাদ

www.nagorikpathagar.org

৩৭.	ফ্রম এমটিভি টু মক্কা	ক্রিস্টিয়ানা বেকার অনুবাদ : রোকন উদ্দিন খান
অর্থনৈতিক বিধান		
৩৮.	অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে যাকাতের ভূমিকা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান
রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতি		
৩৯.	ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি	মুহাম্মাদ আসাদ অনুবাদ : অধ্যাপক শাহেদ আলী
৪০.	দ্বীন কায়েমের নববি রূপরেখা	ডা. ইসরার আহমাদ অনুবাদ : ফাহাদ আবদুল্লাহ
৪১.	গণতন্ত্র : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	ড. আহমদ আলী
৪২.	কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.	মিয়া গোলাম পরওয়ার
দাম্পত্য-জীবন		
৪৩.	লাভ এন্ড রেসপেক্ট (দাম্পত্য সুখের অজানা রহস্য)	ড. এমারসন এগারিচেস অনুবাদ : রোকন উদ্দিন খান

***

www.nagorikpathagar.org

লেখক

ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম

হিজরি সপ্তম শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম। তাকে 'সুলতানুল উলামা' অভিধায় অভিহিত করা হয়। তিনি ৫৭৭ বা ৫৭৮ হিজরিতে দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্তেকাল করেন ৬৬০ হিজরিতে মিশরে।

সত্যের পথে তিনি ছিলেন উচ্চকিত কণ্ঠ। তাঁর কলমের ধারও ছিল অন্যায় ও বিকৃতির বিরুদ্ধে আপসহীন। তিনি দামেশক ও মিশর উভয় জনপদেই শীর্ষস্থানীয় আলিম হিসেবে বরিত হন। সমাজ সংস্কার ও ইসলামের পুনরুজ্জীবনে সংগ্রামী ভূমিকা রাখেন।

ইযযুদ্দিন আবদুস সালামের অসংখ্য ছাত্র ছিল। এর মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন– ইবনে দাকিকুল ঈদ, শিহাব উদ্দিন কারাফি, আলা উদ্দিন আল বাজি, শরফুদ্দিন আদ দিমিয়াতি প্রমুখ। ইমাম ইযযুদ্দিন অনেকগুলো মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন।

ইমাম ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়্যাহ

হিজরি অষ্টম শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় আলিম। তিনি ছিলেন একাধারে ফকিহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির। জন্ম ৬৯১ হিজরি মোতাবেক ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে, দামেশকে। ৭৫১ হিজরি মোতাবেক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি ছিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর সবচে বিখ্যাত ছাত্র। আর ইবনে কাইয়িমের ছাত্রদের মাঝে রয়েছেন– ইমাম যাহাবি, ইবনে কাসির, ইবনে রজব হাম্বলির মতো কালোত্তীর্ণ মনীষীগণ। তাঁর গবেষণা ও ইজতিহাদি প্রজ্ঞার কারণে পরবর্তী আলিমগণ তাকে মুজতাহিদ হিসেবে গণ্য করেন।

ইমাম ইবনে কাইয়িম রহ. অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি হলো– *যাদুল মাআদ*, *আর রুহ*, *মাদারিজুস সালিকিন* প্রভৃতি।

অনুবাদক

আলী আহমাদ মাবরুর

আলী আহমাদ মাবরুর ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। পেশাগত জীবনের শুরুতে ছিলেন সাংবাদিক। বর্তমানে পুরোদস্তুর লেখক ও অনুবাদক। প্রাঞ্জল লেখার হাত তাকে এনে দিয়েছে দারুণ পাঠকপ্রিয়তা।

তার পাঠকনন্দিত বইয়ের সংখ্যা অনেক। অনূদিত বইয়ের মধ্যে আছে– *লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি, ইসলামিক ম্যানারস, মুসলিম চরিত্র, আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত যারা, প্রিয় নবি প্রিয় প্রতিচ্ছবি, পাবলিক ম্যাটারস, কারবালা ইমাম মাহদি দাজ্জাল গজওয়ায়ে হিন্দ, অনুভবে আল্লাহর নামবৈচিত্র্য, বিশ্বসভ্যতা বিনির্মাণে মুসলমানদের অবদান, ল্যাঙ্গুয়েজ অব লাভ* ইত্যাদি। *হামাস : ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের ভেতর-বাহির, শিশুর মুখে ইসলাম* প্রকাশিত মৌলিক বই।

“

সবর হলো এমন ঘোড়ার মতো– যা কখনও ভূপাতিত হয় না, হোঁচটও খায় না। সবর হলো এমন এক তরবারি– যার ধার কখনও হ্রাস পায় না। সবর এমন এক সেনাবাহিনী– যা কখনও পরাজিত হয় না। সবর এমন এক শক্তিশালী দুর্গের নাম– যার কখনও পতন হয় না; প্রতিপক্ষ বাহিনী সে দুর্গ কখনও জয় করতে পারে না। সবর আর নিয়ামত হলো সহোদর দুই ভাইয়ের মতো– যারা একে অপরের হাত ধরে চলে। আর আসমানি নিয়ামত ও রহমত আসে সবরের মাধ্যমেই।

স্বস্তির পরে আসে কষ্ট। আর কষ্টের পরে স্বস্তি। সহজের পর আসে কঠিন। খরার পর সজীবতা। একজন মানুষ বিপদে পড়লে সবর যেভাবে তাকে পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ পেতে সহায়তা করে, যেভাবে সফলতার পথে ধাবিত করে, অন্য কোনো কিছু দিয়েই তা হয় না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালামে পাকে জানিয়েছেন, তিনি সাবির (ধৈর্যশীল) বান্দাদের সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত করবেন। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, তিনি সব সময় ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

”

প্রচ্ছদ প্রকাশন